বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০২৩-২০২৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০২৩-২০২৪)

পৃষ্ঠপোষকতায়
জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

সম্পাদনায়

১. শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
২. শ্রীমতী কাকলী রাণী মজুমদার, উপ প্রকল্প পরিচালক (কর্ম. বাস্ত. ও প্রশি.), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৩. শ্রী মদন চক্রবর্তী, উপ প্রকল্প পরিচালক (মাঠসেবা), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৪. শ্রী নিত্যজিত মহাজন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও সেবা), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৫. জনাব আসমা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশি. গবে. ও প্রতি.), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

প্রচ্ছদ, কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন
জনাব মোহাম্মদ আলী, কম্পিউটার অপারেটর, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

ফোন : ০২-৯৬৩৫১৫০ (অ.)
Email : msgs2003@gmail.com
Website : www.templeedu.gov.bd
Facebook page : www.facebook.com/templebased
Youtube : Temple Education

মুদ্রণ ও বাঁধাই : অমি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনায়
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাণী	৩-৬
২.	মুখবন্ধ	৭
৩.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যচিত্র	৮
৪.	প্রকল্পের (৬ষ্ঠ পর্যায়) সাংগঠনিক কাঠামো	১৩
৫.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মস্থল	১৪-২১
৬.	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২২
৭.	প্রকল্পের জনবলের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	২৪
৮.	জেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য	২৫-২৮
৯.	২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের তথ্য	২৯-৪৩
১০.	প্রকল্পের কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য	৪৪-৪৫
১১.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রশাসকবৃন্দের অভিমত	৪৬-৫৯
১২.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের অভিমত	৬০-৬৮
১৩.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন অংশীজনের মতামত	৬৯-৭৯
১৪.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের বিভিন্ন লেখনী	৮০-৯২
১৫.	প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিভাজন	৯৩
১৬.	পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণ বিভাগের (আইএমইডি) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহাম্মদ আবদুল হান্নান কর্তৃক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন	৯৪-১০২
১৭.	প্রকল্পের স্থিরচিত্র	১০৩-১১৯
১৮.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য পেপার কাটিং	১২০

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

পাঠ্যক্রমভিত্তিক একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটির কার্যক্রম বিগত ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে ০৫টি পর্যায় সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান, যা আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সমাপ্ত হবে। স্বাক্ষরতার প্রসার ও প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ছাড়াও প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়ন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মন্দির প্রাঙ্গণে সরকার পরিচালিত এ কার্যক্রম নিঃসন্দেহ প্রশংসার দাবীদার।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি অর্থবছরে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনে প্রকল্পের এ লক্ষ্যমাত্রা ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির প্রতিফলন প্রকাশিত হবে মর্মে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে ভবিষ্যতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা

মানসম্মত শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটির প্রথম যাত্রা ২০০২-২০০৩ অর্থসাল থেকে শুরু হয়েছে। সফলভাবে প্রকল্পের ০৫টি পর্যায় সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় বিগত ০১/০৭/২০২১ তারিখে শুরু হয়েছে, যা আগামী ৩১/১২/২০২৫ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

প্রকল্পের অধীনে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পে কর্মরত ৩৩১জন জনবলের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী রয়েছে। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আলাদা কোন অফিস না থাকায় প্রকল্পের জনবল নিবেদিত কর্মী হয়ে প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি ট্রাস্টের বিভিন্ন কাজ আন্তরিকতা ও দায়িত্বের সাথে পালন করে আসছে। সকল সম্প্রদায়ের মহামিলনে প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের অধীনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুস্পষ্ট তথ্য তুলে ধরা হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদনটি প্রকল্পের ভাবমূর্তি এবং কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা তুলে ধরার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমার বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সম্মানিত প্রকল্প পরিচালকসহ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মো. সাখাওয়াত হোসেন)

ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালে একটি অর্ডিন্যান্স এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সনের ৪২ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পে ও নিজস্ব অর্থায়নে বহুবিধ জনহিতকর ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নে বিগত ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিশু ও বয়স্ক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের মূল কাজ। মানবিকতার বিকাশ সাধন এবং অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের ভিত্তি রচনায় প্রকল্পটির সুফল আজ সমগ্র বাংলাদেশে সনাতন জনগোষ্ঠীর নিকট বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। প্রকল্পের অধীনে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৪০০ জন (প্রায় ৮৫% নারী) শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বছরে ২,২২,০০০ জন কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রকল্পটির ০৫টি সফল ধারাবাহিক পর্যায় বাস্তবায়নের পর বর্তমানে ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে। আমি আশা করি বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রকল্পটি গতানুগতিক ধারায় চলবে, যার দ্বারা সনাতন জনগোষ্ঠীর কোমলমতি শিশুরা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। যেকোন প্রকাশনা পাঠকের জ্ঞানের পিপাসা পূরণ ও কৌতুহলী মনের জিজ্ঞাসাকে নিবৃত্ত করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদনে(২০২৩-২০২৪ অর্থবছর) প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটুকু সফলতা বয়ে এনেছে তা দৃশ্যমান হবে। প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলনও এ প্রকাশনায় প্রতীয়মান হবে মর্মে আশা করছি।

'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশনার মত দুরূহ কাজের সাথে জড়িত প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সুফলভোগী এবং শুভানুধ্যায়ীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

(ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল)

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
উপ-প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা

মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মাঝে আলো ছড়াচ্ছে সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। সমগ্র বাংলাদেশে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অধীনে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক এবং শিশু ও বয়স্ক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা ও বিকাশে দেশে মন্দির ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমই হচ্ছে একমাত্র প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকার সনাতনধর্মীয় শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সকল সনাতনধর্মীয় জনগোষ্ঠী এ সুবিধা পাবেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস বা জনবল নেই। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা প্রদানসহ সকল কার্যাদি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রকল্পটি সনাতনী জনগোষ্ঠী ও সুফলভোগীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলক হিসেবে কাজ করছে।

প্রকল্পটির ২০২৩-২০২৪ অর্থসালের কার্যক্রমের আলোকে 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বার্ষিক কার্যক্রমের ভৌত এবং আর্থিক সকল প্রকার অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা হবে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের জেলাভিত্তিক সকল কার্যক্রমের তথ্য এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে। এছাড়াও, প্রকল্পের বিভিন্ন সুফলভোগীর প্রত্যাশা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সুপারিশ ও শুভেচ্ছা বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযোজিত হবে। প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল নিবৃত্তিতে এ প্রকাশনা বিশেষ সহায়ক হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

প্রকল্পের 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশনার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। শুভেচ্ছা বাণীসহ বিভিন্ন অভিমত ও সুপারিশ প্রদান করে যে সকল সুধীজন এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবিষ্যতে প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

(নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস)

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

নৈতিক শিক্ষার আলোয় মনের সংকীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে প্রগতিশীল সমাজ বিনিমার্ণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প। সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ প্রকল্পটি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ০৫টি পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান যা গত ০১/০৭/২০২১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং আগামী ৩১/১২/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটির মূল কাজ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। সমগ্র বাংলাদেশে ৪৯৫টি উপজেলায় ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রকল্প কাজ করছে।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি, বার্ষিক আর্থিক অগ্রগতি, শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি, জনবল ও শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিদর্শন ও মনিটরিং, জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের অগ্রগতি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি সভা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচনপূর্বক পুরস্কার বিতরণ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটি সনাতন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বিধায় সুফলভোগীদের প্রত্যাশার কথাও এ প্রতিবেদনে প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কাজে প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালকদ্বয়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ যারা সুচিন্তিত মতামত ও দিকনির্দেশনা দিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির মুদ্রণজনিত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে বলা যায় সরকারের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) শতভাগ অর্জন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের অবস্থান ও সম্পৃক্ততা নিরূপনে এ বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বিশেষ দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক হিসেবে এ বার্ষিক প্রতিবেদন বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। সকল পাঠকের জন্য নিরন্তর শুভকামনা রইলো।

২৭/০৬/২০২৪

(ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য চিত্র

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ১ম থেকে ৫ম পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রমের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ থেকে শুরু হয়েছে যা আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে।

প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনা ব্যবহার করে ৫০০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,০০,০০০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। কার্যক্রমের সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ১০০০ টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,২০,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, পুরাণসহ রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করানো হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হবে। ১৪০০ টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬৮,০০০ জন মাধ্যমিক স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞান প্রদানসহ পবিত্র গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেতন করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৭৫২৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন্ট কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে–যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০% ও শিক্ষকদের ৮০% এর উর্ধ্বে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরণ করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় চর্চা মানুষের চেতনায় আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বর্তমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১	প্রকল্পের নাম	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	প্রকল্পের শুরু	জুলাই ২০২১
৫	বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫
৬	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭	প্রকল্পের ব্যাপ্তি ও বাস্তবায়ন এলাকা	৬৪ জেলার ৪৯৫ টি উপজেলা
৮	মোট শিক্ষা কেন্দ্র ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা খ) ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) খ) ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)	৭৪০০ টি ৫০০০ টি ১০০০ টি ১৪০০ টি
৯	বাস্তবায়নকালে মোট শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ক) প্রাক-প্রাথমিক খ) ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) গ) ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)	৮,৮৮,০০০ জন ৬,০০,০০০ জন ১,২০,০০০ জন ১,৬৮,০০০ জন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) সবার জন্য শিক্ষা ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিশুর সুকুমার বৃত্তির সুষম উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ৪-৫+ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও সবার জন্য শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মন্দিরকেন্দ্রিক ৫,০০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা: মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রযাত্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;

গ) নৈতিকতার বিকাশ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মাণ: মন্দিরভিত্তিক ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ১,৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, নৈতিকতার বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মাণ, প্রগতিশীল ও উন্নত চরিত্রের সুনাগরিক গড়ে তোলা;

ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নের ভিতকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম

প্রকল্পের ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাস্তর ভেদে পাঠ্যবই ও উপকরণসমূহ

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
প্রাক-প্রাথমিক	১। আমার বই (বাংলা বই) ২। সনাতন ধর্ম শিক্ষা (ধর্ম বই)	ব্ল্যাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা (এসো লিখতে শিখি, বাংলা ও গণিত) চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ১০ প্রকারের ক্যালেন্ডার, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, রঙিন কাগজ, শার্পনার, ইরেজার, রং পেন্সিল ও কাঁচি ইত্যাদি। **শিক্ষকের জন্য ঃ** কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা।

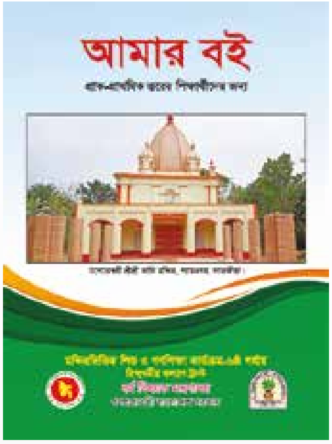

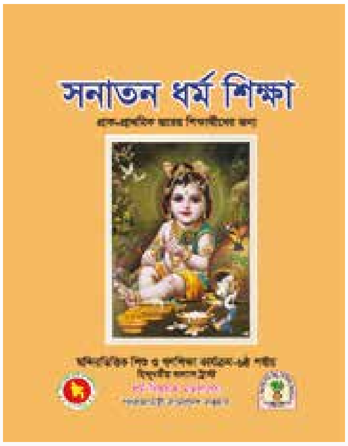

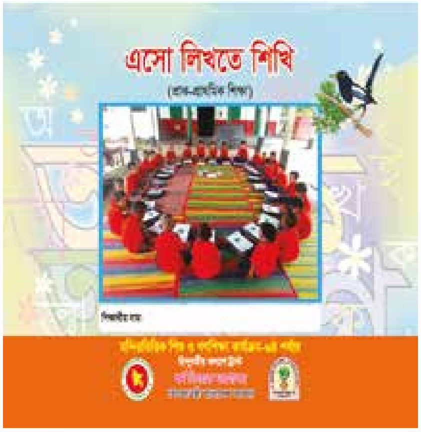

ছবি : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বই ও অনুশীলন খাতা

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
ধর্মীয় শিক্ষা শিশু	১। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা ২। রামায়ণ ও মহাভারত ৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	ব্ল্যাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা, চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ১০ প্রকারের ক্যালেন্ডার, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, কলম, গীতা সাবিত্রী ইত্যাদি। **শিক্ষকের জন্য ঃ** কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা।

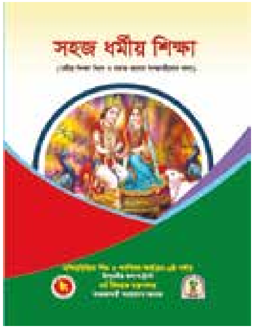

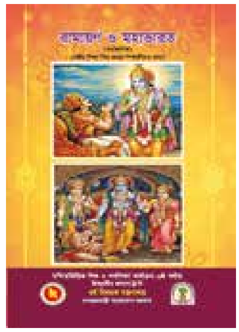
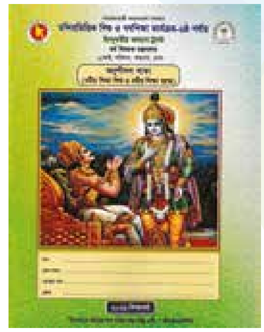

ছবি : ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বই ও অনুশীলন খাতা

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক	১। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা ২। আমাদের পড়ালেখা (বাংলা বই) ৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	ব্ল্যাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা, চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার ইত্যাদি। **শিক্ষকের জন্য ঃ** কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা।

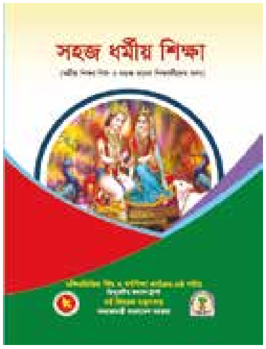

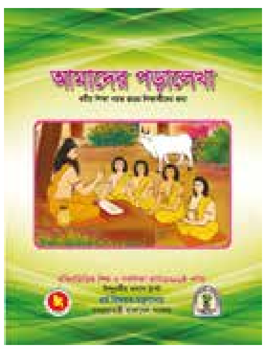

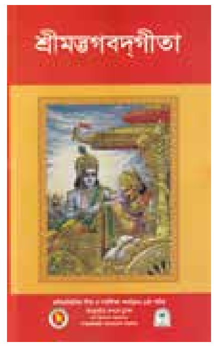

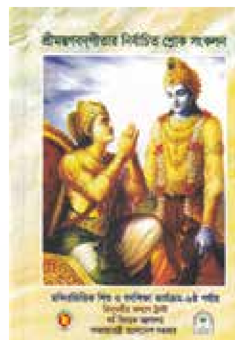

ছবি : ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বই ও অনুশীলন খাতা

উল্লেখ্য যে, প্রায় প্রতি বছরই কারিকুলাম কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যবইসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়ে থাকে। শিশুদের পাঠ্যবইসমূহ চার রংয়ের আকর্ষণীয় ছবিতে এবং লেমিনেটিং প্রচ্ছদে ছাপানো।

প্রকল্প পরিচালকের দূরদর্শিতায় প্রকল্পের গীতা শিক্ষা কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ও সহজকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মধ্যে নির্ধারিত সুর ও ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক পাঠ, বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ, দলগতভাবে অনুষ্টুপ ছন্দে গীতা পাঠ, প্রকল্পের ব্রান্ড/প্রার্থনা সংগীতে সুরারোপ, গীতা

পাঠের কাঠামো প্রণয়ন ও অনুশীলন, গীতা শিক্ষা সহায়িকা প্রণয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় শিক্ষায় সনাতনী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তথা গীতা চর্চাকে সহজ করার লক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন প্রকাশ এবং সর্ব সাধারণের মাঝে তা বিতরণ এ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করেছে। বয়স্কদের বই সমূহও ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনমুখী শিক্ষার কারনে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

প্রকল্পের বিজ্ঞ কারিকুলাম কমিটি সকল স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন মনীষী ও মহাপুরুষদের নীতি বাক্য ও বাণী সংযোজন করেছেন যা থেকে সকল স্তরের শিক্ষার্থীগণ নৈতিক জ্ঞান লাভে সমৃদ্ধ হবে।

বই উৎসব-২০২৪

প্রকল্পের ঢাকা জেলার বই উৎসব-২০২৪ অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বই উৎসব-২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ছকে দেখানো হলোঃ

ক্রমিক	শিক্ষাবর্ষ	কেন্দ্র সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গড় উপস্থিতি
১।	২০২২	৭৪০০০	২,২২,০০০ জন	৯৮%
২।	২০২৩	৭৪০০০	২,২২,০০০ জন	৯৮%
৩।	২০২৪	৭৪০০০	২,২২,০০০ জন	চলমান

প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থবছরের ব্যয়-বরাদ্দ

৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়।

নিম্নে অর্থ বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ/প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রকৃত ব্যয়ের এবং অব্যয়িত অর্থের পরিসংখ্যান দেয়া হলো:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থসাল	এডিপিবরাদ্দ	প্রাপ্ত অর্থ	প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত অর্থ	মন্তব্য
১.	২০২২-২৩	১২৪৬৪.০০	১০৪৪৮.২৮	১০৪৩২.৭৯	১৫.৪৯	
২.	২০২৩-২৪	৯০৮৮.০০	৯০৭৩.১৫	৮৮৭৭.১১	১৯৬.০৪	-

প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত

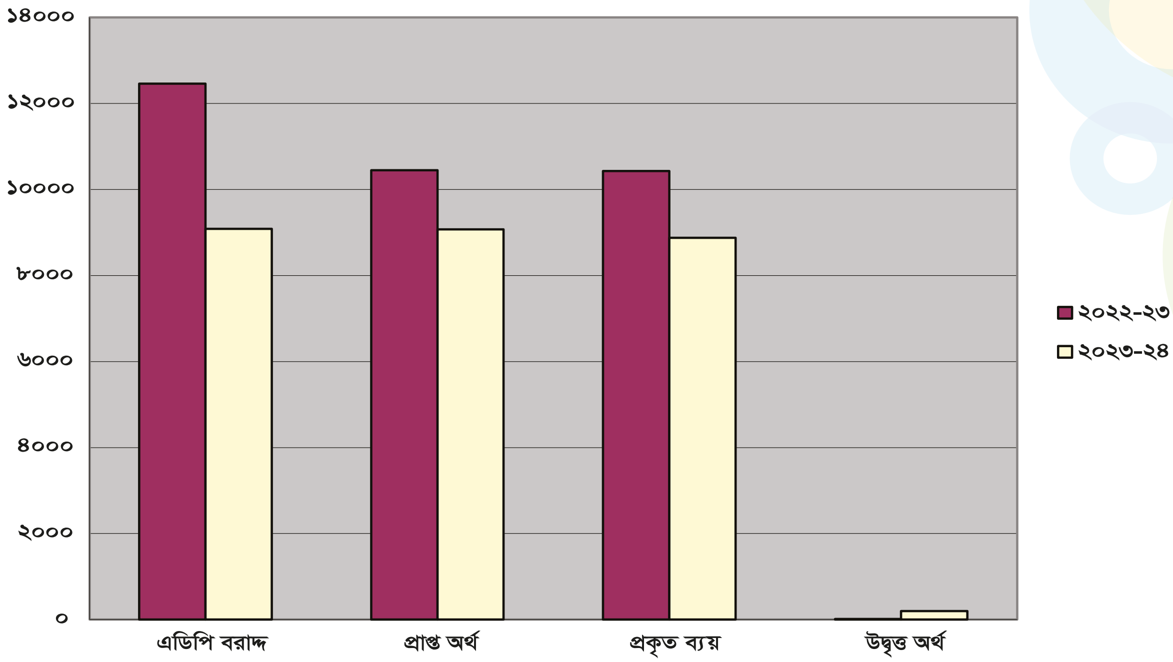

প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী

প্রকল্পের (৬ষ্ঠ পর্যায়) সাংগঠনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কার্যক্রম

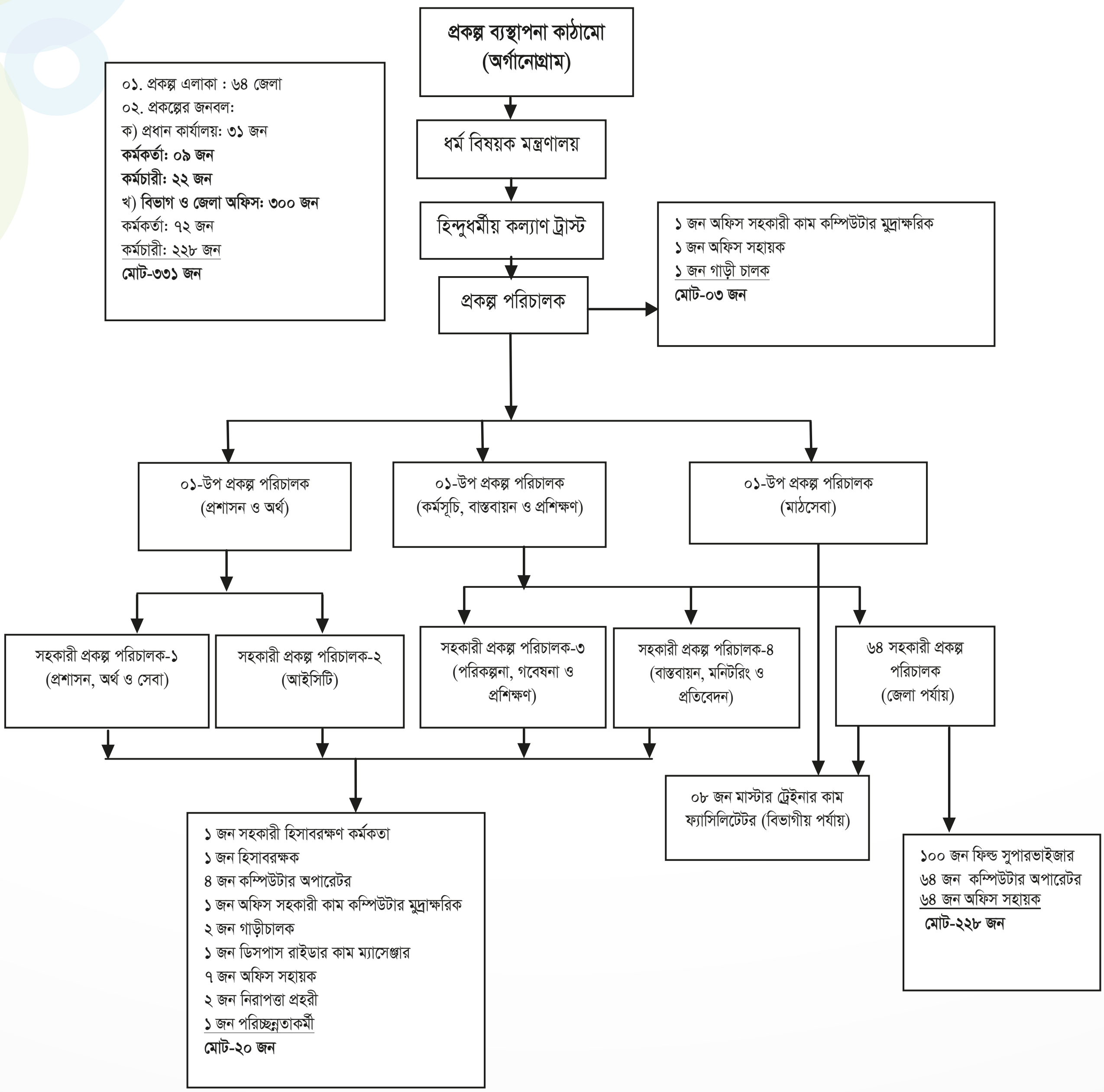

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মস্থল

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
		প্রধান কার্যালয়		
১.	ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ		প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২-৯৬৩৫১৫০ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
২.	শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস		উপপ্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৫৭৬৪ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৩.	শ্রীমতী কাকলী রাণী মজুমদার		উপপ্রকল্প পরিচালক (কর্মসূচি, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৯০২৪ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৪.	শ্রী মদন চক্রবর্তী		উপপ্রকল্প পরিচালক (মাঠসেবা) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৯০২৪ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৫.	শ্রী নিত্যজিত মহাজন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অর্থ, সেবা ও প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৫৭৮৯ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৬.	শ্রী কিশোর কুমার মন্ডল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (পরি. বাস্ত. ও মনি.) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৭০৯১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৭.	জনাব আসমা খাতুন	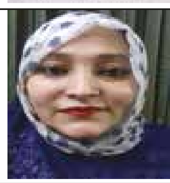	সহকারী প্রকল্প পরিচালক (পশি. গবে. ও প্রতি.) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৫৭৬১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৮.	জনাব মোস্তাকিম মাহমুদ রাতুল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (আইটি) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৭০৯১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৯.	শ্রী রণজিৎ বাড়ৈ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (নব নিযুক্ত) প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২৩৩৬৭০৯১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
		ঢাকা বিভাগ		
১.	শ্রী পীযূষ সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঢাকা জেলা কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ (ডাঃ আলম ভবন), শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৩৩৬৪৬২৬ ই-মেইল-msgsdha01@gmail.com
২.	শ্রী শ্যামল কুমার চক্রবর্তী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়	স্বপ্ননীড়, পূর্ব লামাপাড়া, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। ফোন-০১৭১৪-০৬৪৪৭৮ ই-মেইল-msgsadnarayan@gmail.com
৩.	জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নরসিংদী জেলা কার্যালয়	৩১৪, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, মালাকার বাড়ী, নরসিংদী। ফোন-০২৯৪৫২১৯৪ ই-মেইল-adnarsingdi@gmail.com
৪.	জনাব শাকুরুননেছা (মুনা)		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গাজীপুর জেলা কার্যালয়	কে-৩৪৮, পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর,গাজীপুর। ফোন-০২২২৪৪২৪২৭৬ ই-মেইল-msgsgaz@gmail.com
৫.	শ্রী সনজিৎ সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়	সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন (কক্ষ নং-১০৮ ও ১১১) মানিকগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬১১২৬০ ই-মেইল-msgsman2015@gmail.com
৬.	জনাব সাদিকা সুলতানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়	রজনীগন্ধা কমিনিউটি সেন্টার (৩য় তলা) হোয়াইট হাউজ, নতুন কোর্ট, মুন্সীগঞ্জ। ফোন-০৬৯১-৫২৫৮০ ই-মেইল-msgsmun@gmail.com
৭.	শ্রী মিন্টু কুমার ভদ্র অর্ঘ্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মাদারীপুর জেলা কার্যালয়	সমন্বিত সরকারী অফিস ভবন ৬ষ্ঠ তলা, পূর্ব ব্লক, মাদারীপুর ফোন-০২৪৭৯৯৬২০১৭ ই-মেইল-msgsmad2008@gmail.com
৮.	জনাব মো: নুরুল ইসলাম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়	ফেরদৌসি মহল, হোল্ডিং নং-৯৪৫, পালং (শান্তি নগর), সদর, শরিয়তপুর। ফোন-০৬০১-৫১৩৭৬ ই-মেইল-msgssari2010@gmail.com
৯.	শ্রী রমেশ চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয়	শ্রীশ্রী কালীবাড়ী (৪র্থ তলা), আদালত পাড়া, টাংগাইল। ফোন- ০২৯৯৭৭১৪২১১৮ ই-মেইল-msgsadtangail@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
১০.	শ্রী লিটন শিকদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়	সেলিনা ম্যানচশন (২য় তলা) ৬৮, শ্রীপুর, রাজবাড়ী। ফোন-০৬৪১-৬৫৫৩৬ ই-মেইল-msgskrajbari@gmail.com
১১.	জনাব এ কে এম হাসান উজ জামান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়	৩৭ (২য় তলা), আলোরমেলা, পুরাতন কোর্ট রোড মহিলা কলেজ সংলগ্ন, কিশোরগঞ্জ। ফোন-০২-৯৯৭৭৬১২২৯ ই-মেইল-msgskis@gmail.com
১২.	শ্রী মুকুল বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়	২০৪, কবরস্থান রোড, মিয়াবাড়ী, গোপালগঞ্জ। ফোন-০২৪৭৮৮২১৩৭৬ ই-মেইল-mvsogskgopal@gmail.com
১৩.	জনাব ফারজানা তানিয়া		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ফরিদপুর জেলা কার্যালয়	গুহ লক্ষ্মীপুর, (ধোপাবাড়ির মোড়), ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর। ফোন-০২৪৭৮৮০৩৬০৯ ই-মেইল-msgsfaridpur@gmail.com
		ময়মনসিংহ বিভাগ		
১৪.	জনাব মাকসুদা খানম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়	কে.বি ইসমাইল রোড, পৌর সুপার মার্কেট (২য় তলা), ময়মনসিংহ। ফোন-০৯১-৬৫৯৯২ ই-মেইল-msgsmy@gmail.com
১৫.	জনাব শামীম আহমেদ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক শেরপুর জেলা কার্যালয়	নুর মোহাম্মদ ভিলা (৩য় তলা) মাধবপুর, শেরপুর। ফোন-০২৯৯৭৭৮১৫১৬ ই-মেইল-msgssher@gmail.com
১৬.	শ্রীমতী প্রীতিলতা অধিকারী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক জামালপুর জেলা কার্যালয়	হোল্ডিং-০৫৭৮-০৯, ১৯১, সম্পদ প্লাজা. নিউ কলেজ রোড, ব্যাংক কলোনী, জামালপুর। ফোন-০৯৮১-৬২০৫৬ ই-মেইল-msgsapdjamalpur@gmail.com
১৭.	জনাব মো: হুমায়ুন কবির		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়	১০৭ দক্ষিণ নাগড়া, দত্ত ভিলা, নেত্রকোনা। ফোন-০৯৫১-৬২১৩২ ই-মেইল-msgsnat@gmail.com
		চট্টগ্রাম বিভাগ		
১৮.	শ্রীমতী সোমা রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কক্সবাজার জেলা কার্যালয়	উত্তরা ভবন (২য় তলা) বি কে পাল সড়ক, কক্সবাজার। ফোন-০২৩৩৩৩৪৭০৯৩ ই-মেইল-adcoxbazer@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
১৯.	শ্রী বাপ্পী পাল জয়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়	বিজন সরনী, কালিন্দীপুর, ১০২ নং রাংগাপানি, সদর, রাঙ্গামাটি। ফোন-০৩৫১৬৩৩৮৫ ই-মেইল-msgsran@gmail.com
২০.	শ্রী সজীব বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়	সনাতন ছাত্র-যুব পরিষদ ভবন, নিচতলা, রূপনগর মহিলা কলেজরোড, খাগড়াছড়ি, সদর, খাগড়াছড়িফোন-০৩৭১ -৬২২৫৩ ই-মেইল-msgskha@gmail.com
২১.	শ্রী মনিসংকর কীর্ত্তনীয়া		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নোয়াখালী জেলা কার্যালয়	শাহীদা ভিলা, বীর উত্তম ডাঃ শাহ আলম সড়ক, হাসপাতাল রোড (পুরাতন পার্সপোর্ট অফিসের সাথে) মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী। ফোন-০২৩৩৪৪৯১৬৩৪ ই-মেইল-msgsnoakhali@gmail.com
২২.	শ্রীমতী দীপ্তি দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক লক্ষীপুর জেলা কার্যালয়	রতন লাল ভৌমিক, সাং-বাঞ্ছানগর শাখাড়ীপাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, লক্ষীপুর পৌরসভা সদর, লক্ষীপুর। ফোন-০২৩৩-৪৪৪১৫৭৯ ই-মেইল-msgslaxmipur@gmail.com
২৩.	জনাব মুহিত উদ্দিন মোল্লা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ফেনী জেলা কার্যালয়	মা কুঠির, হোল্ডিং- ৫৩১/২, ওয়ার্ড-০২,দক্ষিণ সহদেবপুর (তুলাবাড়ীয়া রোড), ফেনী। ফোন-০২৩৩৪৪৭৩০৯৪ ই-মেইল-msgsfeni@gmail.com
২৪.	জনাব মো: মাসুদুল আলম মাসুদ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চাঁদপুর জেলা কার্যালয়	এডভোকেট শাহীন সাহেবের বাসা-৫ম তলা, হোল্ডিং-০৪০৯-০১, চেয়ারম্যান ঘাট, জিটি রোড, (দক্ষিণ), চাঁদপুর ফোন-০২৩৩৪৪৮৬০২৫ ই-মেইল-msgscha@gmail.com
২৫.	শ্রী লিটন চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুমিল্লা জেলা কার্যালয়	ডাঃ এ,কে,এম আব্দুস সেলিম, খেলাঘর ,হোল্ডিং নং ১২৯৬, ব্লক-ডি/০২ বাড়ি নং-৯৪, মফিজ উদ্দিন সড়ক, রেইস কোর্স, কুমিল্লা। ফোন-০৮১-৬৬৩০৯ ই-মেইল-msgscumilla@gmail.com
২৬.	শ্রী রিংকু কুমার শর্মা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়	৯৮,আমবাগান বিভাগীয় তথ্য অফিস-এর নীচতলা, খুলশী, ফ্লোরাপাস রোড, চট্টগ্রাম। ফোন-০২৩৩৩৩৬০৫৯৬ ই-মেইল-msgschi@gmail.com
২৭.	শ্রী সুপ্রিয় বিশ্বাস	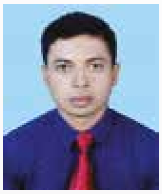	সহকারী প্রকল্প পরিচালক বান্দরবান জেলা কার্যালয়	৪নং ওয়ার্ড বান্দরবান বাজার, বোটঘাটা (হোটেল পাহাড়ীকার পিছনে), অমেলেন্দু বাবুর বিল্ডিং, বান্দরবান পৌরসভা বান্দরবান। ফোন-০৩৬১-৬২৭৩২ ই-মেইল-msgsban@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
২৮.	জনাব মো: আকরাম হোসেন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কার্যালয়	মাতৃভবন, পোদ্দার বাড়ী রোড, পূর্ব মেড্ডা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ফোন-০২ ৩৩৪৪৩০১ ৪৪ ই-মেইল-msgsbra01@gmail.com
		খুলনা বিভাগ		
২৯.	শ্রীমতী হ্যাপি সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়	রৌফা ভবন, হোল্ডিং নং-৬, পি.টি.আই রোড (ডিপিইও অফিসের সামনে) কুষ্টিয়া ফোন-০৭১-৬৩০৬২ ই-মেইল-msgskust@gmail.com
৩০.	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়	মালোপাড়া কেদারগঞ্জ, হোল্ডিং নং-১২৪১/১, (ইমপোষ্ট হাসপাতালের পশ্চিম পাশে) জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা। ফোন-০৭৬১-৬২৬০৭ ই-মেইল-msgschua@gmail.com
৩১.	শ্রী জয়ন্ত কুমার সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মেহেরপুর জেলা কার্যালয়	মল্লিকপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, হোল্ডিং নং-০৭, (কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে) জেলা কার্যালয়, মেহেরপুর। ফোন-০২৪৭৭৭৯২৭৪৬ ই-মেইল-msgsmehe@gmail.com
৩২.	শ্রীমতী প্রিয়াংকা সিকদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক খুলনা জেলা কার্যালয়	৩নং পি,সি,রায় রোড ,খুলনা। ফোন-041811217 msgskhun@gmail.com
৩৩.	জনাব মৌসুমী সুলতানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়	কর্নেল রহমান সড়ক (এ), হোল্ডিং-০০৭৭-০২ ওয়ার্ড-০৯, উকিলপাড়া, আরাপপুর ঝিনাইদহ। ফোন-০২৪৭৭৭৪৬৬৪০ ই-মেইল-msgsjhid@gmail.com
৩৪.	শ্রী দেবাশীষ বাইন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নড়াইল জেলা কার্যালয়	থানা রোড, নড়াইল। ফোন-০২৪৭৭৭৭৩১১৮ ই-মেইল-msgsnara@gmail.com
৩৫.	শ্রীমতী পর্ণা রায় চৌধুরী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বাগেরহাট জেলা কার্যালয়	১৯৫/১ দাসপাড়া, খারদ্বার রোড, সদর, বাগেরহাট। ফোন-০২৪৭-৭৭৫১০৮৪ msgsbagerhat2003@gmail.com
৩৬.	শ্রী অভিজিত কুমার বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মাগুরা জেলা কার্যালয়	মাগুরা কালীবাড়ী মার্কেট, (৩য় তলা), নতুন বাজার, মাগুরা -৭৬০০। ফোন-০২৪৭৭৭১১১৬৩ ই-মেইল-msgsmagura2015@gmail.com
৩৭.	শ্রীমতী চৈতি মহালদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক যশোর জেলা কার্যালয়	৭৮-এ, মুজিব সড়ক (বাইলেন), ষষ্ঠীতলাপাড়া, যশোর। ফোন-০২৪৭৭৭৬২৬০৩ ই-মেইল-msgsjess@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৩৮.	শ্রী অপূর্ব আদিত্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়	এসপি বাংলোর পিছনে, পলাশপোল, সাতক্ষীরা। ফোন-০২৪৭৭৭৪১১৭২ ই-মেইল-mvsks8700@gmail.com
		রাজশাহী বিভাগ		
৩৯.	শ্রী দেবব্রত বর্মন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাজশাহী জেলা কার্যালয়	হাউজ # ৫০৭/এ, রামচন্দ্রপুর বাশার রোড, রাজশাহী। ফোন-০২৪৭৭৭৪১১৭২ ই-মেইল-msgsraj2011@gmail.com
৪০.	শ্রী মিলন কুমার দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়	জনাব প্রবোধ কুমার প্রমানিক, হোল্ডিং নং-২২, চাইপাড়া সড়ক (শিবতলা মোর) চাপাই সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ । ফোন-০২-৫৮৮৮৯৩১৪১ ই-মেইল-msgschapai2018@gmail.com
৪১.	শ্রী নকুল বর্মন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বগুড়া জেলা কার্যালয়	বাসা/হোল্ডিং নং-১৮, ৩য় তলা এস.পি.ব্রিজ সংলগ্ন, মালতিনগর, সদর, বগুড়া। ফোন-০২৫৮৮৮১৩৪০৬ ই-মেইল-msgsbog@gmail.com
৪২.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক জয়পুরহাট জেলা কার্যালয়	বাসা-৪৪০, বান্দা বটগাছ মোড়, বিশ্বাসপাড়া, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংলগ্ন, জয়পুরহাট। ফোন-০২৫৮৯৯১৫১১৭ ই-মেইল-msgsjoypure@gmail.com
৪৩.	শ্রী নিরুপম ধর		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পাবনা জেলা কার্যালয়	রাধাগোবিন্দ মন্দির, সদর হাসপাতাল রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা। ফোন-০২৫৮৮৮৪৩৭০৪ ই-মেইল-msgspab@gmail.com
৪৪.	জনাব মো: আরিফুল ইসলাম প্রামানিক		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নাটোর জেলা কার্যালয়	৮৫, কাপুরিয়াপট্টি (গাড়িখানা মসজিদ সংলগ্ন) নাটোর। ফোন-০২৫৮৮৮৭২৬৩৬ ই-মেইল-msgsnator@gmail.com
৪৫.	জনাব জাকির হোসেন রানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়	রাজ্জাক প্লাজা (৪র্থ তলা), ২ নং খলিফা পট্টি (বড় পুলের, পশ্চিম পার্শ্বে), সদর, সিরাজগঞ্জ। ফোন-০২৫৮৮৮৩১৪১৯ ই-মেইল-msgssiraj2011@gmail.com
৪৬.	শ্রীমতী সাথী মজুমদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নওগাঁ জেলা কার্যালয়	তরফদার পাড়া মসজিদ এর পূর্ব পার্শ্বে, সরিষা হাটির মোড়, আমীন ভিলা (২য় তলা) নওগাঁ। ফোন-০৭৪১-৬১৭৫৯ ই-মেইল-msgsnaogaon2003@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৪৭.	জনাব মেঘলা চৌধুরী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়	হাটির পাড়, ঘোষপাড়া (সেবা ক্লিনিকের সামনের গলি)কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। ফোন-০২৫৮৯৯৫০৪৬৭ ই-মেইল-msgskuri@gmail.com
৪৮.	শ্রী ইন্দ্রজিত রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়	ধাক্কামারা, (গোলচত্ত্বর সংলগ্ন) পঞ্চগড়। ফোন-০২৫৮৯৯৪২০১৭ ই-মেইল-msgspanc@gmail.com
৪৯.	শ্রী ইন্দ্রজিত রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঠাকুরগাঁও জেলা কার্যালয়	এম আর এম টাওয়ার (৩য় তলা), তাতীপাড়া, (রয়েল কিন্ডার গার্ডেনের বিপরীতে), ঠাকুরগাঁও। ফোন-০২৫৮-৯৯৩১২২৪ ই-মেইল-msgstha@gmail.com
৫০.	জনাব শাহ মো. মশিউর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক দিনাজপুর জেলা কার্যালয়	শাহী মসজিদ বিশ্বরোড় (বাবলী ভবন) উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর। ফোন-০২৫৮৮৮১৭৮০৭ ই-মেইল-msgkdinaspur2003@gmail.com
৫১.	জনাব এ কে এম হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নীলফামারী জেলা কার্যালয়	"**ক্ষণিকালয়**" বাসা নং-২৮৬, নতুন বাজার (বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন সাহেবের বাসা) নীলফামারী। ফোন-০২৫৮৯৯৫৫১৬৯ ই-মেইল-msgsnil@gmail.com
৫২.	শ্রী সঞ্জয় কুমার পাল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রংপুর জেলা কার্যালয়	বাসা নং-৪৬/২, সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া, (পি.টি.সি মোড়ের উত্তর পার্শ্বে) সদর, রংপুর। ফোন-০২৫৮৮৮০৭০৭৪ ই-মেইল-msgsrang@gmail.com
৫৩.	জনাব আতাউর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক লালমনিরহাট জেলা কার্যালয়	পূর্ব বালাটারী (হোসেন তেল ডিপোর পিছনে) লালমনিরহাট। ফোন-০২৫৮৯৯৮৬০৪৩ ই-মেইল-msgslal@gmail.com
৫৪.	জনাব মো: হামিদুর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়	বি, আর চৌধুরী নিবাস, (৩য় তলা), দক্ষিণ ধানঘড়া, পলাশবাড়ী রোড, গাইবান্ধা। ফোন-০৫৪১-৬২১৮৭ ই-মেইল-msgsgaibandha@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৫৫.	শ্রী উৎসব মুখর রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়	২৩৫, আমিন ভবন (৪র্থ তলা) নবাবপাড়া, পটুয়াখালী। ফোন-০২৪৭৮৮৮১৪৮৭ msgspat2010@gmail.com
৫৬.	শ্রী কৃষ্ণেন্দু মন্ডল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বরগুনা জেলা কার্যালয়	২৩৪, ইমু মঞ্জিল, চরকলোনী (পিছনের সড়ক) বরগুনা। ফোন-০৪৪-৮৫১৩৪১ ই-মেইল-msgsbargu@gmail.com
৫৭.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসাইন	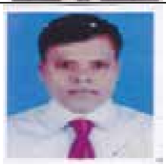	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ভোলা জেলা কার্যালয়	নাসরিন ভিলা, ৭নং ওয়ার্ড, মুসলিম পাড়া, ভোলা সদর, ভোলা। ফোন-০২৪৭-৮৮৯৪৩০৯ ই-মেইল-msgsbhola@gmail.com
৫৮.	শ্রী বিশ্বজিত ব্যানার্জী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পিরোজপুর জেলা কার্যালয়	ম্যাটারনিটি রোড, পিরোজপুর। ফোন-০২-৪৭৮৮৯০৭১২ ই-মেইল-msgspir@gmail.com
৫৯.	শ্রী দেবাশীষ দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বরিশাল জেলা কার্যালয়	কালীবাড়ী রোড, "আলতাব মহল" (বরিশাল কলেজের পূর্বপার্শ্বে) বরিশাল। ফোন-০২৪৭-৮৮৬৩৬৫৩ ই-মেইল-msgsbari@gmail.com
৬০.	শ্রী দীপঙ্কর চন্দ্র মন্ডল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঝালকাঠী জেলা কার্যালয়	শশাংক চক্রবর্ত্তী, বাসা নং-৫৫২ পুর্ব চাঁদকাঠী, ওয়ার্ড নং-২, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী। ফোন-০৪৯৮৬২৯১৭ ই-মেইল-msgsjhalo@gmail.com
		সিলেট বিভাগ		
৬১.	শ্রী বিউটি বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সিলেট জেলা কার্যালয়	পুষ্পায়ন-৬, রিফাত কমপ্লেক্স, দক্ষিণ বালুচর, এম,সি কলেজ রোড, সিলেট। ফোন-০৮২১৭২৬৮৬৩ ই-মেইল-sgssyl.2007@gmail.com
৬২.	শ্রী সুবাস চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়	"অবকাশ ভিলা" (এ্যাডভোকেট গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বাসা নীচতলা) পূর্ব সৈয়ারপুর, শমশেরনগররোড, মৌলভীবাজার। ফোন-০৮৬১-৬৪৮৭১ ই-মেইল-msgsmou5@gmail.com
৬৩.	শ্রী রবিন আচার্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয়	বসুন্ধরা-১২৭ (২য় তলা) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ, হাজীপাড়া, সুনামগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬৬০০৯৮৯ ই-মেইল-msgssun@gmail.com
৬৪.	শ্রী জগদ্বীশ চন্দ্র রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয়	শাহ্ ভবন (৩য় তলা) ৫৫ বদিউজ্জামান খান সড়ক, হবিগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬৬০৫৪৪৯ ই-মেইল-msgshabiganj@gmail.com

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

ক্রমিক	কমিটির নাম	সভাপতি	সভা অনুষ্ঠান
১.	প্রকল্প পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতি তিন মাসে একবার
২.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	প্রতি তিন মাসে একবার
৩.	নিয়োগ কমিটি-১	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪.	নিয়োগ কমিটি-২	প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুযায়ী
৫.	কারিকুলাম কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি	উপ প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭.	জেলা পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি	সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি, সংশ্লিষ্ট জেলা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮.	জেলা মনিটরিং কমিটি	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
৯.	উপজেলা মনিটরিং কমিটি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
১০.	কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি	সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির সভাপতি	প্রতি তিন মাসে একবার

প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটি সভার তথ্যাবলী

ক্রমিক	স্টিয়ারিং কমিটি		বাস্তবায়ন কমিটি	
	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	মোট সভা	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	মোট সভা
১.	২৮/০৭/২০২২	০১ টি	০৪/০৯/২০২২	০১ টি
২.	২৮/০২/২০২৩	০১ টি	১৯/০১/২০২৩	০১ টি
৩.	১০/০৫/২০২৩	০১ টি	১৬/০৪/২০২৩	০১ টি
৪.	০৭/০৬/২০২৩	০১ টি	২৫/০৬/২০২৩	০১ টি
৫.	১৩/০৯/২০২৩	০১ টি	১০/০৯/২০২৩	০১ টি
৬.	১২/১২/২০২৩	০১ টি	১৮/১২/২০২৩	০১ টি
৭.	১৪/০৩/২০২৪	০১ টি	১৮/০২/২০২৪	০১ টি
৮.	২১/০৫/২০২৪	০১ টি	১৩/০৫/২০২৪	০১ টি
	মোট সভার সংখ্যা	০৮ টি	মোট সভার সংখ্যা	০৮ টি

- প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত সকল সভা শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে।

কারিকুলাম কমিটি সভা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের অধীন প্রতিবছর ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ১,৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ০২টি পাঠ্যবই রয়েছে (আমার বই ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা)। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরে ১,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ৩০,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য ০৩টি পাঠ্যবই এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে ১,৪০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ০৪টি পাঠ্যবই রয়েছে। উপকরণের মান উন্নয়ন এবং কারিকুলামকে যুগোপযুগী ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি'র নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত কমিটি নিয়মিত সভা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কারিকুলাম কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	কারিকুলাম কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ
১.	১৬/০৮/২০২৩
২.	০৪/০৯/২০২৩
৩.	২৬/০৯/২০২৩
৪.	২০/১১/২০২৩
	মোট সভার সংখ্যা-০৪টি

কারিকুলাম কমিটি সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

লালমনিরহাট জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

কুমিল্লা জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নতুনভাবে জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যক্তিকে পারদর্শী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে জনবলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর, ফিল্ড সুপারভাইজার ও কম্পিউটার অপারেটরদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ৬৪ জেলায় কর্মরত ৭৪০০ জন শিক্ষকের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের জনবলের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণকাল	প্রশিক্ষণের দিন সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১০/০৬/২০২৩-১২/০৬/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (১ম ব্যাচ)	৩৭ জন
২.	কম্পিউটার অপারেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১৩/০৬/২০২৩-১৫/০৬/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (১ম ব্যাচ)	৩৩ জন
৩.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১৭/০৬/২০২৩-১৯/০৬/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (১ম ব্যাচ)	৩৫ জন
৪.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	০৩/১০/২০২৩-০৫/১০/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (২য় ব্যাচ)	৩৫ জন
৫.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১০/১০/২০২৩-১২/১০/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (৩য় ব্যাচ)	৩০ জন
৬.	কম্পিউটার অপারেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১৫/১০/২০২৩-১৭/১০/২০২৩	৩ দিন ব্যাপী (২য় ব্যাচ)	৩৩ জন
৭.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১১/০২/২০২৪-১৩/০২/২০২৪	৩ দিন ব্যাপী (২য় ব্যাচ)	৩৬ জন
৮.	প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য Management Skills for Project Executive সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২৭/০২/২০২৪-০৪/০৩/২০২৪	৫ কর্ম দিবস ব্যাপী	২৫ জন
৯.	জেলাভিত্তিক শিক্ষকগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	জেলাভিত্তিক আয়োজন	৬৪টি জেলায় অনুষ্ঠিত	৭,৪০০ জন শিক্ষক

প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য Management Skills for Project Executive সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সহকারী প্রকল্প পরিচালক এবং মাস্টার ট্রেইনারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রাক্তণ প্রকল্প পরিচালকসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ফিল্ড সুপারভাইজারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার

কম্পিউটার অপারেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন

জেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম	জেলা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১.	ঢাকা	২৪০	৫	১৮,২০,২১/০৪/২০২৪
				২৫-২৭/০৪/২০২৪
				০২,০৪-০৫/০৫/২০২৪
				২৫,২৭-২৮/০৫/২০২৪
				১৩-১৫/০৫/২০২৪
২.	নারায়ণগঞ্জ	৮৯	২	২৭-৩০/০৩/২০২৪
				৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
৩.	নরসিংদী	৭৫	২	১৯-২১/০৫/২০২৪
				১০-১২/০৬/২০২৪
৪.	গাজীপুর	১০১	২	১৮-২০/০২/২০২৪
				২৭-২৯/০২/২০২৪
৫.	মানিকগঞ্জ	৮২	২	১৯-২১/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
৬.	মুন্সীগঞ্জ	৭২	২	২৮-৩০/০৪/২০২৪
				০৫-০৭/০৫/২০২৪
৭.	মাদারীপুর	৯৩	২	২৮-৩০/০৩/২০২৪
				০১-০৩/০৪/২০২৪
৮.	শরীয়তপুর	৩৫	১	০১-০৩/০৪/২০২৪
৯.	টাঙ্গাইল	১৪৫	৩	০১-০৩/০৪/২০২৪
				১৭-২০/০৪/২০২৪
				২১-২৩/০৪/২০২৪
১০.	রাজবাড়ী	৬৮	১	০৩,০৪,০৭/০৪/২০২৪
১১.	কিশোরগঞ্জ	১০৪	২	২৭-২৯/০২/২০২৪
				০১-০৩/০৩/২০২৪
১২.	গোপালগঞ্জ	২৩৩	৪	২১,২৪-২৫/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
১৩.	ফরিদপুর	১১৫	২	০২-০৪/০৫/২০২৪
				০৫-০৭/০৫/২০২৪
১৪.	ময়মনসিংহ	১১৩	২	১৮-২০/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
১৫.	শেরপুর	৩৫	১	১৩,১৪,১৮/০৩/২০২৪
১৬.	জামালপুর	৪৭	১	০১-০৩/০৪/২০২৪
১৭.	নেত্রকোনা	১২৯	২	৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
				০৩-০৫/০৪/২০২৪
১৮.	কক্সবাজার	৭১	২	১৭-১৯/০৪/২০২৪
				২০-২২/০৪/২০২৪
১৯.	রাঙ্গামাটি	৪০	১	০৪-০৪/০৪/২০২৪
২০.	খাগড়াছড়ি	৬১	১	১৯-২১/০৩/২০২৪

জেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম	জেলা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
২১.	নোয়াখালী	৮৬	২	২৫-২৭/০৩/২০২৪
				৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
২২.	লক্ষ্মীপুর	৪৪	১	০৩-০৫/০৫/২০২৪
২৩.	ফেনী	৬৫	১	১৯-২১/০৩/২০২৪
২৪.	চাঁদপুর	৮৮	২	২২-২৪/০৪/২০২৪
				২৫-২৭/০৪/২০২৪
২৫.	কুমিল্লা	১৬৬	৩	২৩-২৫/০৪/২০২৪
				২৮-৩০/০৪/২০২৪
				০৫-০৭/০৫/২০২৪
২৬.	চট্টগ্রাম	৪৫০	৯	২০-২২/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
				৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
				০৩-০৫/০৪/২০২৪ (এক ব্যাচ)
				২৩-২৫/০৪/২০২৪
২৭.	বান্দরবান	২২	১	২৭-২৯/০৩/২০২৪
২৮.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১২৯	২	২৪-২৬/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪
২৯.	কুষ্টিয়া	৪৪	১	২৪,২৫,২৭/০৩/২০২৪
২০.	চুয়াডাঙ্গা	২৬	১	০৫-০৭/০৩/২০২৪
২১.	মেহেরপুর	২৫	১	৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
৩২.	খুলনা	২৮৭	৫	২০-২২/০৩/২০২৪
				২৩-২৫/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
৩৩.	ঝিনাইদহ	১০১	২	০৪-০৬/০৩/২০২৪
				০৭-০৯/০৩/২০২৪
৩৪.	নড়াইল	৯৪	২	২০-২২/০৩/২০২৪
				২৩-২৫/০৩/২০২৪
৩৫.	বাগেরহাট	১৫৫	৩	২৫-২৮/০৩/২০২৪
				২৯-৩১/০৩/২০২৪
				০১-০৩/০৪/২০২৪
৩৬.	মাগুরা	১০৬	২	২৮, ৩১,০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
৩৭.	যশোর	১৮৫	৪	২৪-২৭/০৩/২০২৪
				২৮-২৯/০৩/২০২৪
				৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
				০৩-০৫/০৪/২০২৪
৩৮.	সাতক্ষীরা	২১৬	৪	২৪-২৯/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪

জেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম	জেলা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
৩৯.	রাজশাহী	৭৯	২	০২-০৪/০৪/২০২৪
				০৫-০৭/০৪/২০২৪
৪০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৬	১	১৬-১৮/০৪/২০২৪
৪১.	বগুড়া	১১৭	২	১৬-১৮/০৪/২০২৪ (দুই ব্যাচ একসাথে)
৪২.	জয়পুরহাট	৫৩	১	০৫-০৭/০৩/২০২৪
৪৩.	পাবনা	৫৮	১	১৯-২১/০৩/২০২৪
৪৪.	নাটোর	৭২	২	২৩-২৫/০৪/২০২৪
				২৮-৩০/০৪/২০২৪
৪৫.	সিরাজগঞ্জ	৮৯	২	১৯-২১/০৩/২০২৪
				২৩-২৫/০৩/২০২৪
৪৬.	নওগাঁ	১৫৫	৩	২৭-২৯/০৪/২০২৪
				৩০,০২,০৩/০৫/২০২৪
				০৪-০৬/০৫/২০২৪
৪৭.	কুড়িগ্রাম	৮৫	২	০৬-০৮/০৩/২০২৪
				০৯-১১/০৩/২০২৪
৪৮.	পঞ্চগড়	৯০	২	০২-০৪/০৫/২০২৪
				১২-১৪/০৫/২০২৪
৪৯.	ঠাকুরগাঁও	১৭১	৩	১০-১২/০৩/২০২৪
				১৩-১৪, ১৮/২০২৪
				১৯-২১/০৩/২০২৪
৫০.	দিনাজপুর	৩৩৪	৬	০৪-০৬/০৪/২০২৪
				০৭-০৯/০৪/২০২৪
				১৬-১৮/০৪/২০২৪
				২১-২৩/০৪/২০২৪
				২৪-২৬/০৪/২০২৪
				২৭-২৯/০৪/২০২৪
৫১.	নীলফামারী	১৫৬	৩	১৯-২১/০৫/২০২৪
				২৫-২৭/০৫/২০২৪
				৩০/০৫/২৪-০১/০৬/২০২৪
৫২.	রংপুর	১৪৯	৩	২২-২৪/০৪/২০২৪
				২৫-২৭/০৪/২০২৪
				২৮-২৯/০৪/২০২৪
৫৩.	লালমনিরহাট	১০৯	২	৩১/০৩/২০২৪-০২/০৪/২০২৪
				০৩-০৫/০৪/২০২৪
৫৪.	গাইবান্ধা	১০৩	২	২৩-২৫/০৪/২০২৪
				২৬-২৮/০৪/২০২৪
৫৫.	পটুয়াখালী	৭৯	২	০১-০৩/০৪/২০২৪
				০৪-০৬/০৪/২০২৪
৫৬.	বরগুনা	৫১	১	০৬-০৮/০৪/২০২৪

জেলাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম	জেলা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
৫৭.	ভোলা	৫৫	১	২৮-৩০/০৪/২০২৪
৫৮.	পিরোজপুর	১৬০	৩	১৭-১৯/০৪/২০২৪
				২০-২২/০৪/২০২৪
				২৩-২৫/০৪/২০২৪
৫৯.	বরিশাল	১৭৫	৩	২৭-২৯/০৩/২০২৪
				৩০-০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
৬০.	ঝালকাঠি	৫১	১	২৮-৩০/০৪/২০২৪
৬১.	সিলেট	১২৭	২	২০-২২/০৪/২০২৪
				২৮-৩০/০৪/২০২৪
৬২.	মৌলভীবাজার	২৪৪	৫	১৯-২১/০৩/২০২৪
				২৩-২৫/০৩/২০২৪
				২৬-২৮/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
৬৩.	সুনামগঞ্জ	১৭৩	৩	২৭-২৯/০৩/২০২৪
				৩০/০৩/২০২৪-০১/০৪/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
৬৪.	হবিগঞ্জ	১৮২	৪	২৩-২৫/০৩/২০২৪
				২৭-২৯/০৩/২০২৪
				০২-০৪/০৪/২০২৪
				০৫-০৭/০৪/২০২৪
	মোট	৭,৪০০ জন	১৪৮ টি	

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিক্ষকগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের গাইবান্ধা জেলার শিক্ষকগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৪০০ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর জেলাভিত্তিক ০৫জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ১০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচনপূর্বক তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ১০জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ২০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে বছরে ৩বার মূল্যায়ন করে নাম মনোনয়ন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গঠিত কমিটি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ শিক্ষা বছরে ৩২০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ৬৪০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
		ঢাকা বিভাগ		
১.	ঢাকা	দাউদপুর পঞ্চাদী শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, গ্রামঃ দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	তাপস কুমার হালদার	০১৬২২৩৮৪১৯৩
২.	ঢাকা	গোড়াবন শ্রী শ্রী মা কালি মন্দির, মোকসেদপুর, দোহার, ঢাকা।	প্রতিভা মন্ডল	০১৯৩০৬০৪৯৬৯
৩.	ঢাকা	দক্ষিণগাঁও হরিসভা মন্দির, দক্ষিণগাঁও, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।	রুপালী রানী দাস	০১৬২৩৩৪৮৭৩৯
৪.	ঢাকা	শ্রী শ্রী রক্ষকালী মন্দির, ছোট তাশুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	সুরেন সরকার	০১৮১৩২৩১২৬৮
৫.	ঢাকা	শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখড়া মন্দির, গ্রাম+ডাকঘর: নগরকোন্ডা, সাভার, ঢাকা।	মনিকা রানী পাল	০১৮৭৬৫১৫১৩২
৬.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ও জিউর বিগ্রহ মন্দির, শীষ মহল, পঞ্চপট্টি, ফতুল্লা।	দিপ্তী মন্ডল	০১৭১২১৪৮৭৩০
৭.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ জিউর মন্দির, নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	হরিচরন শীল	০১৯১৩০৬৪৫৬১
৮.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী সাধু নাগ মহাশয় মন্দির দেওভোগ, নাগবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ সদর।	নুপুর দাস	০১৮৫৫৮০৭৯৯
৯.	নারায়নগঞ্জ	কালাচাঁদ বাউল ঠাকুরের মন্দির, মালোপাড়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	লতা রানী সরকার	০১৮২৫৫৬৫১৬৩
১০.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ, নতুন পালপাড়া, নাসিক, নারায়ণগঞ্জ।	টুম্পা দত্ত	০১৯৫৫২৯৭৫২১
১১.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসজ্ঞ আশ্রম, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	ঝুমা রানী সাহা	০১৭১৭৬১৮২৪০
১২.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী গোপাল জিউর আখড়া, মনোহরদী, নরসিংদী।	ইভা দে	০১৭৪১০৯৯২৬৯
১৩.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী কেন্দ্রীয় মিলন মন্দির, রায়পুরা, নরসিংদী।	সাথী রায়	০১৭১৬২৮৪৪৫২
১৪.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, শানের বাড়ী, পলাশ, নরসিংদী।	সম্পা ভৌমিক	০১৩০০২৯৯০১২
১৫.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ি মন্দির, বীরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	বিপ্লব বর্মন	০১৭১১১৪২৩৯৮
১৬.	গাজীপুর	ব্রাক্ষণ গাঁও গোবিন্দ মন্দির, ব্রাক্ষনগাঁও, বক্তারপুর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।	সুমিত্রা রাণী দাস	০১৭৬৪১০০১৩৪
১৭.	গাজীপুর	দক্ষিণ হিজলতলী কালি মন্দির, দক্ষিণ হিজলতলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	পদ্মা রানী রাজবংশী	০১৮২৯১২৬৬৬০
১৮.	গাজীপুর	বারিয়া শ্রীশ্রী কালী মন্দির, বারিয়া, গাজীপুর সদর।	শান্তা রানী দাস	০১৭৮২৭১১২৫৭

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১৯.	গাজীপুর	শ্রী শ্রী কানাই লাল মন্দির, চুয়ারিখোলা, তুমুলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।	সবিতা রাণী কর	০১৭২৮৭০৯৯৫১
২০.	গাজীপুর	শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির,কাপাসিয়া, গাজীপুর।	সুর্দশন দাস	০১৭৫৫৫১৫৫৬১
২১.	মানিকগঞ্জ	কালীখোলা শ্রীশ্রী কালি মন্দির, পূর্ব দাশড়া, মানিকগঞ্জ সদর, উপজেলা: মানিকগঞ্জ।	সুমি দাস	০১৭৪২৩৭১৫৮১
২২.	মানিকগঞ্জ	শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: কাষ্ঠাপাড়া, ডাকঘর:পূর্বখলিলপুর, হরিরামপুর।	সুবীর নন্দী	০১৬৩১৬৫৬৬৪২
২৩.	মানিকগঞ্জ	ইছামতি নদী সংলগ্ন গোপালপুর শ্রীশ্রীদুর্গা মন্দির গোপালপুর, হরিরামপুর।	ইতি সাহা	০১৭৩২৪২৫৬৬১
২৪.	মানিকগঞ্জ	শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির, মধ্য সিংগাইর, ডাকঘর:সিংগাইর, উপ: সিংগাইর।	শান্তা মন্ডল	০১৩১৮৭৯৯০৭২
২৫.	মানিকগঞ্জ	রূপসা সার্বজনীন শ্রীশ্রীদুর্গা মন্দির, গ্রাম+ডাকঘর: রুপসা, উপজেলা: শিবালয়।	শিপ্রা দে আমিন	০১৭১৭৩০৮৫৫৪
২৬.	মুন্সীগঞ্জ	ভূঁইরা উত্তর পালপাড়া পাল সমিতি, ভূঁইরা, বড়পাউলদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।	মনিকা রানী পাল	০১৮৬৮২৫৫৫৯৫
২৭.	মুন্সীগঞ্জ	সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, গ্রাম:+ডাক:টংগিবাড়ী, উপ: টংগিবাড়ী।	পাপিয়া মন্ডল	০১৮১৭৫৭১৬১৯
২৮.	মুন্সীগঞ্জ	দোরাবতী সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, দোরাবতী ও সবদল,বলই, টংগিবাড়ী।	অঞ্জু রানী সিকদার	০১৭১০৫৪৬৬৯১
২৯.	মুন্সীগঞ্জ	শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মাতা মন্দির, গ্রাম: উত্তর বেতকা, ডাক: বেতকা হাট, টংগিবাড়ী।	পলি রানী ভাওয়াল	০১৯৩৩০৮৮০৩৮
৩০.	মুন্সীগঞ্জ	আবদুল্লাপুর শ্রী শ্রী গিরিধারী আশ্রম ও মন্দির, গ্রাম: তেতুলতলা আবদুল্লাপুর।	স্বপন চন্দ্র মন্ডল	০১৯৫৭০২৫৮৯২
৩১.	মাদারীপুর	আমগ্রাম সাঃ আনন্দময়ী কালী মন্দির, গ্রাম+ডাকঃ আমগ্রাম, উপঃ রাজৈর মাদারীপুর।	নমিতা রানী চক্রবর্ত্তী	০১৭২৬-৩২৬৪৯০
৩২.	মাদারীপুর	লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির গ্রামঃ বাহাদুরপুর, কেন্দুয়া, সদর, মাদারীপুর।	রিনা ভক্ত	০১৭১২-৬৭৯৭৪৯
৩৩.	মাদারীপুর	বাঘমারা সাঃ গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম+ডাকঃ শশিকর,ডাসার, জেলাঃ মাদারীপুর।	গোলক বিশ্বাস	০১৯১০-৪৫৬৯৬৬
৩৪.	মাদারীপুর	শশিকর সাঃ কালী মন্দির, শশিকর ,ডাসার, জেলাঃ মাদারীপুর।	রত্না মল্লিক	০১৭১৮-২০৩২৬৫
৩৫.	মাদারীপুর	নয়াকান্দি পূর্ব পাড়া সা: দূর্গা মন্দির, নয়াকান্দি, বাজিতপুর, রাজৈর, মাদারীপুর।	জয়শ্রী হালদার	০১৯২০-৮৩২০৬৮
৩৬.	শরীয়তপুর	কাশিপুর হিন্দুপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গ্রাম: কাশিপুর, সদর, শরীয়তপুর।	রিপা মন্ডল	০১৮৯১-৮২১১৯৬
৩৭.	শরীয়তপুর	চরসোনামুখি রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: চরসোনামুখি, সদর, জেলা: শরীয়তপুর।	শিমুলা রানী মজুমদার	০১৭০৪-৭১৪৬৫৬
৩৮.	শরীয়তপুর	গুয়াখোলা পালপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গুয়াখোলা,ডামুড্যা, শরীয়তপুর।	অষ্টমী রানী পাল	০১৭৩-২৭৬৭০৫৬
৩৯.	শরীয়তপুর	ভোজেশ্বর নিত্যানন্দ ধাম, গ্রাম:পাচক,ডাক: ভোজেশ্বর,নড়িয়া, শরীয়তপুর।	দিপ্তী দাস	০১৭৭৭-৫৪১৪০২
৪০.	শরীয়তপুর	উত্তর হলইপট্টি শিব মন্দির, উত্তর হলইপট্টি, গোসাইরহাট, জেলা:শরীয়তপুর।	সুমা ঘোষ	০১৭৫৯-৩৪২৪৮৮
৪১.	টাঙ্গাইল	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, গ্রাম: দাইন্যা চৌধুরী (পাঁচআনীপাড়া), পো: বাঘিল বাজার।	মনিকা কর্মকার	০১৭১০-৬৬৩৮৪৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
৪২.	টাঙ্গাইল	শ্রী শ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ আশ্রম, গ্রাম ও পো : করটিয়া।	চন্দনা রায়	০১৮৩৩৯১৯২৪৫
৪৩.	টাঙ্গাইল	কর্ণা শ্রী শ্রী কালি মন্দির, গ্রাম : কর্ণা, পো: ঘাটাইল।	তনুশ্রী বিশ্বাস	০১৮৭০-১৩১১৪
৪৪.	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার রাজবংশী পাড়া কালী মন্দির, গ্রাম ও পো: দেলদুয়ার।	সুষমা রাজবংশী	০১৯৬৮-৯৭১৩৮৫
৪৫.	টাঙ্গাইল	তক্তার চালা কামার পাড়া জয় দুর্গা মন্দির, গ্রাম ও পো : তক্তার চালা।	সম্পা রানী	০১৩১৭-০৮৯১৯২
৪৬.	রাজবাড়ী	শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ কুঠিমন্দির, লক্ষীকোল, পৌরসভা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।	স্বপন কুমার সাহা	০১৭৪৮-২২৭১৬২
৪৭.	রাজবাড়ী	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির (পুরাতন হরিসভা), সদর, রাজবাড়ী।	নয়ন কর্মকার	০১৭৬২৩৪৪৯৭৯
৪৮.	রাজবাড়ী	সমাধীনগর পার্থসারথী মন্দির ও পাঠাগার, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।	দুলি মন্ডল	০১৮৮৪৯২৪৫১৫
৪৯.	রাজবাড়ী	শ্রী শ্রী মহেশ্বরী অংগন, বহরপুর, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।	চন্দনা শিকদার	০১৭২৫-৬৫৭৭৯৭
৫০.	রাজবাড়ী	মাছপাড়া হাই স্কুল সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, মাছপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	সুচন্দা রানী ঘোষ	০১৭৭০-৬২৭২২০
৫১.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালীবাড়ি, স্টেশন রোড, সদর, কিশোরগঞ্জ।	বিজয় কুমার সাহা রায়	০১৯১৩-০৬৩৭২১
৫২.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর দোল মন্দির, গ্রাম: সতাল, পোস্ট: কিশোরগঞ্জ।	ভজন সূত্রধর	০১৬১৫-৭৯১৩১৩
৫৩.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ ব্রক্ষচারী আশ্রম, গ্রাম: বত্রিশ, সদর, কিশোরগঞ্জ।	চায়না দাস	০১৭৭৪-৫৯৪০৪২
৫৪.	কিশোরগঞ্জ	কেন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালীবাড়ি মন্দির, গ্রাম: দাসপাড়া, পোস্ট: কুলিয়ারচর।	পুরবী রানী দাস	০১৯২১-৫১৪০০০
৫৫.	কিশোরগঞ্জ	মা শ্রীশ্রী জয়কালী দিব্য মন্দির, গ্রাম: বসাকপাড়া, পোস্ট: বাজিতপুর।	অহল্যা রাণী দাস	০১৭৮২-৯৬৩৯০১
৫৬.	গোপালগঞ্জ	মল্লিকবাড়ী বারোয়ারী পূজা মন্দির, নিজামকান্দি, কাশিয়ানী।	বিজয় বিশ্বাস	০১৭৫৫৯১৪৫৪০
৫৭.	গোপালগঞ্জ	গুয়াদানা সার্বঃ গোবিন্দ সেবা সংঘ, গ্রাম- গুয়াধানা, পো- শিলনা।	শিপ্রা বিশ্বাস	০১৭১৯৫১৮৫৪২
৫৮.	গোপালগঞ্জ	মানিকহার মাঝিপাড়া সার্বঃ কালী মন্দির, গ্রাম- মানিকহার, পো- মানিকহার।	লিপিকা বসু	০১৭৮৬৬৩৯২২৯
৫৯.	গোপালগঞ্জ	লখন্ডা সার্বঃ গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম-লখন্ডা, পো- ভাঙ্গারহাট।	গীতা অধিকারী	০১৭৩০২৮৩৭৯৯
৬০.	গোপালগঞ্জ	বাগান উঃপাড় সার্বঃ হরি মন্দির, গ্রাম- বাগানউত্তরপাড়,পো-কোটালীপাড়া।	বিভা রায়	০১৯৪৩৫২২১০৭
৬১.	ফরিদপুর	শ্রী শ্রী মদন মোহন আঙ্গীনা, হোগলাডাঙ্গী।	প্রান্ত মালো	০১৭৩৫৬৭৭৮৭৩
৬২.	ফরিদপুর	দীগনগর সাহাপারা সার্বঃ দূর্গা মন্দির।	অলি রানী সাহা	০১৭৮৯১৬৪৩১২
৬৩.	ফরিদপুর	প্রভু জগৎ সুন্দর মন্দির।	অনীতা রানী শীল	০১৭৩০৬৯৪৩৪৫
৬৪.	ফরিদপুর	মধুখালী বাজার কেন্দ্রীয় কালি মন্দির।	বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী	০১৭৬৭৯১৪৮৭২
৬৫.	ফরিদপুর	পুরাপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির।	গোসাই দাস বিশ্বাস	০১৯২২৪১০০২৮

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
৬৬.	ময়মনসিংহ	দেবর্ষি মন্ডল পূজা মন্ডপ, পুরোহিত পাড়া, সদর, ময়মনসিংহ।	রিপা মহাপাত্র	০১৭৬৫৮১৭৯৯৭
৬৭.	ময়মনসিংহ	শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার আশ্রম, অষ্টমীখলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।	হাসি রানী সরকার	০১৬২৬০৮৮৭৭৫
৬৮.	ময়মনসিংহ	শান্তি নগর রাধাগোবিন্দ মন্দির , শান্তিনগর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	নিপা রানী সরকার	০১৭৮২৯১২৭১৭
৬৯.	ময়মনসিংহ	শ্যামগঞ্জ কালী মন্দির, শ্যামগঞ্জ বাজার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।	গৌরী রানী চৌহান	০১৯১৫৯৭৮৯৯৮
৭০.	ময়মনসিংহ	কেন্দ্রীয় কালী মন্দির, মুচারভিটা ৩নংওয়াড, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	লিপি পন্ডিত	০১৬৪৭২৯৯৯৮২
৭১.	শেরপুর	শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, শ্রীবরদী বাজার, শ্রীবরদী, শেরপুর।	রত্না সূত্রধর	০১৭৪১-৩২৬৫৭৩
৭২.	শেরপুর	শ্রীশ্রী গোপীনাথ ও অন্নপূর্ণা মন্দির, শেরপুর সদর, শেরপুর।	শান্তা রাণী রুদ্র	০১৯১৮-৫৮৩১০৪
৭৩.	শেরপুর	পূজা মন্দির মাধবপুর ক্লাব, মাধবপুর, শেরপুর।	শিউলি হোড়	০১৭১৬-২০৩৩৪৫
৭৪.	শেরপুর	শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ জিউড় মন্দির, আড়িয়াকান্দা(সাহাপাড়া), নকলা, শেরপুর।	শিউলি রাণী সাহা	০১৭৪৮-৫১০৩২০
৭৫.	শেরপুর	সন্নাসীভিটা দূর্গা মন্দির, সন্নাসীভিটা, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।	জগন্নাথ বর্মণ	১৯১০৮৭০৮১২
৭৬.	জামালপুর	শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ও কালী মন্দির, আরামনগর বাজার, সরিষাবাড়ী,সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	অনুপমা সূত্রধর	০১৭২০-৬৮০২৩৫
৭৭.	জামালপুর	সেনবাড়ী দুর্গা মন্দির, গ্রাম-সুলতান খালী, উপজেলা-মেলান্দহ,জেলা-জামালপুর।	লাবন্য তাম্বুলী	০১৯৫২-৩৯৭৫৪৬
৭৮.	জামালপুর	শ্রী শ্রী গোবিন্দঠাকুর বিগ্রহ (ইসকন) মন্দির, মহল্লা-বজ্রাপুর পালপাড়া, জামালপুর।	জোনাকী চৌধুরী	০১৭২৯-৪১৪৩১৫
৭৯.	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ বাজার সার্বজনীন শ্রী শ্রী কেন্দ্রিয় কালী মন্দির, দেওয়ানগঞ্জ বাজার	স্মৃতি রানী সাহা	০১৭০৬-৯৩৬৭৩৭
৮০.	জামালপুর	পলবান্ধা কালী মন্দির, গ্রাম-পলবান্ধা, ডাক-পলবান্ধা, উপ-ইসলামপুর, জামালপুর।	অর্পিতা মোদক	০১৯৩৩-৭৪১৫৩৬
৮১.	নেত্রকোনা	শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মিশন, মাইলোরা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।	ঝুমা চক্রবর্তী	০১৭৩৬-১৯৭৯২৭
৮২.	নেত্রকোনা	শ্রীশ্রী দুর্গামন্দির, উদীয়মান সততা সংঘ, বলাইনগুয়া, নেত্রকোণা।	দিপ্তী রাণী ঘোষ	০১৭৪৭-৬২৮৩০০
৮৩.	নেত্রকোনা	নয়াপাড়া শিব মন্দির, নয়াপাড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।	লক্ষী রাণী দাস	০১৭৮৪-২০৫৬০৬
৮৪.	নেত্রকোনা	ঋষিপাড়া কালী মন্দির, মালনী ঋষিপাড়া, সদর, নেত্রকোণা।	অমিতা রায় চৌধুরী	০১৯১৬-৬২২৫০০
৮৫.	নেত্রকোনা	কুল্লাগড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম, রাণীখং, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।	আলোক লতা সাহা	০১৯৮৯-৮২৮৬৫৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
৮৬.	কক্সবাজার	মাছুয়া পাড়া শ্রীশ্রী হরি মন্দির, গ্রাম: মাছুয়া পাড়া জালালাবাদ, ঈদগাঁও।	সুকেল কান্তি দে	০১৭৫৫-৪৮০৯৫৬
৮৭.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল সৎসঙ্গ আশ্রম, মহেশখালী পৌরসভা।	কৃপা রাণী দে	০১৮৩০-৭৩৭৪২০
৮৮.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী কালী মন্দির দক্ষিণ হিন্দুপাড়া, খুরুশকুল, সদর, কক্সবাজার।	পাপিয়া সরকার	০১৮৮৭-২৩০৮৭৪
৮৯.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম, বি.কে. পাল সড়ক, সদর, কক্সবাজার।	স্বপ্না রাণী সিকদার	০১৬২০-৫০১৬২১
৯০.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, কাউয়ারখোপ, রামু।	বিপ্লব শর্মা	০১৮১০-২৫২৮৪৬
৯১.	রাঙ্গামাটি	শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মন্দির, তবলছড়ি নিচের বাজার।	প্রিয়া চৌধুরী	০১৮৬৩২২৬৯০৩
৯২.	রাঙ্গামাটি	শ্রীশ্রী দূর্গা মার্তৃ মন্দির, স্বর্ণটিলা।	জয়ন্তী ত্রিপুরা	০১৮১৪৯৫২৮১৮
৯৩.	রাঙ্গামাটি	শীশী নারায়ণ মন্দির , পুরাতুন বাস ষ্টেশন।	তনিমা দে	০১৮২৮৩২৮৬২৮
৯৪.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, তবলছড়ি নিচের বাজার।	পপি ঘোষ	০১৮২০৩০৬২৩৩
৯৫.	রাঙ্গামাটি	শী শী দূর্গা মন্দির, স্বর্ণটিলা।	পুজা দে	০১৮১৪১৯১৯৫৫
৯৬.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, সাওতালপাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।	বিভু চক্রবর্তী	০১৫৭২০৫৪৮৪০
৯৭.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী শালবন কালিবাড়ী দূর্গামন্ডপ, এডিসিহিল, খাগড়াছড়ি সদর।	গীতা ধর	০১৫৫০০৫৭৩৬৫
৯৮.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী হরি মন্দির, উত্তর একসত্যা পাড়া, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।	বিউটি সাহা	০১৮৬১১৮৬৩৬০
৯৯.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী রাধা গীরিধারী মন্দির, আলুটিলা, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।	বর্ষা ত্রিপুরা	০১৫৫০০৫৭৪১২
১০০.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী রাশ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী কালি মন্দির, আনন্দনগর, খাগড়াছড়ি সদর।	দিপ্তী রানী সূত্রধর	০১৫৫০০৫৭৩৬২
১০১.	নোয়াখালী	শ্রী শ্রী রামঠাকুরের জন্মোৎসব মন্দির, গ্রাম-মাইজদী বাজার, মাইজদী বাজার, সদর।	সুমি মজুমদার	০১৮১১-৮৪৫৪৯৯
১০২.	নোয়াখালী	সার্বজনীন শ্রী শ্রী নিতাই গৌর আশ্রম, গ্রাম- ফলীহারী, পো:-করমবক্স বাজার।	প্রিয়াংকা রাণী সূত্রধর	০১৮৩৮-৯৮৯২৮৮
১০৩.	নোয়াখালী	শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দির, গ্রামঃ চরহাজারী, পোঃ চরহাজারী, কোম্পানীগঞ্জ।	সুবর্না মজুমদার	০১৮৫৮-৭৯৪১৮১
১০৪.	নোয়াখালী	শ্রী শ্রী রামঠাকুরের জন্মোৎসব মন্দির, গ্রাম-মাইজদী বাজার, পো:- মাইজদী বাজার।	রূপালী রাণী শীল	০১৭৪৯-০৭৬৫০৭
১০৫.	নোয়াখালী	শ্রীমৎ হরিদাস বাবজীর রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম- হাজীপুর, পো:- ছমিরহাট, সুবর্ণচর।	অনামিকা দাস	০১৭১৭-০১১৩৭১
১০৬	লক্ষ্মীপুর	শ্রী শ্রী রামঠাকুর আশ্রম,বাঞ্চন নগর, শাখাড়ী পাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, লক্ষ্মীপুর।	মিতা ভৌমিক	০১৬৭১-৪১৩১৯৯

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১০৭.	লক্ষ্মীপুর	শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির, দক্ষিণ জয়পুর, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।	প্রিয়াংকা রানী দাস	০১৭৩২২-৮০৬৭৫
১০৮.	লক্ষ্মীপুর	শ্রী শ্রী রামঠাকুর আশ্রম,বাঞ্চন নগর, শাখাড়ী পাড়া, ৫নং ওয়ার্ড,লক্ষ্মীপুর সদর।	লাকী সাহা	০১৭১৬-৫৫৫৩৯০
১০৯.	লক্ষ্মীপুর	শ্রী শ্রী বলদেব জিউর মন্দির, গ্রামঃরতনপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।	বিউটি রানী সাহা	০১৭১৪-৮০৫৪৭৪
১১০.	লক্ষ্মীপুর	শ্রী শ্রী চৈতন্য চাঁদ গোস্বামী সেবাশ্রম, চর সেকান্দর, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।	প্রিয়াংকা মজুমদার	০১৬০৯-৬৭২৭৭৪
১১১.	ফেনী	শ্রী শ্রী কালী মন্দির কমপ্লেক্স, দক্ষিণ সহদেবপুর, ফেনী সদর, ফেনী।	বন্দনা আইচ	০১৮১২-১৭৭১০১
১১২.	ফেনী	শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, চেওরিয়া, ফেনী সদর, ফেনী।	শিবানী রানী দাস	০১৮৩৪-৩০০১২৮
১১৩.	ফেনী	জলদাস পাড়া শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতৃ মন্দির, চর চান্দিয়া, বহুদ্দারহাট, সোনাগাজী, ফেনী।	বিপুলী বালা দাস	০১৮২২-৩৭০২৭৯
১১৪.	ফেনী	শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির, কিছমত বিজয়পুর, ফুলগাজী, ফেনী।	শিল্পী রানী বণিক	০১৮৫৫-৭৬৪০০২
১১৫.	ফেনী	দাগনভূঞা কেন্দ্রীয় দূর্গা মন্দির কমপ্লেক্স,আমানউল্ল্যাহপুর (দাসপাড়া), দাগনভূঞা	পলি রানী নাথ	০১৮৪০-৮৪১৯১৮
১১৬.	চাঁদপুর	শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, কলাদী, মতলব বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।	মৌসুমী নন্দী	০১৯৯০-৬৭১৯০০
১১৭.	চাঁদপুর	চরমেশা শ্রীশ্রী কালী মন্দির, চরমেশা, সাহেব বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	শ্রীধাম দাস	০১৮১৩১১৩০৭৫
১১৮.	চাঁদপুর	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গন্ধর্ব্যপুর, গন্ধর্ব্যপুর বাজার, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।	চন্দনা রানী দাস	০১৮৭৮-৯৮৫৬৭৯
১১৯.	চাঁদপুর	শ্রীশ্রী রামঠাকুর মন্দির, লোহারপুল, পুরাণ বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	পৃথা সাহা	০১৯৪৮-৪৭১০৮১
১২০.	চাঁদপুর	দশপাড়া দাশবাড়ি হরি মন্দির, দশপাড়া, মতলব বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।	টুম্পা রানী দে	০১৮৬৩-১৩৯৪৪৮
১২১.	কুমিল্লা	শাকতলা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মন্দির, শাকতলা, কালীরহাট, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।	বিশ্বজিৎ চন্দ্র পাল	০১৮১৫-৭১৩৪৬৭
১২২.	কুমিল্লা	রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বড় আলমপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	শিবানী রানী দাস	০১৮১৮-৪২১৬৩২
১২৩.	কুমিল্লা	শ্রী শ্রী জগন্নাথ বাড়ী, দক্ষিণলক্ষীপুর, মোদাফ্ফরগঞ্জ, বরুড়া, কুমিল্লা।	কাকলী রানী চক্রবর্তী	০১৮৩৩-৪৬৮১২৮
১২৪.	কুমিল্লা	শ্রী শ্রী সেবক সংগ (রমনী মোহন দত্ত বাড়ী), চাপাতলি, হাটখোলা, দাউদকান্দি।	সুমিত্রা হালদার	০১৯৬১-১৫০০৩১
১২৫.	কুমিল্লা	সার্বজনীন শ্রী শ্রী গীতা মন্দির, ফুলহরা, ৩নং মুদাফ্ফরগঞ্জ, লাকসাম, কুমিল্লা।	শক্তি রাণী সরকার	০১৯২১-০৬৩৯৭১
১২৬.	চট্টগ্রাম	প্রগতি সংঘ পূজা উদযাপন পরিষদ, রূমঘাটা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।	সুপর্ণা দাশ	০১৮২৩৯২৮৮০২
১২৭.	চট্টগ্রাম	শ্রী শ্রী জ্বালাকুমারী মন্দির, বাজালিয়া, সাতকানিয়া।	শিউলী ভট্টাচার্য্য	০১৮৭৬৫৪৮৫২৭
১২৮.	চট্টগ্রাম	শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবা পরিষদ, সবুজবাগ নন্দন মহাজন বাড়ী, ২৫নংরামপুর।	কাকলী রুদ্র	০১৮২৮৭৭৪৭২২
১২৯.	চট্টগ্রাম	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, দাশপাড়া, সীতাকুন্ড।	শুক্লা রানী দে	০১৯২৪২৮৬২৪১
১৩০.	চট্টগ্রাম	শ্রী শ্রী সেবা সংঘ (দুর্গাবাড়ী) দক্ষিণপাড়া, আনোয়ারা।	রুপনা পাল	০১৭৪২৩১৭৯৪০
১৩১.	বান্দরবান	শ্রীশ্রী সার্বজনীন রক্ষাকালী মন্দির, বাকিছড়া, পুলুপাড়া, বান্দরবান সদর।	রিতা দাশ মনিকা	০১৭৬২১৬৭২২০

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১৩২.	বান্দরবান	শ্রী শ্রী হরি মন্দির, কালাঘাটা, বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	প্রিয়াংকা দে	০১৮৮১৫৯২৫০৯
১৩৩.	বান্দরবান	ওঁ কারেশ্বর শিব মন্দির, ঐক্ষ্যংঝিরি পাড়া, বালাঘাটা, বান্দরবন পৌরসভা।	হ্যাপী দাশ	০১৫৫৬৫২৭০৩৯
১৩৪.	বান্দরবান	শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মন্দির, স্লুইসগেইট এলাকা, ৯নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা।	শিপ্রা রানী দেব	০১৫৮৫২৮২৫১৩
১৩৫.	বান্দরবান	শ্রীশ্রীহরি মন্দির, আলীকদম, বান্দরবান।	সঞ্চিতা বিশ্বাস	০১৮২২৬৬৮৭৫০
১৩৬.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, মানিকপুর, চান্দুরা, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	অনুরাধা চক্রবর্তী	০১৭৭৩৫৮২৫০৮
১৩৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী গৌর মন্দির, তিলপাড়া, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	প্রীতি রঞ্জন দাস	০১৭১৪-৪৪০২৯১
১৩৮.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শাহবাজপুর মহাশশ্মান কালী মন্দির, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	রুমা রানী সাহা	০১৯৭৭৮৭৬৬৮৬
১৩৯.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী দূর্গা মন্দির, পশ্চিম মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	বাসন্তী রাণী দাস	০১৯২২-৮২১০৮৬
১৪০.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির, ফান্দাউক, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	পলি রাণী দাস	০১৩১৬-৪৩২৫০৮

পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

সিরাজগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

খুলনা বিভাগ

১৪১.	কুষ্টিয়া	শিবপুর কমল আশ্রম, হরিনারায়নপুর, কুষ্টিয়া।	তৃষ্ণা রাণী সাহা	০১৭৬৩-৫৮২১৯০
১৪২.	কুষ্টিয়া	শ্রী শ্রী রঘুনাথ রথখোলা মন্দির, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	সিপ্রা পাল	০১৭৭৯-৬৬৩১৩৩
১৪৩.	কুষ্টিয়া	দয়ারামপুর সার্বজনীন কালী মন্দির, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	শ্যামলী রানী ঘোষ	০১৭৭৩-৪৮৮৩০৮
১৪৪.	কুষ্টিয়া	শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির, কুষ্টিয়া।	সুভাশীষ সাহা খোকন	০১৮৩২-৩৩১৬২৮
১৪৫.	কুষ্টিয়া	শ্রীশ্রী রঘুনাথ জিউর মন্দির, ভেড়ামার, কুষ্টিয়া।	মিলি সরকার	০১৭২৫-৮৪৮৭১৯
১৪৬.	চুয়াডাঙ্গা	ক্যানেলপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।	টুম্পা বিশ্বাস	০১৭৫৯-৮৮২০৯২
১৪৭.	চুয়াডাঙ্গা	শ্রীশ্রী সত্য সনাতন বারোয়ারী দুর্গা মন্দির,সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা।	পূর্ণিমা দাস	০১৩০২৮২০৩৩৪

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১৪৮.	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার সার্বজনীন পূজা মন্দির, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।	অন্তর কুমার ঘোষ	০১৭৪৩-৪৪৬৫৫৭
১৪৯.	চুয়াডাঙ্গা	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, মালোপাড়া, কেদারগঞ্জ, সদর।	সুমিতা দে	০১৯৫২-৮১৭৬০৫
১৫০.	চুয়াডাঙ্গা	শ্রীশ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।	আভা রানী ঘোষ	০১৭৪৫-৩৪১৬৩১
১৫১.	মেহেরপুর	ষোল টাকা দাসপাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দির, গাংনী।	শ্রীমতি সীতা রাণী	০১৭৯৪২৪০৫১৫
১৫২.	মেহেরপুর	বকুলতলা মন্দির হালদারপাড়া,মেহেরপুর সদর ।	সুমনা হালদার	০১৭৪৬৯০৯২১০
১৫৩.	মেহেরপুর	শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, মেহেরপুর সদর।	বন্যা অধিকারী	০১৭৯৩৪৬০৩৬৭
১৫৪.	মেহেরপুর	হরিজন কলোনি দূর্গা মন্দির, মেহেরপুর সদর।	লিপিকা দে	০১৭৫৬৭৭৭৪০৫
১৫৫.	মেহেরপুর	শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির, আমঝুপি, মেহেরপুর সদর।	সংগীতা বন্দোপাধ্যা	০১৩২১৫৭৮১৩২
১৫৬.	খুলনা	ডাকাতিয়া মধ্যপাড়া সার্বকজনীন পূজা মন্দির, ডাকাতিয়া, ডাক-শিরোমনী, ফুলতলা।	নুপুর গাইন	
১৫৭.	খুলনা	শলুয়া সার্বজনীন পূজামন্ডপ, শলুয়া বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা।	লক্ষ্মী সরকার	০১৭১৮-০৯২৫২৬
১৫৮.	খুলনা	শ্রী শ্রী শীতলামাতা ঠাকুরাণীর মন্দির, দোলখোলা, খুলনা।	সুস্মিতা সাহা (লগ্ন)	০১৮৩২-৪৯৪৯৭৫
১৫৯.	খুলনা	বাগমারা গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম : বাগমারা স্কুল রোড, ২৪নং ওয়ার্ড, খুলনা।	উল্কা রানী মন্ডল	০১৯৫১-৪৩৫৭৪৬
১৬০.	খুলনা	সৎসংঘ বিহার, চালনা, গ্রাম: চালনা বাজার, ডাক: চুনকুড়ি, দাকোপ, খুলনা।	ছন্দা মন্ডল	০১৯৫৪-৬৩৪৯৮৬
১৬১.	ঝিনাইদহ	খালফলিয়া সার্বজনীন কালী মন্দির, ডাক-খালফলিয়া, শৈলকুপা।	দিপ্তীলতা সরকার	০১৭৫৯-১৭৫২৬২
১৬২.	ঝিনাইদহ	শ্রী শ্রী শিব শংকর কালী ও দুর্গা মন্দির, দক্ষিণ চাকলাপাড়া,ঝিনাইদহ।	অর্পনা রানী দত্ত	০১৭২০-৯৪৪৯৪৯
১৬৩.	ঝিনাইদহ	সলেমানপুর জগন্নাথদেব মন্দির, ডাক-কোঁটচাঁদপুর।	কল্যানী রাণী সরকার	০১৭১৮-৮৩৪৯৯২
১৬৪.	ঝিনাইদহ	হামদহ পুলিশলাইন মিরা রাণী দাস শ্রীশ্রী জয়কালী মন্দির, পৌরসভা।	রিংকু রাণী সাহা	০১৭৯০৫৮৬৫২৪
১৬৫.	ঝিনাইদহ	দাশবাইসা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, ডাক-দামোদরপুর।	সীমা বিশ্বাস	০১৮৬৫৫৮৩৮২৩
১৬৬.	নড়াইল	কাঁঠালবড়ীয়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম কাঁঠালবাড়ীয়া, ডাক- মধ্যপল্লী, নড়াইল।	মৌসুমি অধিকারী	০১৭২৬৭৫৭২৫১
১৬৭.	নড়াইল	মুশুড়িয়া শীতলতলা সার্ব: দুর্গা মন্দির, গ্রাম: মুশুড়িয়া, ডাক: গোবরা, নড়াইল	পপি বিশ্বাস	০১৯৪১৯৫৫৩৯৭
১৬৮.	নড়াইল	বনখলিশাখালী মালাকার বাড়ী সার্ব:পূজা মন্দির, গ্রাম-বনখলিশাখালী, ডাক-আগদিয়া।	অঞ্জু গোলদার	০১৭৩২৬১৯৬৬৬
১৬৯.	নড়াইল	জামরিলডাঙ্গা সার্ব: দূর্গা মন্দির, গ্রাম: জামরিলডাঙ্গা, ডাক: পেড়লি, কালিয়া।	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	০১৭২৫-৩৩৭৯০৪
১৭০.	নড়াইল	ত্রিপিল্লী মন্দির গন্ধবাড়ীয়া, গ্রাম-গন্ধবাড়িয়া, ডাক-লোহাগড়া, নড়াইল।	ছায়া রাণী বিশ্বাস	০১৬০৯৫৭৩২৫৭
১৭১.	বাগেরহাট	বাসাবাটী সাহাপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির, গ্রাম : বাসাবাটি সাহাপাড়া, সদর।	চম্পা রানী সাহা	০১৭৫৩-৩৬১৩৩৭
১৭২.	বাগেরহাট	খাড়াসম্বল সার্বজনীন পূজা মন্দির, গ্রাম : খাড়াসম্বল, ডাক : অর্জুন বহর, সদর।	সুমনা রায়	০১৬২৫-০৮৩৬৫৭
১৭৩.	বাগেরহাট	দরিউমাজুড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম : দরিউমাজুড়ী, খাসেরহাট বাজার।	তপতী রানী গোলদার	০১৭৯৯-৯৭৪৮০৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১৭৪.	বাগেরহাট	শ্রী শ্রী রাইরসরাজ সার্বজনীন সেবাশ্রম, দত্তডাঙ্গা, ডাক : কোদালিয়া, মোল্লাহাট।	সুজাতা রানী মালাকার	০১৭৮৩-৩৪৭২৫৯
১৭৫.	বাগেরহাট	উত্তর কুমারিয়াজোলা শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম, হেড়মাবাজার, মোড়েলগঞ্জ।	মিনা রানী বিশ্বাস	০১৭৬০-৫৩৯৪৫৩
১৭৬.	মাগুরা	আড়পাড়া শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: আড়পাড়া, ডাক: আড়পাড়া।	সিজারী রানী বিশ্বাস	০১৭৫৭-৯৫৬৫৬৪
১৭৭.	মাগুরা	বরিশাট রাজবংশীপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বরিশাট, ডাক: বরিশাট।	বাসন্তী মন্ডল	০১৫৬৮-০৫২৯২৬
১৭৮.	মাগুরা	পঞ্চপল্লী গিরিধারী সেবাশ্রম, গ্রাম: চিলগাড়ী, ডাক: ছাচিলপুর।	প্রশান্ত কুমার বাইন	০১৭৩৪-২৬০৩৬১
১৭৯.	মাগুরা	হাজরাতলা সার্বজনীননাম যজ্ঞ মন্দির, গ্রাম: ভাটপাড়া, ডাক: শত্রুজিৎপুর।	পার্বতী রানী দত্ত	০১৭২৫-৯৯১৪১৯
১৮০.	মাগুরা	টেংগাখালী সার্বজনীন কালী মন্দির, গ্রাম: মাধবপুর, ডাক: গাংনালিয়া।	ধীমান বিশ্বাস	০১৭৬৬-৯৮৫৭৭৫
১৮১.	যশোর	বেজপাড়া পূজা সমিতি মন্দির, যশোর পৌরসভা, সদর, যশোর।	সোমা মুখার্জী	০১৭১৭-২৪৯৬৫৩
১৮২.	যশোর	খাজুরা বাজার সার্বজনীন বৈদিক মন্দির, গ্রাম: খাজুরা, ডাক: গৌরনগর, বাঘারপাড়া।	রুপা বিশ্বাস	০১৭৪৩-৪৩১২৭৪
১৮৩.	যশোর	মা মনসা মন্দির, গ্রাম: কুমার সীমা, ডাক: পি.পি.বাড়িয়া, মনিরামপুর, যশোর।	শ্যামলী বিশ্বাস	০১৭৩৯৬৪৯৩৯৪
১৮৪.	যশোর	নলামারা পশ্চিমপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, নলামারা, জয়ারাবাদ, অভয়নগর।	বিপুল বিশ্বা	০১৯৬৯২৫৬১৮৭
১৮৫.	যশোর	বাসুয়াড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বাসুয়াড়ী, ডাক: বহরামপুর, বঘারপাড়া, যশোর।	রিপা মল্লিক	০১৩১৭-০২২০৫২
১৮৬.	সাতক্ষীরা	নলতা কালীমাতা মন্দির, গ্রাম: নলতা, ডাকঘর: নলতা।	সঞ্জয় চক্রবর্তী	০১৯১৪-০৫৩২৪৬
১৮৭.	সাতক্ষীরা	গোয়ালডাঙ্গা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম: গোয়ালডাঙ্গা, ডাকঘর: জামালনগর।	দেবদাস ব্যানার্জী	০১৭২৭-০২৬৫৬১
১৮৮.	সাতক্ষীরা	পঞ্চ মন্দির (মায়ের বাড়ী), গ্রাম: পুরাতন সাতক্ষীরা, ডাকঘর: সদর।	প্রজ্ঞা লাবনী মন্ডল	০১৭৪৬-৯১৯১৭১
১৮৯.	সাতক্ষীরা	পাটকেলশ্বরী কালী মন্দির, গ্রাম: পাটকেলশ্বরী, ডাকঘর: পাটকেলঘাটা।	শিল্পী পাল	০১৭৩৮-২৫৮১১৫
১৯০.	সাতক্ষীরা	শ্রীশ্রী বাবা তারকনাথ ধাম, গ্রাম: বালাপোতা, ডাক: চাম্পাফুল।	অপর্ণা সরকার	০১৭৮৫-৮৬৯৮৩৪
		রাজশাহী বিভাগ		
১৯১.	রাজশাহী	তাহেরপুর শ্রী শ্রী গোবিন্দ মন্দির, তাহেরপুর,বাগমারা,রাজশাহী।	মলি রানী সাহা	০১৭৩৭০৩৭৫৫৬
১৯২.	রাজশাহী	বলিহার রাধাগোবিন্দ মন্দির, বলিহার,বাঘা, রাজশাহী।	সীমা রানী	০১৭৮৮১৭৮৯৯০
১৯৩.	রাজশাহী	বাসুদেবপুর দুর্গা মন্দির, বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বিপতী কেরকাটা	০১৩১৬০১৮১২২
১৯৪.	রাজশাহী	ঝিকড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, ঝিকড়া, সারদা, রাজশাহী।	শিল্পী রানী	
১৯৫.	রাজশাহী	তাহেরপুর শ্রী শ্রী দূর্গা মাতা মন্দির, তাহেরপুর পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী।	সীমা রানী সরকার	০১৭৪৯৭২৯৭৩১
১৯৬.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রাধা গোবিন্দ মন্দির, মাধবপুর, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	কুমারী শেফালী রানী	০১৩১৭৪৮৯৫৭৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
১৯৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শ্রী শ্রী গণেশ জননী মন্দির, লাহারপুর (তাঁতীপাড়া), সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	তিথী রাণী দাস	০১৭৭২-৭০৭১৭২
১৯৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চৌডালা পুরাতন বাজার সার্বজনীন বাইশপুতুল দূর্গা মন্দির, চৌডালা, গোমস্তাপুর।	সুমা রানী ভূতি	০১৭৫১-৮৮০০৩০
১৯৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁদপুর কুমারপাড়া শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, চাঁদপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	তিলকী রানী	০১৭৩৫-১০৭২৭৫
২০০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বাইশপুতুল সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, বারঘরিয়া, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	কল্পনা রানী	০১৭১২-৯৮৮০০৩
২০১.	বগুড়া	ধুনট মালোপাড়া কালী মন্দির, গ্রাম:মালোপাড়া, পো:+ উপ: ধুনট জেলা: বগুড়া।	দিপ্তি রানী	০১৭৭৪৬২৯৬৮৭
২০২.	বগুড়া	উথলী সাহা পাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, উথলী ডাক: শিবগঞ্জ উপ: শিবগঞ্জ	রিমু রানী সাহা	০১৭২১৫৪৬৪০৩
২০৩.	বগুড়া	কল্যাণনগর বৈষ্ণবপাড়া দুর্গা মন্দির, গ্রাম: কল্যাণনগর পো:চকোলমা,উপ: নন্দীগ্রাম;।	উদয় চন্দ্র মহন্ত	০১৭৩১৫৫৭৩৫০
২০৪.	বগুড়া	জীবানন্দ মঠ গ্রাম: কুঠিবাড়ী, ডাকঘর: ধুনট, উপ: ধুনট, জেলা: বগুড়া।	কৃষ্ণ কুমার সরকার	০১৭২৮৯৭৭২২৮
২০৫.	বগুড়া	কল্যানী হরি সভা মন্দির, গ্রাম: কল্যানী পো:মিজাপুর উপ: শেরপুর, জেলা: বগুড়া।	সম্পা রানী পাল	০১৭৫৪৫৩৪৯৬৫
২০৬.	জয়পুরহাট	মাদারগঞ্জ সার্বজনীন মন্দির, গ্রাম: মাদারগঞ্জ, পোষ্ট: জয়পুরহাট, উপজেলা: সদর।	সাগরিকা রানী	০১৯৬৫৮১২০৩৯
২০৭.	জয়পুরহাট	দৌলতপুর হরি সভা মন্দির, গ্রাম: দৌলতপুর, পোষ্ট: বানাইল, উপজেলা: ক্ষেতলাল।	প্রদীপ কুমার মহন্ত	০১৭৩৫৫৯২১৩৫
২০৮.	জয়পুরহাট	পুনট বর্মন পাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির, গ্রাম: পুনট, পোষ্ট: পুনট, উপজেলা: কালাই।	মায়া রানী	০১৭২১৭৯৪৬৮৮
২০৯.	জয়পুরহাট	কেশবপুর কালী ও দুর্গা মন্দির, গ্রাম: কেশবপুর, কড়িয়া, উপজেলা, পাঁচবিবি।	জয়ন্তী রানী	০১৭২৩২৪৫৮২৭
২১০.	জয়পুরহাট	খিরাপাথার গৌর গোবিন্দ আনন্দ মন্দির, খিরাপাথার, পোষ্ট: আটাপুর, উপ: পাঁচবিবি।	সাগরিকা মাহাতো	০১৬১২১৯২৮৬৩
২১১.	পাবনা	বেড়া কেন্দ্রীয় হরি মন্দির, বেড়া, পাবনা।	ভাগ্য রানী দাস	০১৭৬৮-৫৭২৮৯২
২১২.	পাবনা	কর্মকারপাড়া শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির, কর্মকারপাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা।	ডলি রানী সরকার	০১৭২৬-২২৪৪২৪
২১৩.	পাবনা	শ্রীশ্রীজয়কালী মন্দির, থানাপাড়া, পাবনা।	বিথী রানী দে	০১৭১৮-২৪২৪১৩
২১৪.	পাবনা	ঠাকুরবাড়ী সত্যনারায়ন বারোয়ারী দেবক্রিয়া মন্দির ঠাকুরবাড়ী, কলেজ রোড ঈশ্বরদী।	রুমা চক্রবর্তী	০১৭৫০-৮৫৯০৯০
২১৫.	পাবনা	পাথরঘাটা শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির,ভাংগুড়া, পাবনা।	ছবি রানী সরকার	
২১৬.	নাটোর	শ্রীশ্রী জয়কালী মাতার মন্দির লালবাজার, নাটোর।	রত্না রানী ভাদুরী	০১৭৩৯-৯৫৭২৪২
২১৭.	নাটোর	চাচকৈড় শ্রীশ্রী হরিবাসর মন্দির, চাচকৈড়বাজার, গুরুদাসপুর, নাটোর।	রুপা দাস	০১৭১৮-৯১১৫১৮
২১৮.	নাটোর	মির্জাপুরদীঘা কালী মাতার মন্দিরমির্জাপুরদীঘা, নলডাঙ্গা, নাটোর।	শ্রী মতি বেবী কুন্ডু	০১৭১৪৫-৬৮১১৩
২১৯.	নাটোর	চাচকৈড় শ্রীশ্রী হরিবাসর মন্দির চাচকৈড়বাজার, গুরুদাসপুর, নাটোর।	সীমা রানী হালদার	০১৭৪৩-৪২২১৯৯
২২০.	নাটোর	দয়ারামপুর শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, নন্দীকূজা, দয়ারামপুর, বাগাতিপাড়া,নাটোর।	রনি কর্মকার	০১৭৩৭১০৪১৭০

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
২২১.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী দুর্গা মাতার মন্দির, গ্রাম: বনবাড়ীয়া, ইউ: ৯নং কালিয়াহরিপুর, সদর।	স্বপ্না সাহা	০১৭২৭-৪১১৮২২
২২২.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ ভজনাশ্রম, গ্রাম + ডাক : পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।	কৃষ্ণা দাস	০১৭৭০-৫৯৯২২১
২২৩.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির, বাল্মিকি সমিতি, মাহমুদপুর, সদর, সিরাজগঞ্জ।	টুম্পা রানী দাশ	০১৭৫৭-০০৩৬৮২
২২৪.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী যুগল কিশোর মন্দির, দরগাহ রোড, সদর, সিরাজগঞ্জ।	ঝুম্পা রানী পাল	০১৭৭৭-৬০২৯৭৭
২২৫.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, তাড়াশ বাজার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।	সাথী রানী দাস	০১৭৫৫২০২২১৯
২২৬.	নওগাঁ	শ্রী নিতাই গৌরভজন মন্দির, গ্রামঃ সুলতানপুর, ডাকঃ সদর নওগাঁ।	মৌসুমী দাস	০১৭৫৬-১১৬২৯৭
২২৭.	নওগাঁ	বলিহার রাজবাড়ী কালী মন্দির, গ্রামঃ কুড়মইল, ডাকঃবলিহার, নওগাঁ।	খোকন প্রামানিক	০১৭৪৫-৩৫৬৫৫১
২২৮.	নওগাঁ	উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দির ও আশ্রম, বদলগাছী, ডাকঃ বদলগাছী,বদলগাছী,নওগাঁ।	কৃষ্ণা রানী দেবনাথ	০১৭৩৫-৩৫২০৫৮
২২৯.	নওগাঁ	কামারকুড়ী সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গ্রামঃ কামারকুড়ী, ডাকঃ প্রসাদপুর, মান্দা, নওগাঁ।	সম্পা মহন্ত	০১৭৩৬-৭৪২৭৭৪
২৩০.	নওগাঁ	বালাহৈর শুকানদীঘি শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, বালাহৈর, ডাক+উপ: নিয়ামতপুর, নওগাঁ	শিখা রানী	০১৭৫১-৪৭২৮৬৭

ময়মনসিংহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

মৌলভীবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

রংপুর বিভাগ

২৩১.	কুড়িগ্রাম	সড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, সড়া (যতিনের হাট, বেলগাছা, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।	দীপ্তি রানী পাল	০১৭৫৯ ৮৭৮৫২৫
২৩২.	কুড়িগ্রাম	সোবনদহ সোনাতনী আঞ্চলিক মন্দির, ঘোগাদহ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।	শ্রী হরেকৃষ্ণ চন্দ্র	০১৭১৩ ৮৪২৩৩৭
২৩৩.	কুড়িগ্রাম	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির, পূর্বসুখাতী, সেনপাড়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।	রুপালী রানী	০১৭৩৭ ৭৯৬৮৮৬
২৩৪.	কুড়িগ্রাম	গংগার হাট সীমান্ত বর্মন পাড়া সার্বজনীন দেব মন্দির, আজোয়াটারী, কাশিপুর।	পবিত্র চন্দ্র সরকার	০১৭২৯ ৯৬২২১৪
২৩৫.	কুড়িগ্রাম	বানেরকুঠি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বিদ্যানন্দ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।	হরিপ্রিয়া রায়	০১৭৫৪ ০৫৬২৬৩

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
২৩৬.	পঞ্চগড়	শ্রী শ্রী হরিবলা মন্দির,গ্রাম: বিলপাড়া,সাকোয়া, বোদা,পঞ্চগড়।	রুমা রানী রায়	০১৭৬৭০৩৪৮৩৪
২৩৭.	পঞ্চগড়	গাজকাটি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম: খারিজাভাজিনি, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	জ্যোতিষী রানী	০১৭৮৫৪১৯১৯৬
২৩৮.	পঞ্চগড়	বুড়িরবান শ্রী শ্রী হরি মন্দির, গ্রাম: বুড়িরবান, ধাক্কামারা,পঞ্চগড়।	রত্না রানী	০১৭৫৫৪২২৮৪০
২৩৯.	পঞ্চগড়	বড় সিংগিয়া সার্বজনীন কালী মন্দির, বড়সিংগিয়া,আলোয়াখোয়া,আটোয়ারী,পঞ্চগড়।	লতা রানী	০১৭৯৬০৩০২৯০
২৪০.	পঞ্চগড়	খগেরহাট (বিনয়পুর) শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বিনয়পুর,দন্ডপাল, দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড়।	দিনী রানী রায়	০১৭৬০৫৮৬৭৯১
২৪১.	ঠাকুরগাঁও	সালন্দর সেনপাড়া সারস্বত সংঘ, গ্রাম: সালন্দর সেনপাড়া, ডাক+ইউ: সালন্দর।	কল্পনা রানী সেন	০১৭২৩৪৬৮১৭৯
২৪২.	ঠাকুরগাঁও	গিলাবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: গিলাবাড়ী, ডাকঘর: হরিনারায়নপুর, মোহাম্মদপুর।	গীতা রানী সিনহা	০১৭২৪-৭৭৯৪৪৮
২৪৩.	ঠাকুরগাঁও	ভগবানপুর হরিবাসর ও দুর্গা মন্দির, গ্রাম: ভগবানপুর, ডাকঘর: জীবনপুর, হরিপুর।	নুপুর রানী সরকার	০১৭৫১-০৪১১২৬
২৪৪.	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল কেন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বসাকপাড়া, রাণীশংকৈল।	সুভদ্রা রানী বসাক	০১৭৪৪-৭৬৩২১৯
২৪৫.	ঠাকুরগাঁও	নানুহার সৎ সংঘ হরিসবার মন্দির, গ্রাম: নানুহার, ডাকঘর: কেউটগাঁও।	ফায়নাল চন্দ্র রায়	০১৭৪০৮৩৯৩১৭
২৪৬.	দিনাজপুর	গৌরী গৌরাঙ্গ দয়ানন্দ আশ্রম সুইহারী আশ্রম, কালীতলা, সদর, দিনাজপুর।	রীতা চক্রবর্তী	০১৭৪৪৬০৬৬৬৭
২৪৭.	দিনাজপুর	শ্রী শ্রী বাসুদেব হরি মন্দির, মেলাগাছী, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।	সম্পা সাহা	০১৭৩৬২৩৩১৪৩
২৪৮.	দিনাজপুর	মাটিয়ান পশ্চিম পাড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দির, গ্রাম- মাটিয়ান, বিরল, দিনাজপুর।	দিপ্তী	০১৭১০২২৩৩৫০
২৪৯.	দিনাজপুর	গোহারা হরিসভা মন্দির, গ্রাম-গোহারা, হাকিমপুর, দিনাজপুর।	প্রতিভা রানী	০১৭২৩১৩০৪৫৪
২৫০.	দিনাজপুর	কাদিমনগর সার্বজনীন শ্রী শ্রী গোপাল গিরিধারী বিগ্রহ মন্দির, গ্রাম- কাদিমনগর।	শুক্লা রানী সাহা	০১৭৭৯৩৩৩৭০৪
২৫১.	নীলফামারী	মৌজা শৌলমারী মধ্যপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী হরি মন্দির, গ্রাম: শৌলমারী, জলঢাকা।	প্রভাতী রানী রায়	০১৮৭৫০০৩১৩১
২৫২.	নীলফামারী	চাকধাপাড়া বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: চাকধাপাড়া, ডোমার পৌরসভা।	বনলতা রায়	০১৭৩৮৫৫৪৪৪৯
২৫৩.	নীলফামারী	দক্ষিণ দেশীবাই শ্রীশ্রী গৌড়িয় মঠ, গ্রাম: মীরগঞ্জ, জলঢাকা।	ভৈরব চন্দ্র রায়	০১৭৩৬১৩৬৯৫৬
২৫৪.	নীলফামারী	বাহাগিলী নবগয়া ধাম শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: বাহাগিলী, কিশোরগঞ্জ।	মুক্তা রানী রায়	০১৭২২-৬৬৬৪৮৪
২৫৫.	নীলফামারী	কলেজপাড়া ক্ষত্রিয় সমিতি শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রামঃ কলেজ পাড়া, ডোমার।	সান্তনা রানী	০১৭৫৬৪৯২৮৯৫
২৫৬.	নীলফামারী	মিলনপল্লী সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রামঃ মিলনপল্লী, পো: নীলফামারী।	পাপিয়া দাস	০১৭১৭১১৫৯৮৭
২৫৭.	নীলফামারী	বারবিশা শ্রী শ্রী হরি মন্দির, গ্রামঃ বারবিশা, বামুনিয়া, ডোমার।	ভৈরবী রায়	০১৭৫০৩৯২৪৩৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
২৫৮.	রংপুর	ফরিদপুর সার্বজনীন হরিমন্দির। গ্রামঃ ফরিদপুর, ডাকঃ ফরিদপুর, উপঃ মিঠাপুকুর।	চম্পা রানী	০১৭৩৩৮০০৫২১
২৫৯.	রংপুর	বর্শপাড়া সার্বজনীন রাধাগোবিন্দ মন্দির। গ্রামঃ অনন্তরাম, পোঃ পীরগাছা, পীরগাছা।	ভারতী রানী	০১৭৭৬৯০৪৯৫৭
২৬০.	রংপুর	তাজহাট কালীবাড়ী গ্রাম-তাজহাট, ডাকঘর-মাহিগঞ্জ, উপজেলা-সদর, জেলা-রংপুর।	স্মৃতি রানী রায়	০১৭৬৭৫৭৪৬৬৫
২৬১.	রংপুর	খিদ্রাঞ্চকী বটতলা সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, ক্ষিদ্রাউপনচকী, মীরবাগ, উপঃ কাউনিয়া।	রত্না রানী	০১৭০১৯৬৮৮১৫
২৬২.	রংপুর	কাঞ্চনপুর সার্বজনীন শিব ও দূর্গা মন্দির গ্রাম-কাঞ্চনপুর, ডাক-বাগদুয়ার,উপ-পীরগঞ্জ।	রমা চক্রবর্তী	০১৭২২২০৮৯৫৯
২৬৩.	লালমনিরহাট	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, জেল রোড (স্টেডিয়াম পাড়া), ডাকঘর: লালমনিরহাট।	রাধিকা রায়	০১৭৪১-২২১৭১৭
২৬৪.	লালমনিরহাট	সার্বজনীন শ্রীশ্রী সনাতন ও দুর্গা মন্দির, দ. ভাতিটারী, ডাক: ভেলাবাড়ী, ভেলাবাড়ী।	গোপাল চন্দ্র রায়	০১৭৬৩-১২২৫১৯
২৬৫.	লালমনিরহাট	শ্রীশ্রী পরমানন্দ গীতাশ্রম, গ্রামঃ বান্দেরকুড়া, পোঃ বান্দেরকুড়া।	বিশ্বনাথ অধিকারী	০১৭৩০৯৩৩২৮৭
২৬৬.	লালমনিরহাট	শ্রী শ্রী শিববাড়ী মদনমোহন জয়গোবিন্দ সার্বঃ মন্দির বড়াইবাড়ী, পোঃ হাতিবান্ধা।	কমলী রানী	০১৭৭৯৭১৮৩৫২
২৬৭.	লালমনিরহাট	জোংড়া ১নং সার্বজনীন হরি মন্দির, গ্রাম: জোংড়া, পো: সরকারহাট।	দুলালী রায়	০১৭৫০৮২৭০৪০
২৬৮.	গাইবান্ধা	মীরগঞ্জ বাজার মহামায়া আশ্রম, গ্রামঃ মীরগঞ্জ বাজার, ডাকঃ সুন্দরগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ।	অচর্না রানী বড়ুয়া	০১৭৪৪৭৯২০৮৫
২৬৯.	গাইবান্ধা	বাউশি বালুচর দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বাউশি বালুচর, ডাক: ফুলছড়ি, উপ- ফুলছড়ি।	রিতা রানী মহন্ত	০১৭৯৫৪৭৩৭৭৯
২৭০.	গাইবান্ধা	মহদীপুর পূর্বপাড়া বারোয়ারী কালী মন্দির, মহদীপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	সীমা রানী মন্ডল	০১৭৯৫৯৮০৬৫০
২৭১.	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ দাসপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, সুন্দরগঞ্জ দাসপাড়া, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ঝিলিক রানী দাস	০১৭১৯৪১৬১০৩
২৭২.	গাইবান্ধা	ঝিনিয়া সাহাপাড়া গৌরনিতাই আশ্রম, পশ্চিম ঝিনিয়া, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	দিঘী রানী বর্মা	০১৭৭০৮৬১৩১৩
		বরিশাল বিভাগ		
২৭৩.	পটুয়াখালী	গলাচিপা কালীবাড়ি সার্বঃ দুর্গা মন্দির।	সেতু দেবনাথ	০১৭৩২-৪৮১৪৯৪
২৭৪.	পটুয়াখালী	শ্রীশ্রী মদন মোহন জিউর আখড়াবাড়ি মন্দির, নতুন বাজার, সদর।	সমীর চন্দ্র গাঙ্গুলী	০১৭২৮-১৯৭১৭৭
২৭৫.	পটুয়াখালী	আটখালী সাঃ শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রা+পো- আটখালী, গলাচিপা।	লিপিকা মল্লিক	০১৭২১-৬৫৫৪৭৮
২৭৬.	পটুয়াখালী	কালাইয়া মদন মোহন জিউর আখড়াবাড়ী, গ্রা- কালাইয়া বন্দর, পো- কালাইয়া।	জোৎস্না রানী দাস	০১৭১৬-২৯২৪৩২
২৭৭.	পটুয়াখালী	গলাচিপা কালীবাড়ি সার্বঃ দুর্গা মন্দির, গলাচিপা।	শিখা রানী রায়	০১৭৫৭-৬৪৫৭০৮
২৭৮.	বরগুনা	শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া সেবাশ্রম, লাকুরতলা।	লীলা দাস	০১৭২৬৭৪২৪২৮
২৭৯.	বরগুনা	দক্ষিণ খেজুরতলা সার্ব: মন্দির, খেজুরতলা।	বিথীকা রানী	০১৭১০৭০৪৫২৫

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
২৮০.	বরগুনা	বরগুনা কালী বাড়ী সার্ব: মন্দির, হাসপাতাল রোড।	সাথী রানী রায়	০১৭৯২৩১৬০৫৫
২৮১.	বরগুনা	মোকামিয়া সার্বজনীন অবদূত সংঘ, মোকামিয়া।	শিল্পী রানী	০১৭৭৫৪৪২১৮০
২৮২.	বরগুনা	সার্বজনীন শ্রীশ্রী হরি গুরুচাঁদ মন্দির, বড়ইতলা, পাথরঘাটা।	শ্যামলী মালাকার	০১৮৫১৫৬৬৮৫১
২৮৩.	ভোলা	আলীনগর রাধা গোবিন্দ ও মন্দির(বাছার বাড়ি), ভোলা।	সুজন চন্দ্র বাছার	০১৭৩৪৯৫৫৯৮১
২৮৪.	ভোলা	শ্রীশ্রী মহাপ্রভু ঠাকুর মন্দির, বাপ্তা, ভোলা সদর, ভোলা।	নিপা রাণী কুন্ডু	০১৭৫৮৬৭১১৫২
২৮৫.	ভোলা	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ লক্ষ্মী মন্দির পক্ষীয়া, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	তিথি রানী বৈদ্য	০১৮৮৩১৪৭৯০৯
২৮৬.	ভোলা	সৃষ্টিতলা শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, চরপাতা, দৌলতখান, ভোলা।	নন্দিতা রানী	০১৭৪২৪৮৬১৩৮
২৮৭.	ভোলা	শ্রীশ্রী সার্বজনীন রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ১ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন।	সেতু রানী দত্ত	০১৭৫৯০৭৭৩৩৮
২৮৮.	পিরোজপুর	শ্রীরামকাঠী দক্ষিণ বন্দর সাঃ আদিপুজা মন্দির, গ্রাম+ডাক: শ্রীরামকাঠী।	দেবী রানী হালদার	০১৩১১৯৩৯১১৩
২৮৯.	পিরোজপুর	গন্ধর্ব সাঃ দুর্গা মন্দির, গ্রাম+ডাক: গন্ধর্ব।	পূবালী বেপারী	০১৭১৮৬০৮০৪৮
২৯০.	পিরোজপুর	শিকদার মল্লিক সাঃ দুর্গা মন্দির, গ্রাম+ডাক: শিকদার মল্লিক।	স্বপন কুমার বিশ্বাস	০১৯১৮২০৮৮১৭
২৯১.	পিরোজপুর	সাঃ শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম, গ্রাম+ডাক: সোহাগদল, উপজেলা: নেছারাবাদ।	লিমা হাওলাদার	০১৭৪৭৮১৪৫০৭
২৯২.	পিরোজপুর	শ্রীশ্রী সনাতন সেবা সংঘ, গ্রাম+ডাক: জানখালী।	সুনিল কুমার হালদার	০১৭২১৫৩৯৮৮৪
২৯৩.	বরিশাল	সাঃ শ্রী শ্রী কালী মন্দির, গ্রাঃ পশ্চিম সুজনকাঠী, ইউঃ গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।	নীলিমা রায়	০১৭৫৫১৪১৭৬১
২৯৪.	বরিশাল	বোয়ালিয়া সাঃ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, গ্রামঃ বোয়ালিয়া, ১২নং রঙ্গশ্রী, বাকেরগঞ্জ।	রীতা দে	০১৭২৪৯৯৬৮৭৫
২৯৫.	বরিশাল	পূর্ব সাতলা সাঃ গবিন্দ ও দূর্গা মন্দির, উত্তর সাতলা, সাতলা, উজিরপুর, বরিশাল।	মিলন বিশ্বাস	০১৩২৬২৬৮৭১৭
২৯৬.	বরিশাল	সাঃ শ্রী শ্রী জয় দুর্গা ও কামেশ্বরী মাতার মন্দির, জিয়া সড়ক, বরিশাল সদর।	শতাব্দী হালদার	০১৭৩৪০২৫২৭২
২৯৭.	বরিশাল	সাঃ শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রামঃ বাহাদুরপুর, পোঃ বাহাদুরপুর, উপঃ আগৈলঝাড়া	রুনু মজুমদার	০১৭৪৩০১৩৪০৭
২৯৮.	ঝালকাঠি	শ্রী শ্রী পাবলিক হরিসভা মন্দির,রীড রোড,ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	অনিতা বিশ্বাস	০১৭১৯৬৩৮১৯৯
২৯৯.	ঝালকাঠি	শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবা সা: মন্দির,কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।	সিথীকা গুহ্	০১৭২৬৮০১৬৭৩
৩০০.	ঝালকাঠি	বলতলা শ্রীগুরু সেবাশ্রম, বলতলা বাজার,কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।	মিতালী মজুমদার	০১৭৪১৪০৯৬৫৮
৩০১.	ঝালকাঠি	খোর্দবড়হর শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ ও দুর্গা মন্দির, খোর্দ্দবড়হর, পো: কৃত্তিপাশা, ঝালকাঠি	শিপু মল্লিক	০১৭২৪০৫৫৮৮৬
৩০২.	ঝালকাঠি	বাঁশপট্টি শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	পুস্পিতা সোম	০১৩১৬১৭৬৯৯৯
		সিলেট বিভাগ		
৩০৩.	সিলেট	শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আখড়া, উত্তর বাগবাড়ি, সিলেট।	সম্পা রানী পাল	০১৭৫৩-০৭০৪৩৫
৩০৪.	সিলেট	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, গ্রাম: কামাইদ, ডাক: ডৌবাড়ী,গোয়াইনঘাট, সিলেট।	আঁকা চক্রবর্ত্তী	০১৭২৬০১৪৮৬
৩০৫.	সিলেট	শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, গ্রাম: বালুচর,ডাক: দয়ারবাজার, উপজেলা: কোম্পানীগঞ্জ।	রিয়া লাহিড়ী	০১৯১৫৫৪৭২০৬

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নামের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম	মোবাইল নং
৩০৬.	সিলেট	শ্রী শ্রী রাধামোহন গোপাল আশ্রম, গ্রাম: দাউদপুর, পল্লীশ্রী, জকিগঞ্জ, সিলেট।	বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস	০১৭১৬৪৬৪৭৩৫
৩০৭.	সিলেট	শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, হাবিবনগর চা বাগান, গ্রাম: চিকনাগুলা, জৈন্তাপুর, সিলেট।	সীমা রানী শীল	০১৭৯৮-১১৬৬৬৩
৩০৮.	মৌলভীবাজার	নওয়াগাঁও শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম- নওয়াগাঁও ডাক-পাঁচগাও, উপ- রাজনগর।	অঞ্জনা রানী দাস	০১৭৮০৫১৯৪১০
৩০৯.	মৌলভীবাজার	শ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম- আমিনাবাদ চা বাগান, ডাক- বরমচাল, রাজনগর।	সুমন চন্দ্র অলমিক	০১৭৫০৩৮৫৬২০
৩১০.	মৌলভীবাজার	পঞ্চেশ্বর সার্বজনীন দেব মন্দির, গ্রাম- পঞ্চেশ্বর, ডাক- মনসুরনগর, উপ- রাজনগর ।	রাখী রানী চন্দ	০১৭৮৫৭০২৯৬৯
৩১১.	মৌলভীবাজার	কালিটি চা বাগান সার্বজনীন কৃষ্ণ মন্দির, গ্রাম- কালিটি চা বাগান, কুলাউড়া।	সবিতা অলমিক	০১৭৬৬২১৪৬০৬
৩১২.	মৌলভীবাজার	হনুমান মন্দির, গ্রাম-ফুলতলা চা বাগান, ডাক-ফুলতলা, জুড়ি।	দিপালী রানী আচার্য্য	০১৭২৪৭৯৫৯৮৬
৩১৩.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী লবচন্দ্র মনোরমা দয়াময় আশ্রম, সাচনা, জামালগঞ্জ উত্তর, জামালগঞ্জ।	সুমা পাল	০১৭৪৬৬৫৩০১৬
৩১৪.	সুনামগঞ্জ	চাকুয়া আখড়া, হবিবপুর, ওয়ার্ড নং-০৩, শাল্লা।	রুমা রানী দাস	০১৭৫৮৩৬৪১৮৯
৩১৫.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোসাই মন্দির, চান্দপুর করিমপুর, দিরাই।	মিনতি রানী সূত্রধর	০১৭৭৭৯৫৩৪১২
৩১৬.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী শিব মন্দির, বাগবাড়ি, পৌরসভা, ওয়ার্ড নং-০৬, ছাতক।	পাপিয়া আচার্য্য	০১৯২১-৬৪৩৬১৫
৩১৭.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া, উত্তর চাঁন্দপুর, করিমপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, দিরাই।	শ্যামানন্দ চক্রবর্তী	০১৬৪০-১১১৪৯৯
৩১৮.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালাচাঁদ জিউর মন্দির, গ্রাম: সোনাপুর, ডাক: বাল্লা জগন্নাথপুর, উপ: নবীগঞ্জ।	প্রিয়া রানী দাশ	০১৭৯১-০৮৪৬৪২
৩১৯.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: দারাগাঁও চা বাগান, ডাক: রশিদপুর।	বীনাপানি পাল	০১৭৩৫-৬১০৬৪০
৩২০.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালী মন্দির, গ্রাম: মাধবপুর বাজার, ডাক: মাধবপুর।	সুমিত্রা দেবনাথ	০১৮৬৩-৮০০৫৭৩
৩২১.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালী মন্দির, গ্রাম: দানিয়ালপুর, ডাক: হবিগঞ্জ, উপজেলা: হবিগঞ্জ সদর।	দীপা ঘোষ	০১৭২৯-৬৬১৬৬৬
৩২২.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউড় আখড়া, গ্রাম: পূর্ব বড়চর, ডাক: শায়েস্তাগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ।	লিপ্তা রানী পাল	০১৭৫১-৪১৭০৩৪

নড়াইল জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ভোলা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

প্রকল্পের জেলাভিত্তিক কর্মশালার তথ্য

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদে সকল জেলায় একটি করে কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে মশিগশি প্রকল্পের ভূমিকা" শিরোনামে এ জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালা আয়োজনের চেকলিস্ট ও নির্দেশনা প্রধান কার্যালয় থেকে প্রদান করা হয়েছে। কর্মশালায় ০৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন। প্রাপ্ত সুপারিশমালা থেকে প্রকল্পের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন করা হবে।

কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	জেলার নাম	তারিখ	ক্রমিক	জেলার নাম	তারিখ
১.	গাজীপুর	১৯/০৬/২০২৩	১৮.	সিরাজগঞ্জ	১৪/০৫/২০২৪
২.	ফেনী	২১/০৬/২০২৩	১৯.	সুনামগঞ্জ	১৪/০৫/২০২৪
৩.	কক্সবাজার	২০/১১/২০২৩	২০.	নোয়াখালী	১৫/০৫/২০২৪
৪.	খাগড়াছড়ি	২১/১১/২০২৩	২১.	কিশোরগঞ্জ	১৬/০৫/২০২৪
৫.	চাঁদপুর	২৩/১১/২০২৩	২২.	নড়াইল	১৬/০৫/২০২৪
৬.	বাগেরহাট	২৫/১১/২০২৩	২৩.	মাগুরা	১৯/০৫/২০২৪
৭.	মাদারীপুর	২৯/১১/২০২৩	২৪.	শেরপুর	২৩/০৫/২০২৪
৮.	নেত্রকোনা	০২/১২/২০২৩	২৫.	লালমনিরহাট	২৩/০৫/২০২৪
৯.	জয়পুরহাট	০৬/১২/২০২৩	২৬.	বগুড়া	২৩/০৫/২০২৪
১০.	পাবনা	০৫/০২/২০২৪	২৭.	মৌলভীবাজার	২৬/০৫/২০২৪
১১.	রাজশাহী	১১/০৩/২০২৪	২৮.	বরগুনা	৩০/০৫/২০২৪
১২.	নারায়ণগঞ্জ	২১/০৩/২০২৪	২৯.	বরিশাল	০৪/০৬/২০২৪
১৩.	কুড়িগ্রাম	২৭/০৪/২০২৪	৩০.	মেহেরপুর	০৫/০৬/২০২৪
১৪.	গাইবান্ধা	০৬/০৫/২০২৪	৩১.	টাঙ্গাইল	১২/০৬/২০২৪
১৫.	মানিকগঞ্জ	০৯/০৫/২০২৪	৩২.	ভোলা	১২/০৬/২০২৪
১৬.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১২/০৫/২০২৪	৩৩.	কুমিল্লা	১২/০৬/২০২৪
১৭.	কুষ্টিয়া	১৩/০৫/২০২৪	৩৪.	সাতক্ষীরা	১২/০৬/২০২৪
	৩৫. জাতীয় কর্মশালা (প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত)				২৭/০৫/২০২৪

প্রকল্পের বাগেরহাট জেলা কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের বরিশাল জেলা কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

মাগুরা জেলা কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন

কুষ্টিয়া জেলার কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের অনুষ্ঠিত জেলা কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ

১. প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

২. শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে কোন সাউন্ড সিস্টেম নেই। প্রতিটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে আবশ্যিকভাবে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

৩. হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরের অবকাঠামো ছোট, পানীয় জল, টয়লেটের সুব্যবস্থা নেই। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অথবা মন্দির সংস্কার প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৪. বর্তমানে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে প্রকল্পের শিক্ষকের সম্মানী ৫০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। বাজার মূল্য বিবেচনায় শিক্ষক সম্মানী উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫. প্রতি ৭৪টি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য বর্তমানে জেলাভিত্তিক ০১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োজিত রয়েছেন। যৌক্তিকভাবে কেন্দ্র মনিটরিংয়ের সুবিধার্থে প্রতি উপজেলাভিত্তিক ফিল্ড সুপারভাইজার সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য একজন ফিল্ড সুপারভাইজার বাড়ানোর সুপারিশ করা যায়।

৬. প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন নাস্তা/মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য হালকা নাস্তা/মিড-ডে মিল/বিস্কুট/চকলেট ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৭. প্রকল্পের শিক্ষকদেরকে প্রকল্প মেয়াদে একবার করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলাওয়ারী প্রতিবছর শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা এবং প্রশিক্ষণ কাল ৫দিন করা যেতে পারে।

৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ড্রেস সরবরাহ এবং শিক্ষা উপকরণ বাড়ানো।

৯. প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কেন্দ্র মনিটরিং ও সুপারভিশনের লক্ষ্যে যাতায়াত ব্যয় খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০. মোটর সাইকেলের জ্বালানী ও মেরামত খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ। বাজার দর ও জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১. বর্তমানে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি ব্যাংক হিসাব চালু রয়েছে, জেলা পর্যায়ের জন্য আলাদা কোন ব্যাংক হিসাব নেই। মাঠ পর্যায়ে অর্থ ব্যয় করে সদর দপ্তরে বিল-ভাউচার প্রেরণ করে অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। ফলে অর্থ সংকটের কারণে নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটছে। এ কারণে জেলা পর্যায়ে আলাদা ব্যাংক হিসাব চালু করার সুপারিশ রয়েছে।

১২. প্রকল্পের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুরুতর দুর্ঘটনা ও অসুস্থতায় আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

১৩. সারাদেশে মশিগশি প্রকল্পের জেলা কার্যালসমূহ স্থানীয়ভাবে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে বিধায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পের জনবলকে/হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে রাজস্বখাতভুক্ত করে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞ জনবলকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে জেলা, উপজেলা প্রশাসনের মতামত/অভিমত

জেলা প্রশাসক গাইবান্ধা এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলাতেই পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের "প্রাক-প্রাথমিক" শিক্ষাস্তরে সনাতন তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশুদের সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা শিক্ষা দান, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাস্তরে ০৬-১০ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাস্তরে ১০ হতে তদূর্ধ্ব বয়সের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষাসহ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার শিক্ষাদান করছে। শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা বঞ্চিত এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে এসব কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০জন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে বই, খাতা, কলম/পেন্সিল, আর্টপেপার, রংয়ের উপকরণ পেয়ে আনন্দ মুখরিত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করছে। রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুরা বাংলা, গণিত, শারীরিক কসরত এবং বয়স্করা সাক্ষরজ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি পরিকল্পিত পরিবার গঠন, জমিজমা, কৃষি, পোল্ট্রিসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছে। ধর্মীয় শিশু ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে গীতা পাঠসহ গীতার মাহাত্ম্য আত্মস্থ করা ছাড়াও এসংক্রান্ত খুটিনাটি জ্ঞান অর্জন করছে। বিশেষ করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের অবসর সময়কে নষ্ট না করে এ পদ্ধতির মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের সার্বিক সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

(কাজী নাহিদ রসুল)
জেলা প্রশাসক
গাইবান্ধা।

জেলা প্রশাসক রাজশাহী এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় চেতনা এবং জীবনমান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে রাজশাহী জেলায় ৫৪ টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এবং ১০ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশুসহ মোট ৭৯ টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটির ভূমিকা আছে। ৪-৬ বছরের শিশুরা মন্দিরের আঙ্গিনা ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হচ্ছে। প্রকল্পের গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করে সকলের মাঝে গীতার মর্মবানী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। এই প্রকল্পে শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষক মহিলা যা নারীর ক্ষমতায়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা,মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক
রাজশাহী।

জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের হবিগঞ্জ জেলার অধীনে ১২৯টি প্রাক-প্রাথমিক, ২২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ৩১টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

নৈতিক চরিত্র গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুশিক্ষার বিকল্প নেই। প্রকল্পটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সাধারণ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি সরকারের অনন্য উপহার। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষার্থীদের পাঠদান গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। নিয়মিত জেলা মনিটরিং কমিটির সভার মাধ্যমে প্রকল্পের সকল তথ্যাদি সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মোছাঃ জিলুফা সুলতানা)
জেলা প্রশাসক
হবিগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক শেরপুর এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এরই অংশ হিসেবে শেরপুর জেলাতেও প্রকল্পটি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রকল্পটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের অর্থাৎ ৬ বছর থেকে ১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করছে। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর অক্ষরজ্ঞান দানের সাথে সাথে তাদের কর্মমুখী শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পটির আওতায় শেরপুর জেলায় ২৪টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ০৫টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ০৬টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শেরপুর জেলার ৮০% নারী শিক্ষক রয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অঞ্চল সমূহে শিক্ষার্থীর পাঠদান গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(আব্দুল্লাহ আল খায়রুম)
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
শেরপুর।

জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ এর মতামত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় কিশোরগঞ্জ জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাস্তব সম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করেন। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানহীন সনাতন ধর্মীয় বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা অক্ষরজ্ঞান লাভের সাথে সাথে কর্মমুখী শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রকল্পের গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে গীতাজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলায় ৭১টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১০৪টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরী হয়েছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন সহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

১২.০৬.২০২৫

(মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ)
জেলা প্রশাসক
কিশোরগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিনটি স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পাঠদানের পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গনে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু স্তর) ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক স্তর) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা আধুনিক নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৮৯ টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে, তন্মধ্যে ৬০ টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ২৯টি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের (শিশু ও বয়স্ক স্তর) মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে এবং শিশুর শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পায়। একটি জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। সুষ্ঠু-সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশু শিখতে শুরু করে। এ বছরগুলোতে তার মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ ঘটে। এই বয়সেই শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভার বিকাশ হয়। এ সময় হতেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিশুকে অভ্যস্ত করা জরুরী। শিশুর সৃজনশীল মনকে বাল্যকাল থেকেই সঠিক-ভুল এবং ভাল-মন্দের ধারণা প্রথিত করা জরুরী। এক্ষেত্রে নৈতিকতা শিক্ষার বিকল্প নেই। এ কার্যক্রমের আরেকটি ক্ষেত্র হলো ধর্মীয় গীতা শিক্ষাকেন্দ্র। গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে গীতা পাঠের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে এবং গীতার মহিমা উপলব্ধি ও ব্যক্তি জীবনে এর প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় জ্ঞান ও আত্মিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে একটি অসাম্প্রদায়িক, অহিংসা ও প্রগতিশীল সমাজ গঠিত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ধর্মীয় চর্চার সুযোগসহ অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের পাঠদান গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মন্দির প্রাঙ্গনে আরও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও উত্তম শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মন্দির কমিটি ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে। নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ে ২০১৪ সাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হক)
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক পিরোজপুর এর মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার বীজ প্রষ্ফুটিত করা হচ্ছে যা একটি শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পিরোজপুর জেলায় ১৬০ টি মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এই তিন ক্যাটাগরীতে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। জেলা মনিটরিং কমিটির সভাপতি হিসেবে এই কার্যক্রমের সাথে আমার সার্বক্ষনিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশংসার এবং প্রত্যাশার জায়গা সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এই কার্যক্রমটি। তাই তাদের চাহিদার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া এই কার্যক্রমটি যেহেতু একটি শিক্ষা কার্যক্রম এবং এর সাথে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে তাই এই কার্যক্রমটি চলমান রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এই নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মতো প্রকল্প।

আমি এই কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ জাহেদুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
পিরোজপুর।

জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার এর মতামত

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের অধীনে ১৬৯টি প্রাক-প্রাথমিক, ৩৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ৪২টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

একটি অসাম্প্রদায়িক জ্ঞানভিত্তিক এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সনাতন জনগোষ্ঠীর মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে।

এছাড়াও প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। নিয়মিত জেলা মনিটরিং ও উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভার মাধ্যমে প্রকল্পের সকল তথ্য সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করছেন। যার মাধ্যমে শিক্ষকরা ও অভিভাবকরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

২৫.০৬.২৪

(ড. উর্মি বিনতে সালাম)
জেলা প্রশাসক
মৌলভীবাজার।

জেলা প্রশাসক নেত্রকোণা এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি" ২০০৩ সাল হতে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণে এ প্রকল্প প্রাক-প্রাথমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি।

মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকগণের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। সরকারের এমন প্রকল্প চালু হওয়াতে সরকারের প্রতি হিন্দু ধর্মালম্বীগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রকল্পের অধীন নেত্রকোণা জেলাতে ৮৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ২৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ১২৯টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ০১জন করে শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করেছে।

শিশু শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে এ প্রকল্প সম্পৃক্ত করছে যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠির মাঝে প্রসারিত হচ্ছে। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজার তাদের মাসিক সফরসূচী অনুযায়ী প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ের সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কেন্দ্র শিক্ষককে প্রয়োজন মোতাবেক গাইড লাইন প্রদান করে থাকেন। জেলাতে জেলা মনিটরিং কমিটি সভা ও উপজেলাতে উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

আমার জানা মতে এ জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই পাঠদানের মান সন্তোষজনক। এই প্রকল্পের ৮৫% শিক্ষক নারী, যার মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। তাই সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।
আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করে চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(শাহেদ পারভেজ)
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
নেত্রকোণা।

জেলা প্রশাসক লালমনিরহাট এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটির ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম পর্যায়ের সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি মন্দিরের আঙ্গিনা ব্যবহার করে সনাতন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে সাধারণ শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা দান করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে সনাতন ধর্মীয় শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দান করে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রে সনাতন ধর্মীয় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রে সনাতন ধর্মীয় ১০ থেকে তদুর্ধ্ব বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ও নৈতিকতা এবং গীতা শিক্ষা দান করে। ফলে সনাতন ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা চর্চার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। যা ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূরীভুত করে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়গামী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের শিক্ষকদের মধ্যে ৭০% এর অধিক নারী, যা নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে তথা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখছে।

লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্পের মোট ১০৯টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৭৬টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)। আমি আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের নিমিত্তে এই প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

(মোহাম্মদ উল্যাহ)
জেলা প্রশাসক
লালমনিরহাট।

জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ এর মতামত

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের অধীনে ৭৬টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ২২টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও শিশু গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সনাতন জনগোষ্ঠীর মাঝে গীতার মমার্থ প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এছাড়াও এসডিজি বাস্তবায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(দিদারে আলম মহম্মদ মাকসুদ চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,
ময়মনসিংহ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নেত্রকোণা এর মতামত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় নেত্রকোণা জেলায় ১২৯টি শিক্ষাকেন্দ্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

নেত্রকোণা জেলার ৮৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ২৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্র ২০০৭ সাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রতিকেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ২০০৮ সালে যারা এখান থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করছে, তারা আজ কলেজের শিক্ষার্থী। এই মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা পাচ্ছে। গীতার শ্লোক, দেব দেবীর প্রণামমন্ত্র, প্রার্থনা এই স্কুলগুলোর মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিশুদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। অপরদিকে এই মন্দিরে ২০১৮ সালে হতে ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের কারনে সনাতন ধর্মালম্বীরা ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে গীতা পাঠদানের সুযোগ পাচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নেত্রকোণা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রকল্পের শিক্ষক বুণিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত রয়েছি।

এ কার্যক্রমের প্রভাব এবং ফলাফল আমাকে মুগ্ধ করছে। প্রকল্প এলাকার প্রতিটি শিশুই নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করা, বিশ্বাস করা এবং অন্তরে লালন করার সুযোগ পাচ্ছে। এ কার্যক্রম চালু থাকায় ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যাবোধের আলো ছড়িয়ে পড়ছে যার জ্যোতি এখনও প্রবাহমান, আমি কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার জানা মতে এ জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই পাঠদানের মান সন্তোষজনক। এই প্রকল্পের ৮৫% শিক্ষক নারী, যার মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। তাই সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করে চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(সুখময় সরকার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নেত্রকোণা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নারায়ণগঞ্জ এর মতামত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকৃতির একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই ৩টি স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এরই অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ৮৯ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তার মধ্যে ৬০টি প্রাথমিক, ১৭ টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এবং ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা, বিদ্যালয় গমনোযোগী শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পদার্পণ করানো, ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা একজন শিক্ষার্থীর অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ সময়োপযোগী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা কর্মশালায় আমি দেখেছি ৮৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮৬ জন শিক্ষক নারী, তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। আজকের শিশুদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবিক মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হলে নৈতিকতা শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজখবর রাখছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠন সহ এ প্রকল্পের সাফল্য ও সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(হামিদুর রহমান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
নারায়ণগঞ্জ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) চাঁদপুর এর মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাই প্রকল্পটির প্রধান কাজ। চাঁদপুর জেলাতেও প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে চাঁদপুর জেলাতেও ৫৮টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (বয়স্ক) ও ১২টি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (শিশু) চলমান রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ১ জন শিক্ষক পাঠদান করছে। মোট শিক্ষকের মধ্যে ৭৭ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত রয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়নে সুযোগ সৃষ্টি করছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত প্রকল্পটি মনিটরিং করছে। জেলাতে জেলা মনিটরিং সভা এবং উপজেলাতে উপজেলা মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি শিশু শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। মন্দিরগুলোতে নিয়মিত পাঠদান পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষকগণ নিয়মিত কেন্দ্র মনিটরিং সভা করছে। কোমলমতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের পদচারনায় মন্দিরগুলোতে পুণ্যার্থীদের সমাগম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ।

ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করছে। একই সাথে উক্ত প্রকল্পটি এসব শিক্ষার্থীদের উন্নত জীবন সম্পর্কে সচেতন করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতাশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে যা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির সৃষ্টি করছে ।

আমি প্রকল্পটির সাফল্য কামনা করছি।

২৭/০৫/২০২৫
(মোস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
চাঁদপুর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সিরাজগঞ্জ এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি" ২০১২ সাল হতে এ জেলায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আর্শীবাদপুষ্ট এ প্রকল্প প্রাক-প্রাথমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। প্রকল্পের অধীন জেলাতে ৬২টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ১১টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৮৯টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ০১জন শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করছে যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠির মাঝে প্রসারিত হচ্ছে।

আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

২৫/০৬/২০২৪

(রোজিনা আক্তার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(শিক্ষা ও আইসিটি)
সিরাজগঞ্জ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ঝালকাঠি এর মতামত

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযক্রম প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এবং শিশু শিক্ষাস্তরে ঝালকাঠি জেলার মোট ৫১টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। শিশু শিক্ষা স্তরে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সন্নিবেশিত এ পাঠক্রম একজন শিশুকে ভবিষ্যত রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে এ কার্যক্রম ভুমিকা রাখে। গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় শিক্ষার আলো প্রদান করা হয়, যা তাকে আরো পরিশীলিত ভাবে জীবন নির্বাহ করতে শেখায়। এ কার্যক্রমের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো গীতাশিক্ষা কেন্দ্র। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে সমাজে অনস্বীকার্য নৈতিক শিক্ষার প্রসারের দ্বারা হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সমৃদ্ধ করছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে। কারণ এই প্রকল্পের ৮০% শিক্ষক নারী। বেকারত্ব দূরীকরণে, সমাজে সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে এই প্রকল্প ২০০৩ সাল থেকে চলে আসছে যা সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ঝালকাঠি জেলায় এ কার্যক্রম ২০১১ সাল হতে বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এবং ঝালকাঠি জেলা কার্যালয় ২০১৮ সাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সঙ্গে নিয়ে এই কার্যক্রমটি SDG-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে দেশকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

৩০.০৬.২০২৪

(মো: রুহুল আমিন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
ঝালকাঠি জেলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জয়পুরহাট এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি" ২০০৩ সাল হতে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আশীর্বাদপুষ্ট এ প্রকল্প প্রাক-প্রাথমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি।

আমি গত ১৩/০৫/২০২৪ তারিখ বেলা-১১.০০ঘটিকায় কেন্দ্রিয় বারোয়ারী মন্দির, পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট প্রাঙ্গণে জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য, মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা কার্যালয়ের সহাকরী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারকে সাথে নিয়ে জয়পুরহাট জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে দ্বি-মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণপূর্বক মত বিনিময় করি।

মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকগণের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। সরকারের এমন প্রকল্প চালু হওয়াতে সরকারের প্রতি তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রকল্পের অধীন জেলাতে ৩৬টি প্রাক-প্রাথমিক, ১০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ০৭টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৫৩টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ০১জন শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করছে। শিশু শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করছে যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠির মাঝে প্রসারিত হচ্ছে। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজার তাদের মাসিক সফরসূচি অনুযায়ী প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ের সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং কেন্দ্র শিক্ষককে প্রয়োজন মোতাবেক গাইড লাইন প্রদান করে থাকেন। জেলাতে জেলা মনিটরিং কমিটি সভা ও উপজেলাতে উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

আমার জানা মতে এ জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই পাঠদানের মান সন্তোষজনক। এই প্রকল্পের ৮৫% শিক্ষক নারী, যার মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। তাই সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের মরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

- শিক্ষা কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে শিক্ষকবৃন্দের সম্মানী ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট মন্দির অবকাঠামো উন্নয়ন, আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের কবিতা, আবৃতি, ছড়া, গান প্রদর্শন আকর্ষনীয় করতে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- অত্র জেলায় চলমান শিক্ষাকেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- নিরবিচ্ছিন্নভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমটি উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করে চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(বিপুল কুমার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
জয়পুরহাট।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রাঙ্গামাটি এর মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় রাঙ্গামাটি জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক,ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি,শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা,শরীর চর্চা,বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হচ্ছে। এছড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে গীতাজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সর্বসাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে যা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি উপজেলায় ২৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ৫টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ৮টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ৪০টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন,বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ,সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন সহ এ প্রকল্পের ক্রমাগত অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(নাসরীন সুলতানা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নোয়াখালী এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি" ২০১২ সাল হতে এ জেলায় কার্যক্রম শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পটি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমান সরকার সকল সম্প্রদায় ও সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছেন এ প্রকল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকল্পের অধীন নোয়াখালী জেলায় ৫৮টি প্রাক প্রাথমিক, ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ০১জন শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কোমলমতি শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠণে কাজ করে চলেছে।

আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

(নাজমা বিনতে আমিন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
নোয়াখালী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খাগড়াছড়ি এর মতামত

নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ মানবতাবোধে জাগ্রত হয়। আর যে জাতি মানবতাবোধে যত জাগ্রত, সে জাতি তত উন্নত। সেই উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। তারই আলোকে হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট এর মাধ্যমে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

আমার দেখা শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর দ্বারা সারা দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে যা বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ঝরে পড়া রোধ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের হিন্দু অধ্যুষিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রূপায়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পটি ২০০৩ সালে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত ৫টি পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত করে ২০২১ সালের জুলাই মাসে ৬ষ্ঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়, যার মেয়াদ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ২০১২ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় ৪২টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে, যেখানে ৩৮টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো। বর্তমানে সমগ্র জেলার ০৯টি উপজেলায় ৬১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলমান। এর মধ্যে ৪৪টি প্রাক-প্রাথমিক, ৮টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ১১টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শুক্র ও শনিবার ব্যতীত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা - সকাল ১১.৩০ প্রাক-প্রাথমিক, বিকাল ৪টা - বিকাল ৬.৩০ ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বছরের শুরুতে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। খাগড়াছড়িতে প্রতি বছর ১৩২০ জন প্রাক-প্রাথমিক, ২৪০ জন ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ৩৩০ জন ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার্থী প্রকল্পের নির্ধারিত শিক্ষা কারিকুলাম সম্পন্ন করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বার্ষিক মূল্যায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে নিকটবর্তী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করে। এছাড়াও শিশু এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে অনুরূপ বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আমার মতে মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গন ব্যবহার করে আনন্দঘন পরিবেশে পরিচালিত এই শিক্ষা কারিকুলাম অনেক বেশি আধুনিক এবং যুগোপযোগী, পাশাপাশি এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলছে।

প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকদের ৮০% এর উর্দ্ধে মহিলা শিক্ষক হওয়ায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নারীদের স্বাবলম্বীকরণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে এই প্রকল্প বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতি আনয়নে এই প্রকল্প প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রকল্পটির গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি আহ্বান রইল যেন এর চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রকল্পে আরো নতুন মাত্রা যোগ করা হয়। কারণ এই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নই সনাতনী জনগোষ্ঠীর বহুমুখী উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রকল্পে নিয়োজিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের প্রতি নির্দেশিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছে। মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বক্ষনিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা এবং সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(রুমানা আক্তার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কক্সবাজার এর মতামত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় কক্সবাজার জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করেন। এছাড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে গীতাজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার ০৯টি উপজেলায় ৪৩টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৮টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ৭১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরী হয়েছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে।

আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

২৪.০৬.২৪

(তাপ্তি চাকমা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
কক্সবাজার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলার প্রাক-প্রাথমিক ৯টি, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ২টি, ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ১টি সহ ৩টি স্তরে মোট ১২টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ উপজেলায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষায় আলোকিত করে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। প্রতি বছর প্রকল্পের অধীন ২টি করে উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা করা হয়ে থাকে। সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জেলা অফিসকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

প্রকল্পটি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পটি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি, শিখন ও পঠনের মাধ্যমে উপাসনালয়ে বসে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নে ২০৪১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি এই প্রকল্পটি চলমান থাকবে এবং শিশুদের মানসিক ও নৈতিকতার বিকাশসহ প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথটি সুগম হবে। আমি এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি।

২৩।০৫।২০২৪

(এম.এ মুহাইমিন আল জিহান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরগুনা সদর, বরগুনা এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সাফল্যের সাথে ৫টি পর্যায় অতিক্রম করে ৬ষ্ঠ পর্যায় পার করছে। অত্র প্রকল্পের বরগুনা জেলা কার্যালয়ের আওতায় সদর উপজেলায় ১৫টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ০৮টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ০৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। বরগুনা সদর উপজেলায় প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এলাকার সনাতন সম্প্রদায়ের আশার আলো। শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেমন প্রাথমিকে পড়ার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠছে তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক ও সনাতন সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। তাছাড়া শিক্ষকদের শতকরা ৯৩ ভাগই নারী যা নারীর ক্ষমতায়নে ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেলে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রকল্পের উত্তোরত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

(মোঃ শামীম মিঞা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরগুনা সদর, বরগুনা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরগুনা সদর, বরগুনা এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা স্তরে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলগামী ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক লোকদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক গীতা) শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় আচার-আচরণ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতার শ্লোক পাঠসহ ও ধর্মীয় মন্ত্রগুলো শিক্ষা দেয়া হয়। তাই প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং এর চাহিদা ব্যাপক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ছড়া, গল্প, গান, কবিতা ইত্যাদি শেখানোর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়। যা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর মেয়াদ বৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি

২৪/৬/২০২৪

(লিটন ঢালী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। একটি অসাম্প্রদায়িক, জ্ঞানভিত্তিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি অসামান্য অবদান রাখছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার জ্ঞান লাভ করছে। যার ফলে গীতা শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। অত্র প্রকল্পের ৮০ ভাগ শিক্ষক নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ১১ টি প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ৩টি ও ৩টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রসহ মোট ১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। একজন প্রকৃত মানুষ গঠনে নৈতিকতা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রকল্পের মাধ্যমেই সম্ভব নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শুদ্ধ পাঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া। তাই এই শিক্ষা কার্যক্রমকে চলমান রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমি আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মৌসুমী মান্নান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার গলাচিপা, পটুয়াখালী এর অভিমত

সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকে নৈতিক শিক্ষার ছোঁয়া দিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষা স্তরের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সব স্তরের পাঠ্যক্রম যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম চর্চার বিষয়টিকে ভালভাবে চর্চা করতে পারে। কোমলমতি শিশুরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ছোঁয়া ছোট বেলা থেকেই পায়। এই ভিত্তি শিক্ষা তাকে পরবর্তীতে মানবতাবোধ সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলে। অন্যদিকে গীতা শিক্ষা স্তরে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম চর্চার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিপথগামী মানবগোষ্ঠীও সুপথে আসতে পারে বলে মনে হয়। এছাড়াও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া হয়। যা তাকে তার জীবন সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন করে তোলে। মনিটরিং ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যথানিয়মে চলমান আছে। সমাজে তৃণমূল স্তরে এই প্রকল্পের শিক্ষার কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। তবে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রদেয় সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানো হলে সমাজে এই শিক্ষা কার্যক্রমের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেত এবং সুফল প্রসারিত হত বলে মনে হয়।

পরিশেষে এই প্রকল্পের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

২৪.০৬.২৪

(মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গলাচিপা, পটুয়াখালী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষার পাশাপশি মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার বিকাশ ঘটানোই এই প্রকল্পের মূল কাজ। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় ০৮ টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ০৩ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যত। শিশুদেরকে সার্বিকভাবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি অভিলক্ষ্য হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এই প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% এর অধিক হলো নারী শিক্ষক। তাই বলা যায় এই কার্যক্রম সরকারের অভিষ্ট অর্জনে সহায়তা করছে। আমি মনে করি এই কার্যক্রমটি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমি এই কার্যক্রমের সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(আতিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ এর অভিমত

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর সমাজকে নৈতিক শিক্ষার ছোঁয়া দিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়ানাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সকল স্তরের পাঠ্যক্রম যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম চর্চার বিষয়টি ভালভাবে শিখতে পারছে। এছাড়া কোমলমতি শিশুরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ছোয়া ছোট বেলা থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। এই ভিত্তি-শিক্ষা শিশুকে পরবর্তী জীবনে মানবিক হিসেবে গড়ে তোলে। অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরের পাঠ্যপুস্তকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম চর্চার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে এর মাধ্যমে বিপথগামী অনেকেই সুপথে আসতে পারে বলে মনে হয়।

সমাজে তৃণমূল স্তরে এই প্রকল্পের শিক্ষার কার্যক্রম নিশ্চিতভাবেই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে মনিটরিং ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনসহ ইত্যাদি কার্যক্রমে আরও গুরুত্বারোপ করলে এবং শিক্ষাকেন্দ্রে প্রদেয় সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানো হলে সমাজে এই শিক্ষা কার্যক্রমের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে শিক্ষার প্রকৃত সুফল প্রসারিত হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে, এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(মোঃ আজিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদর, নরসিংদী এর অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান প্রকৃতির একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে এ জেলায় মোট ৭৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়ে নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলায় সর্বমোট ২৮টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান আছে। এর মধ্যে ২০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ৬ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ২ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র । এই সুন্দর কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষকবৃন্দ, মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি হিন্দুধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখছে। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আর্দশ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র গুলোর মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঠিক পথে চলার পথ দেখাচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের এটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতির পিতার আর্দশে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে, এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(আসমা সুলতানা নাসরীন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রায়পুরা, নরসিংদী এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি যুগোপযোগী প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যবধি মাঠ পর্যায়ে খুবই গুরুত্ব ও সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুনাগরিক হতে হলে আমাদের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন। সেগুলো হলো: ১) বুদ্ধি ২) বিবেক ৩) আত্মসংযম । এই বুদ্ধি, বিবেককে জাগ্রত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন। এই প্রকল্পটি ছোট ছোট কোমলমতি শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিকভাবে প্রদান করছে। যা একটি শিশুকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। মন্দিরের আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র একজন দক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা শিশুরা গ্রহন করার ফলে আগামীতে তারা সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে সমাজ ও দেশকে সেবা করবে। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাতে মোট ১৭টি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এর মধ্যে ১০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ২ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ৫টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে পূজা উদযাপন কমিটি, হিন্দুধর্মীয় নেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রকল্পটি সুনাম, সফলতা ও গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মন্দিরমুখী হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। ভবিষ্যতে যেন এটি আরো সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোঃ ইকবাল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রায়পুরা, নরসিংদী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মধুপুর, টাঙ্গাইল এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানোই হলো এই প্রকল্পের মূল কাজ। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) তিনটি স্তরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় ০৫টি প্রাক-প্রাথমিক ও ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) অর্থাৎ মোট ০৬টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর শ্রেণির মানবতাবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ অবস্থায় শিক্ষকদের সম্মানীভাতার পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যায়। কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের পোশাক ও টিফিন ভাতার ব্যবস্থাকরণও অতীব প্রয়োজনীয়। আশা করছি "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। যার ইতিবাচক প্রভাব থাকবে অসাম্প্রদায়িক দেশ ও জাতি গঠনে।

সর্বাগ্রে আলোকিত মানুষ এবং উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ জুবায়ের হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলা আছে। আর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে হবে। আর এই নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। প্রতি বছর মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করে অনেক শিক্ষার্থী আমার বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ছোট বেলা থেকে তার মধ্যে যদি ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার বীজ বপন করে দেওয়া হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে তাকে নিয়ে আমাদের খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না। এই সকল শিশুরাই পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী বেশি থাকে। এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্র এলাকায় থাকার কারনে আমরা প্রতি বছর কিছু ভাল শিক্ষার্থী পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকি এবং আমাদের সমাজ ও দেশে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিকের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। আমি এ কার্যক্রমের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব কামনা করছি যার হাত ধরে যুগে যুগে সমাজে আলোকিত মানুষ তৈরি হবে।

(অনুজা মন্ডল)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মাঝে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল কাজ। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ঝরে পড়ারোধ, শতভাগ শিশু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রে গীতা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে; যার ফলে সনাতন সম্প্রদায়ের জনগন ধর্মীয় চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। আমি মনে করি প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমি এ প্রকল্পের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(রফিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জামালপুর সদর, জামালপুর এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের প্রধান কাজ। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এই তিনটি স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে জামালপুর জেলায় ৪৭টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। তন্মেধ্যে ১৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ২৫টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এবং ৫টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি জামালপুর জেলার ৮৭% নারী শিক্ষক রয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অঞ্চল সমূহে শিক্ষার্থীদের পাঠদান গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

প্রতিটি শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের খেলার ছলে আদর করে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে ও ছবি দেখিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এতে করে শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি ধারণা লাভ করে, এ সাথে সমবয়সী অনেক বন্ধু-বান্ধব হয়। স্কুল শিক্ষক সম্পর্কে ধারণা অর্জন হয়। ফলে বিদ্যালয় ও শিক্ষকভীতি দূর হয়। শিশুর শিক্ষা জীবনের ভিত তৈরি হয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে শিশুরা বিদ্যালয়ের যাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে এবং শিশুর শিক্ষা জীবন থেকে ঝড়ে পড়ার হার হ্রাস পায়।

একটি জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। সুষ্ঠ-সুন্দর সমাজ বিনির্মানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজনীতা অপরিসীম। মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিখতে শুরু করে। তবে জন্মের পর থেকে প্রাথমিক বছরগুলোতে তার মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ ঘটে। এই বয়সেই শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভার বিকাশ হয়। সুতরাং এই বয়স থেকেই একজন শিশুকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় অভ্যস্ত করা জরুরী। শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বীজ প্রোথিত হয় পরিবারে তা বিকশিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর চর্চা হয় সমাজে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে শিশুর যে ধাপে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয় তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জীবনের শুরুতেই শিশুদের মননে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বীজ বপণ করলে তা এক সময় মহীরুহে পরিণত হতে বাধ্য। শিশুর সৃজনশীল মনে বাল্যকাল থেকেই সঠিক-ভুল এবং ভালো-মন্দের ধারণা প্রোথিত করা জরুরী। শিশুর মধ্যে সঠিক বোধদয় হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা এর চর্চা অব্যাহত রাখবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতির কর্ণধার।

শিক্ষা কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে শিক্ষকবৃন্দের সম্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করাসহ প্রকল্পের জনবল বৃদ্ধি এবং শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি ও টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(জিন্নাত শহীদ পিংকি)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জামালপুর সদর, জামালপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা এর অভিমত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আর্দশ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। এরই অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলাতে প্রকল্পটি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছে। "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় ০৩ টি প্রাক-প্রাথমিক ও ০১ টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকল্পের শিক্ষকের মধ্যে ৮০% নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি, ধর্মীয় চেতনায় প্রতিটি শিশু উজ্জীবিত হচ্ছে।

আমি "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

১৫/০৫/২৪

(রোকসানা মিতা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটি সদস্য এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। বর্তমান সরকার যে সকল সম্প্রদায় ও সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে প্রকল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলায় ৫৮টি প্রাক-প্রাথমিক, ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু, ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

মন্দিরভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে মন্দির সমূহের কলেবর বৃদ্ধি, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, গীতা শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থাপন সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

এ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

(বিনয় কিশোর রায়)
সদস্য, জেলা মনিটরিং কমিটি, নোয়াখালী।

প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত/অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রকল্পটির প্রধান কাজ। এতে করে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ছেলেমেয়েরা লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে বীজ তলার সাথে তুলনা করা হয়। কারণ বীজ তলায় যদি যত্ন না করা হয় তাহলে চারা গাছগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলাতে প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পটির অধীন আক্কেলপুর উপজেলায় ০৩টি প্রাক-প্রাথমিক, ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) চলমান রয়েছে।

মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, বাস্তবসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি কেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। নৈতিক ও মানবিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই উপজেলায় ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি। উপজেলায় প্রকল্পের মনিটরিং কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড-সুপারভাইজার নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন।

আমি মনে করি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং এটি স্থায়ীভাবে চলমান রাখা এখন সময়ের দাবি। পরিশেষে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(বীরমুক্তিযোদ্ধা রাজেন্দ্র প্রসাদ আগারওয়াল)
সদস্য, উপজেলা মনিটরিং কমিটি,
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটি সদস্য এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। অত্র প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি বিশাল ভূমিকা রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি। জেলা মনিটরিং কমিটির জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হিসেবে গত ১৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০:০০ ঘটিকায় সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করি। পরিদর্শনের সময় আমি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ২৫-২৭ জন করে শিশু শিক্ষার্থী উপস্থিতি দেখতে পেলাম। মন্দিরে শিক্ষার্থী উপস্থিতির পাশাপাশি মন্দির পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ শিশুদের সাথে মতবিনিময় করার পাশাপাশি তাদের কর্মদক্ষতা উপভোগ করি। এত অল্প বয়সে শিশুদের ছড়া, গান, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি ও মাহাত্ম্যসহ গীতার শ্লোক বলা দেখে আমি খুবই আনন্দিত ও বিমোহিত। আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয়, ভাষাবৃত্তিক তথ্য ও সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান প্রদান করায় কেন্দ্র শিক্ষক ও মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দকে অন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মন্দিরকমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের যুগোপযুগী একটি সিদ্ধান্ত। সরকারের এমন প্রকল্প চালু হওয়াতে সরকারের প্রতি তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আমার জানা মতে নারায়ণগঞ্জ জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠদান অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমি আশা করি এ প্রকল্প চলমান থাকলে শিশুদের মানসিক ও নৈতিকতার বিকাশসহ প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথটি সুগম হবে। আমি অত্র প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি। পাশাপাশি অত্র প্রকল্পটি যাতে চলমান থাকে সে ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(দিলীপ কুমার মন্ডল)
জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত শিক্ষানুরাগী সদস্য
জেলা মনিটরিং কমিটি, মশিগশি কার্যক্রম, নারায়ণগঞ্জ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির মতামত

শৈশবকাল থেকে সনাতন ধর্মীয় শিশুদের ধর্ম চর্চার পাশাপাশি নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বরগুনা জেলায় ৫১টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৩৫টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৯টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ০৭টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

শিশুর বিকাশ তার প্রাক-স্তর থেকেই শুরু হয়। এজন্য প্রাক-স্তরের পাঠ্যক্রম এতো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যাতে করে তারা প্রাথমিকের উপযোগী হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে পারে। শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষকরা সেভাবেই পাঠদান করে থাকেন।

ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরের শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা ও আচরণ সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারছে। গীতার জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। তাছাড়া শিক্ষকদের শতকরা ৮৭ ভাগই নারী বা নারীর ক্ষমতায়নে ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

বেশ কয়েকবার জেলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র ও অফিস পরিদর্শন এবং বিভিন্ন মিটিং ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে অফিসের কার্যক্রম যথেষ্ঠ ভালো মনে হয়েছে।

সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানো গেলে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি দেশ সেরা প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চিত্ত রঞ্জন শীল)
সদস্য
জেলা মনিটরিং কমিটি
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
বরগুনা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক বাস্তবায়িত ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত একটি প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটানোই এ প্রকল্পের মূল কাজ। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে গাজীপুর জেলায় ৭০টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৮ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ১৩ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশুসহ মোট ১০১ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকারি শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী এখানে গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা হয়। ধর্মীয় (গীতা) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমাজের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো প্রদান করা হয়। গীতার মর্মবাণী উপলব্ধির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে সমাজে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(মুকুল কুমার মল্লিক)
অধ্যক্ষ
ভাষা শহিদ কলেজ, গাজীপুর
ও
সদস্য, জেলা মনিটরিং কমিটি, মশিগশি কার্যক্রম, গাজীপুর।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী এর মতামত

মানবতাবোধ জাগ্রতকরণে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকাল থেকে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পটুয়াখালীতে চলমান ৭৯টি শিক্ষাকেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা(বয়স্ক) ও ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা প্রদান করছে 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা' কার্যক্রম।

শিশু শিক্ষা স্তরে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। এস্তরে সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের জন্য গান, ছড়া, কবিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্কদের নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে সুস্থ মানবজাতি হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে ভিত্তি প্রদান করা হয়। এ নৈতিক শিক্ষা দ্বারা সে তার পরবর্তী জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিশুদের শিক্ষা প্রদান যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে করা হয়। এ প্রকল্পের ৮০% শিক্ষক মহিলা হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নসহ বেকার সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো প্রদান করা এই প্রকল্পটির চলমান সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হলে হিন্দুজনগোষ্ঠী আরো সুফল পাবে। এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। তাই প্রকল্পের মেয়াদ একধাপ থেকে অন্য ধাপে স্থানান্তরের সময় কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাতে চলমান থাকে সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি রাখা উচিত। অনেক প্রতিবন্ধকতা সঙ্গে নিয়েও SDG বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমটি প্রশংসার দাবী রাখে। পরিশেষে এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(মোল্লা বক্তিয়ার রহমান)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
পটুয়াখালী।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইদহ এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের একটি চলমান শিক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য গীতা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেহেতু সরকারি সকল প্রাইমারি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে, সেহেতু এ প্রকল্পের মাধ্যমে গীতা শিক্ষা কেন্দ্র বাড়িয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা যেতে পারে। কারণ সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক চেতনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোর পথ দেখাতে নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

ঝিনাইদহ জেলায় শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকালে তাদের ধর্মীয় চর্চা ও অনুভূতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী বাছাই-২০২৪ এ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, তাদের উপস্থাপনা ও পরিবেশনা আমাকে দারুণভাবে অভিভূত করেছে। সনাতন ধর্মালম্বীদের জীবনমান উন্নয়নে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশে এই প্রকল্প অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। আমি এ প্রকল্পের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

(আনন্দ কিশোর সাহা)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ঝিনাইদহ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ফেনী এর মতামত

শিক্ষা ধর্ম নৈতিকতা মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মূল কথা। এই প্রতিপাদ্যের আলোকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের আমলের একটি যুগান্তকারি পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের আওতায় ফেনী জেলায় ৬৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা আমাকে বিমোহিত করেছে। তাদের শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ ও নৈতিকতা শিক্ষা সত্যিকার অর্থে পরবর্তী প্রজন্মে ও ভবিষ্যত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভুমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতি মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে প্রকল্পটি যে সাড়া জাগিয়েছে তা সত্যি সনাতন সম্প্রদায়ের জন্য বড় প্রাপ্তি। আমি এ প্রকল্পটির উত্তোরত্তর সমবৃদ্ধি ও সফলতার পাশাপাশি প্রকল্পটিকে স্থায়ী করণের জোর দাবি জানাচ্ছি।

(নাসির উদ্দিন আহমেদ)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ফেনী।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। সমগ্র বাংলাদেশে প্রকল্পটির ৭৪০০ টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে প্রকল্পটির ৪৬ টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ৩০ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ০৭ টি ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ০৯ টি। প্রকল্পটি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যেমে এক দিকে যেমন প্রকল্পটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করছে তেমনি শিক্ষার্থীদের ভিত্তি মজবুত করে তাদের ঝড়ে পড়া রোধে প্রকল্পটি অবদান রাখছে। প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাল্যবিবাহ, মাদক সহ সামাজিক সমস্যা সমূহ বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অন্যান্য অংশীজনদের মাঝে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজকে সচেতন করছে। প্রকল্পটিতে কর্মরত শিক্ষকদের মাঝে ৮০ ভাগ মহিলা শিক্ষক এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেও কর্মরত ৪৬ জন শিক্ষকদের মাঝে ৪১ জনই মহিলা শিক্ষক কর্মরত যা নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ সমাজে নারীদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে। প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ তাদের স্থায়ী করণের বিষয়টি এখন সময়ের দাবি। আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

২৬/৫/২০২৪

(মোসাঃ উম্মে কুলসুম)
উপ পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা এর মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষামূলক একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের অন্যতম অংশীদার। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এই প্রকল্পের প্রধান কাজ। চুয়াডাঙ্গা জেলাতেও প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রকল্পের এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা অর্জন করছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের পাশাপাশি উপজেলা শিক্ষা অফিস সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমি "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

15.5.24

(মোঃ আবু হাসান)
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মুন্সীগঞ্জ এর মতামত

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাষ্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলায় চলমান ৭২টি শিক্ষাকেন্দ্রে আমি ২০১২ ইং সাল হতে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী বাছাই কমিটিতে সরাসরি জড়িত থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে আসছি। আমার মতে এই প্রকল্প নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সনাতন ধর্মের জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আমি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখতে পাই এখানে শিক্ষা কার্যক্রম খুবই সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও শিক্ষার মান ভালো এবং শিক্ষকবৃন্দ যথেষ্ট দায়িত্ববান। আমি এই প্রকল্পের অব্যাহত ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

২৫/৫/২৪

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
মুন্সীগঞ্জ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে উপজেলা মনিটরিং কমিটি সদস্য এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দেশব্যাপী জনপ্রিয় অত্যন্ত সফল একটি কার্যক্রম। ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যবধি চলমান প্রকল্পটি বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি মনিটরিং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত আছি। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মন্দিরভিত্তিক স্কুলগুলো পরিচালিত হলেও বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রগুলো চালু হওয়ার পর সনাতনী জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সাভার উপজেলায় বর্তমানে ২০টি প্রাক-প্রাথমিক, ৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ৬টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্র রয়েছে। প্রকল্পটির শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার, যুগোপযোগী ও মানসম্মত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর মমত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা তথা সুনাগরিক হওয়ার বাস্তবমুখী শিক্ষা এখানে প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রশাসন, সাভার ও বিভিন্ন মন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত বড় বড় অনুষ্ঠানগুলোতে অত্র প্রকল্পের ধর্মীয় স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকে শ্লোক পাঠ করছে যা দেখলে গর্বে মনটা ভরে ওঠে। এছাড়া মন্দিরভিত্তিক স্কুল থেকে পাঠসম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার খবর কখনো পাওয়া যায়নি। আমি মনেপ্রানে বিশ্বাস করি বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তারা সবসময়ই ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকবে এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। ব্যাপক চাহিদার কারনে ধর্মীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অন্তত ১০,০০০ এ উন্নীত করা এবং বাস্তবতার নিরীখে শিক্ষকদের সম্মানীভাতা বৃদ্ধি করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করছি। এছাড়া সদাশয় সরকারের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যেহেতু প্রকল্পটি প্রায় ২১ বছর যাবৎ সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে সেহেতু কর্মরত জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য এবং কর্মরত জনবলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

প্রদীপ দাস

(প্রদীপ কুমার দাস)
উপজেলা মনিটরিং কমিটি, মশিগশি-কার্যক্রম,
সাভার উপজেলা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মাঝে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করছে। প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) তিনটি স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন সম্প্রদায়ের সকল বয়সের শিক্ষার্থীদের গীতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানার, বোঝার ও সে মতে পথ চলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারের সন্তানদের ০১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়। উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসেবে আমি সর্বদা এই প্রকল্পের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি। অত্র জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্রে পরিদর্শন, বই উৎসব, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উত্তম শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচনসহ সকল কর্মকান্ডে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। উত্তম শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচনের সময় আমি উপলব্ধি করেছি যে, ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীরা যেভাবে ছড়া, গান, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে তাতে তারা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার শিক্ষকগণ যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ও সকলেই নিয়মিত পাঠদান পরিচালনা করে থাকেন। প্রকল্পটি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে।

আমি মনে করি প্রকল্পটি সর্বদা চলমান থাকবে ও স্থায়ী রুপ লাভ করবে এবং প্রকল্পটির উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

(মো: সোহেল রানা)
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সদর, সিরাজগঞ্জ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সম্পর্কে অভিভাবক এর অভিমত:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ছোট বদরখালী, বরগুনা সদর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক। আমার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে উভয়েই উক্ত কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। আমার বাচ্চার মতো অন্য বাচ্চারাও প্রাথমিকে পড়ার উপযোগী হয়ে ওঠার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি নীতি শিখছে, নৈতিকতা শিখছে। এটা এ প্রকল্পের একটা বড় অর্জন। কেন্দ্র শিক্ষক নারী হওয়ায় তার পরিবারে তার একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে, সমাজে তার একটা উজ্জল প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র মনিটরিং মিটিং, অভিভাবক সমাবেশে যোগদানের মাধ্যমে যতটুকু দেখতে ও জানতে পারছি তা ইতিবাচক।

প্রকল্প আরও সামনে এগিয়ে যাক, প্রকল্পের কলেবর আরও বৃদ্ধি পাক।

(প্রদীপ মিত্র)
অভিভাবক
সর্বজনীন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির (৪১৬৯)
বরগুনা সদর, বরগুনা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সম্পর্কে অভিভাবক এর অভিমত

আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যার মাধ্যমে শিশু ও বয়স্করা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা, রামায়ণ ,মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যা ভগবানের মুখ নি:সৃত বানী যার আলোয় আলোকিত হচ্ছে প্রত্যেকে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্কা) শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্কা) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবন ধারায় শুচিতা ও ধর্মীয় চেতনা বিকাশ লাভ করেছে। অত্র প্রকল্পের মহৎ উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বেশ কিছু ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় চাঁদপুর জেলায় কয়েকটি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

গীতা শিক্ষার দ্বারা পথভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। গীতা চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান ও অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে। গীতা মানব দর্শনের কথা তুলে ধরে। গীতা সনাতন ধর্মের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমরা বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকি। পূর্বে গীতা পাঠের কথা শুনলে অনেকে ভয় পেত, শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ করতে পারবে কিনা। সংস্কৃত উচ্চারণ কঠিন বলে গীতা পাঠে অনিহা প্রকাশ করতো। কিন্তু আপনাদের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটির মাধমে আমরা যে ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র গুলো পেয়েছি যার ফলে আমাদের ছেলে মেয়ে সহ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই সাবলীলভাবে শুদ্ধ উচ্চারনে গীতা পাঠ করতে পারে। এখন গীতা পাঠ সকলের কাছে সহজ পাঠ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমার মেয়ে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলার শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, বাকিলা, ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। আগে আমার মেয়ে গীতা পাঠ করতে পারতো না কিন্তু এখন অনেক সুন্দর করে শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ করতে পারে। এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের জন্য আমার মেয়েকে নির্বাচিত করা হয়। মা হিসাবে আমার মেয়েকে মূল্যায়ন করার জন্য আমি গর্ববোধ করি। এই কারণে আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র গীতাগ্রন্থ পাঠ করে সহজেই ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব্। গীতা আমাদের ত্যাগের মহিমা ও নিস্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর গীতা শিক্ষায় শিক্ষিত হলে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা, মনুষ্যত্ব বোধ ও মানবিক গুনাবলি ফুটে উঠবে।

পরিশেষে বলবো মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির শিশু কিশোর সহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্লোক উচ্চারন করতে পারছে। গীতার সার্বজনীন বানী ও মর্ম উপলব্ধি করছে। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

সনাতনী সম্প্রদায়ের নিকট প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমি মনে করছি।

দীপা চক্রবর্তী
৩১/৫/২০২৫

(দীপা চক্রবর্তী)
অভিভাবক গীতা শিক্ষার্থী
(সোনালী রায় চৌধুরীর মা)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সম্পর্কে কেন্দ্র শিক্ষক এর অভিমত

আমি সুমনা হালদার, কেন্দ্র শিক্ষক (প্রাক-প্রাথমিক), বকুলতলা পূজা মন্দির, সদর, মেহেরপুর। আমি ২০১৬ সাল থেকে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মেহেরপুর জেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের কেন্দ্র শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। শিক্ষকতার শুরু দিকে ছাত্র/ছাত্রীদের কে পাঠদান করা আমার কাছে বেশ কঠিন মনে হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পাঠদানের পর আমার কাছে ধীরে ধীরে সহজ মনে হতে শুরু করে। বিশেষ করে যখন জেলা কার্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাঠদান কৌশল আয়ত্ব করি। এছাড়াও ফিল্ড-সুপারভাইজার স্যারের দিকনির্দেশনার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকা বই পাঠের মাধ্যমে পাঠ দান কৌশল অনুসরণ করে বাচ্চাদের পাঠদান করতে থাকি। প্রথমে আমি বাচ্চাদের সাথে কিভাবে মিশতে পারি সে চেষ্টা করি। আমি জানি যে ছোট বাচ্চারা আনন্দ মুখর পরিবেশ পছন্দ করে। তাই আমি নাচ, গান, আবৃত্তি অভিনয় ও খেলাধুলার মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করি। বাচ্চাদের এমন আনন্দমুখর পরিবেশ আমার কাছেও খুব ভালো লাগে। অভিভাবকগণ তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার আগ্রহ দেখে শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত উপস্থিত করেন। আমি মনে করি কোমলমতি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরটি খুবই গুরুত্বপূণ। আমি আমার শিক্ষকতা পেশায় ৪ বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছি এবং আমার কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর ২ থেকে ৩ জন ছাত্র/ছাত্রী শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়। বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের। মন্দিরের স্কুল শিক্ষিকা হওয়ায় এলাকার সকলে আমাকে বেশ সম্মানের চোখে দেখেন। তাছাড়া এখানে শিক্ষিকা হিসাবে যুক্ত হওয়ার পর থেকে আমি অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছি। সর্বোপরি মন্দিরের শিক্ষিকা হওয়ার পর থেকে আমার স্বামী ও আমার পরিবারের কাছে আমার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পরিশেষে বলতে চাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

সুমনা

(সুমনা হালদার)
কেন্দ্র শিক্ষক (প্রাক-প্রাথমিক)
বকুলতলা পূজা মন্দির
মেহেরপুর সদর।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের বাগেরহাট জেলায় আমি বিগত ৩/৬/২০০৭ খ্রিঃ হতে কর্মরত আছি। আমার নাম চম্পা রানী রায়। বর্তমানে আমি সদর উপজেলার সাহাপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির (২৪০৫) এর প্রাক- প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। আমার এখানের শিক্ষকতা জীবনে ২০১৩, ২০২০ ও ২০২৩ খ্রিঃ মোট তিন বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। শিক্ষক হিসেবে সমাজের সব স্তর থেকেই আমাকে অনেক সম্মান করা হয়ে থাকে যা আমাকে আরও গর্বিত করে। কোমলমতি শিশুদের আদর ও ভালোবাসা আমাকে মোহিত করে। আমার এখান থেকে অনেক শিক্ষার্থী আজ অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে যাদের সঙ্গে দেখা হলে নিজেকে আরও বড় মনে হয়। সম্মানী ও অবস্থান যাই হোক না কেন, মন্দির আঙ্গিনায় আমাকে যে সম্মান প্রদান করা হয় তা এক কথায় অসাধারণ। ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে আজ আমি অনেক উন্নত হতে পেরেছি শুধু এখানে চাকরীর সুবাদে। এছাড়া কোমলমতি শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের আনন্দ ও বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান করানোর ফলে তারা মন্দিরে আসার জন্য সবসময় আগ্রহী হয়ে থাকে। মন্দির আঙিনায় শিশুদের পাঠদানসহ, জন্মদিন, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় বিধায় শিশুরা ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হচ্ছে। এজন্য মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির জন্য সদাশয় সরকারের এক অসাধারণ সহযোগিতার ফল। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অকৃত্রিম ধন্যবাদ। প্রকল্পটি এখন রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সময়ের দাবি মাত্র।

চম্পা রানী সাহা ২৪/০৫/২৫

(চম্পা রানী সাহা)
কেন্দ্র শিক্ষক
বাসাবাটী সাহাপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির (২৪০৫)
সদর, বাগেরহাট

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কৃতি শিক্ষার্থীর সফলতার গল্প

দিনের আলো যখন ম্রিয়মান হয়ে গোধূলির আগমনের জানান দেয় তখন মনের কোন এক কোণে উঁকি দিয়ে উঠে বহুকাল আগে পেরিয়ে আসা কৃতকর্মের জীবন্ত স্মৃতিগুলো। স্মৃতিরা হারায় না। কিছু হয়তো চাপা পরে থাকে মনের কোনো এক গহীনে। কিছু স্মৃতি এতটাই প্রাণবন্ত হয়ে থাকে যে আর সময়ের স্রোতে চাপা পরার অবকাশ থাকে না।

বয়সটা তখন খুব বেশি নয়। চার কি পাঁচ হবে। লাফিয়েই বেড়াচ্ছিলাম বটে। দৌড় ঝাপ, খেলাধূলা, দুপুরের বাধ্যতামূক দিবানিদ্রার আদেশ অমান্য করে ঘরপালানো আর মায়ের আদরমাখা শাসনের মধ্য দিয়েই চলছিল আমার জীবন। হঠাৎ হয়তো পিতৃদেবের খেয়াল হল আমাকে শুধুমাত্র অনানুষ্ঠানিক গৃহশিক্ষাতেই আবদ্ধ রাখবেন না। আমাকে এবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। আর এরই মাধ্যমে আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে যায় বলাই সাধুর আশ্রম আর মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম।

২০০৯ সালের কোনো এক কুয়াশাজড়ানো সকালে বাবার হাত ধরে এসে দাঁড়াই বলাই সাধুর আশ্রমে। আমার মতো আরো অনেক ছাত্র সেখানে ছিল। মেঝেতে মাদুর পাতা। গোল হয়ে বসে পড়ালেখা করছিল সবাই। বাউন্ডুলে আমি তখন আসলেই পড়ার প্রতি আগ্রহ অনুভব করা শুরু করেছিলাম। সে যাই হোক, ঐদিন আমার হাতে এসেছিল তিনটা বই। নতুন বই পাওয়ার আনন্দ সেদিনই প্রথম উপভোগ করেছিলাম। এবং শুরু হয়েছিল আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুভ সূচনা। কখনো কোনো দিন বন্ধ করেছি বলে মনে হয়নি। অদ্ভুত ভালো লাগত সেখানে পড়তে। কতই না মজার সহিত পড়ালেখা হতো সেখানে!

''খ - খই,
খই মুড়ি চিড়া দই
খেতে পেলে খুশি হই।"

এই সুন্দর ছন্দময় বাক্যগুলো আজও মনে বাজে। যদিও তখনকার ছোট্ট আমি বুঝতে পারি নি মজার শিক্ষার পাশাপাশি আমাকে কত কিছু শেখানো হয়েছে। তবে পরে জীবনের প্রতিটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আর আমার শিক্ষার সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছি। আমার আজও মনে পরে সেই অপূর্ব পদ্যখানি—

"অসৎ হইতে মোরে সৎ পথে নাও
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার ঘোচাও।
মরণের ভয় যাক অমর কর
দেখা দিয়ে ভগবান শঙ্কা হর।"

যা আমার পথের পাথেয় হয়ে আছে আজও। শারীরিক কসরত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবগুলো আমার মনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। আমি আচার-আচরণ, সামাজিকতা, নৈতিকতা কি না শিখেছি ঐখান থেকে। সনাতন ধর্মের সৌন্দর্যের রশদ আমি এই এখান থেকেই পেয়েছিলাম। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ট একটা সময় কাটিয়েছিলাম এই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার অংশ হয়ে।

আমি আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের প্রথম গুরুকেও প্রণাম জানাই। আমি তার মাধ্যমেই হয়তো এই শিক্ষা কার্যক্রমের থরে বিথরে প্রবেশ করতে পেরেছি। উনি আমাকে মৌচাক থেকে মধু আনার মতো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়েছেন। উনি সত্যিই এক অনন্য মানুষ। একজন আদর্শ শিক্ষক, একজন আদর্শ অভিভাবক। প্রতিটি ছাত্রকে আদর করে কাছে ডেকে উনার পড়া জিজ্ঞেস করার দৃশ্যটা আজও আমার চোখে ভাসে। উনার নাটকীয় ভঙ্গিতে সেই পাঠ করা

''এক চন্দ্র আকাশ পানে
দুই পক্ষ তার সনে।
তিনে নেত্র মানব জানে
চারটি বেদ ধর্ম মানে।"
কিংবা
"এক দুই তিন
নাচে ধিন্ ধিন্।"

ছড়াগুলি আজও স্মৃতিতে অটল। আমার জীবনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ। আমার সামাজিকীকরনের অন্যতম কারিগর উনি। তাঁর শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর নৈতিকতা আমাকে সর্বদা বিমোহিত করেছে। তাঁর সনাতন ধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আমাকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে দেয়নি কখনো। সর্বদা ধর্মের পথে থেকে দেশ ও দশকে ভালোবাসার কথা তিনিই বলেছেন। প্রতিদিন পড়ার শেষে প্রার্থনা হতো। ঈশ্বরের স্তুতি পাঠ হতো। এর আগে আমার মনে আছে তিনি উপদেশমূলক কথা বলতেন। আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনতাম সেগুলো। আজও উনার সেই অমৃতসম বাণীগুলো আমার পথের পাথেয়।

আমি এতদিনে এটা জানতে পেরেছি যে আমাদের সামনে ঘটা কোনো ঘটনাই হারিয়ে যায় না। অবচেতন মনে থেকে যায় আজীবন। আমার সেই একটি বছরের স্মৃতি কেবল অবচেতন মনটাকেই ধারণ করে নেই বরং আমার মানসপটে চির অম্লান। আমি আমার জীবনের একটি সোনালি সময় বলব এই ২০০৯ সালকে। আমার শিক্ষা জীবনের ভিতটাই গঠিত হয়েছিল ঐ বছরটাতে। মন্দিরভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের এই শিক্ষা পদ্ধতি আমার জীবনকে প্রাণবন্ত করেছিল। এখনো প্রাণবন্ত রাখতে অনুপ্রেরণা জোগায়। আমার কামনা থাকবে এই কার্যক্রম স্তিমিত না হোক। প্রতিটা সাফল্যমন্ডিত জীবনের সূচনা হোক এখান থেকেই। নমস্কার।

স্বাক্ষরিত

(সৌরভ ভট্টাচার্য্য)
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ,
এমবিবিএস ২য় বর্ষ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হওয়ার গল্প

২০১৭ সালে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের খাজুরা বাজার বৈদিক মন্দির এ হাতেখড়ির মাধ্যমে আমার শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ পুরস্কার পাই। এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ শেষে ২০২২ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিই এবং প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি অর্জন করি। ২০২৩ সালে আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রে জ্ঞান চর্চা করতে থাকি। ২০২৩ সালের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী বাছাই পরীক্ষায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর স্যারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকি। স্যারের একটি প্রশ্ন এখানে তুলে ধরছি। স্যার বললেন, " তুমি এমন একটি শ্লোক বল, যা তোমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে আর তোমার জীবনে প্রতিফলন ঘটবে?" আমি উত্তরে বললাম-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।। (২/৪৭)

সরলার্থ: কর্মেই তোমার অধিকার আছে কিন্তু কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মফল লাভ করাই যেন তোমার কর্মের উদ্দেশ্য না হয়। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

অতঃপর ঐদিন আমার পরীক্ষা শেষ হয়। ফলাফলে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হই। জেলা প্রশাসক, যশোর স্যারের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করি।

সকলের আশীর্বাদপ্রার্থী
অহনা ঘোষ
৭ম শ্রেণি
কালেক্টরেট স্কুল, যশোর।

আলোকিত মানুষ, মানবিক সমাজ বিনির্মাণ, গর্বিত অংশীদার

সামাজিক জীব হিসেবে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যুগে যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষ ও পৃথিবীর আলোকিত, চির স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে আসছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পৃথিবীর অনেক আবিষ্কার ও সৃষ্টি যেমন আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি আমাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদেরকে যেমন আলোর পথ দেখিয়েছে আবার মাঝে মাঝে হতাশ করেছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দিনদিন ধর্ম প্রবণতা বিভিন্ন ধর্মীয় ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, ওয়াজ-মাহফিল, মিলাদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আবার সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। এই বিষয়গুলো অনেকদিন ধরেই আমার মনে একটা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন হলের টিভি রুমে বসে ২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভি এস নাইপল পুরস্কার গ্রহনের সময় চোখের জলে যখন মানবিকতার বিপর্যয় উপলব্ধি করে বলেছিলেন “আমরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি!” তখন থেকেই আমার মনের বিষয়টা একটা নাড়া দিয়ে যায়। এর পরবর্তীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সামাজিক বিচ্যুতি ও মানবতার অবক্ষয় লক্ষ্য করলেও বিগত কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা অবলোকন করতে গিয়ে বিষয়টি আরো বেশি গভীরভাবে চিন্তা আসে। ঘটনাটা এরুপ, ভিকারুননিসা নুন স্কুলের শিক্ষক পরিমল জয়ধর নৈতিকতার স্কলন ও দুশ্চরিত্রতার কারণে ছাত্রীর শ্লীলতাহানী জনিত অভিযোগে চাকুরীচ্যুত এবং জেল হাজতে। কয়েকদিন পর জানা যায় ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করা বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে তিনি উত্তীর্ণ হন যেখানে তার যোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। একজন মেধাবী ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও বিসিএস উত্তীর্ন ব্যক্তির এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? এছাড়া কয়েক বছরপূর্বে ঢাকার হলি আর্টিজানে উচ্চ শিক্ষিত ও মেধাবী কর্তৃক সন্ত্রাসী ও জঙ্গী হামলা ঘটে। এতে দেশী-বিদেশী অনেকেই হতাহত হন। এই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞ জনের কাছ থেকে যে উত্তরটি পেয়েছি তা হলো তাদের মেধা আছে, যোগ্যতা আছে, শিক্ষা আছে কিন্তু তাদের নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর আমার ধারণা পাল্টে যায় এই ভেবে যে, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজে কত অপরিহার্য। এরপরে আমি পরিচিত হই এই শ্লোগানের সাথে “দিনবদলের বইছে হাওয়া, নৈতিক শিক্ষাই প্রথম চাওয়া” এবং উপলব্ধি করি যে যত বড় শিক্ষা লাভ করা হোক না কেন নৈতিক শিক্ষা না থাকলে সবই বৃথা। এরপরই গর্ব অনুভব করি নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি ও মানবিক মূল্যবোধ গড়তে ভূমিকা রাখা একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার জন্য।

একসময় হতাশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি, ভালো রেজাল্ট থাকা সত্বেও প্রতিকুল পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মনমতো চাকরি না পাওয়ার হতাশা হতে মুক্ত হয়ে আনন্দ ও গর্বের সাথে চাকুরীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। হ্যাঁ আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়ণাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের কথাই বলছি, যে কার্যক্রমটি দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমি এখানে সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ২০০৮ সালে যোগদান করি। এরপর থেকে অনেক জেলায় দায়িত্ব পালনকালে দেখেছি এখানে নীতি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য কাজ করার সুযোগ রয়েছে, যে জন্য আমার গর্ব হয়। এখানে সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে লক্ষ্য করেছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গীতা শিক্ষার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম শিক্ষা এখান থেকেই শুরু হয় বিধায় তাদের ফাউন্ডেশন অত্যন্ত দক্ষ হয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের স্যার সম্মোধনে মন আনন্দে ভরে যায়। আরো ভালো লাগে যখন দেখি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এ সকল শিক্ষার্থীরাই প্রথম স্থান থেকে দশম স্থান পর্যন্ত অধিকার করে। প্রায় দুই দশকের কার্যক্রমের অর্জনে দেখি এখানে শিক্ষা লাভ করা কোনো শিক্ষার্থীর বখাটে, ইভটিজার, সন্ত্রাসী, মাদকাশক্ত, জঙ্গিবাদ ও চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটেনি। গর্ব অনুভব হয় ৮০% নারী শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় তারা মাতৃ স্নেহে শিশুদের শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তাদের পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছে এখান থেকে প্রাপ্ত সম্মানী পেয়ে। ভালো লাগে যখন শিক্ষক বলেন যে, “স্যার আমার যে মেয়ে আজ ডাক্তার (বিসিএস ক্যাডার), ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, তাকে পড়াতে এই চাকুরীটি আমাকে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে”। আরো ভালো লাগে যখন শুনি আমার শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে, এগুলো শুনে। এর পাশাপাশি এই চাকুরীর জন্য গর্ব অনুভব হয় এই ভেবে যখন দেখি জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ আছে। আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করি সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে, যেমন উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনারে। এছাড়া গর্বের সাথে এসএসসি, এইচএসসি এবং বিসিএস পরীক্ষার ট্যাগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করি যা জেলা প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব। এছাড়া বিভিন্ন দিবস উদযাপন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন কর্মকান্ড সরকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে পালন করে থাকি। এছাড়াও বিশ্বব্যপী করোনা মহামারীতেও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হলেও গর্ব করার মত বিষয়। এছাড়া করোনা মহামারীতে তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে Zoom Apps এর মাধ্যমে কার্যক্রমটি সমান গতিতে এগিয়ে নিয়েছি। তাই আজকে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে সারাদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং আমাকে সারাদিন আমার কর্মে ব্যস্ত থাকার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

আর এসব কাজে বর্তমানে একটি ভালো টিম ওয়ার্কের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুগ্মসচিব সব্যসাচী প্রকল্প পরিচালক একজন জ্ঞানতাপস, কর্মবীর, সত্যনিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী, দক্ষ প্রশাসক, ভালো অভিভাবক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক কর্মী বান্ধব, কর্ম উদ্যমী, আন্তরিক কর্মকর্তা জনাব নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস। এছাড়া অন্যান্য উপ-প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, সারা বাংলাদেশে গর্ব করার মতো একটি টিম যা নিয়ে আমার গর্ব হয়। আরো গর্ব হয় এই ভেবে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই" সেই আলোকিত মানুষ তৈরিতে কাজ করছি। যেখানে এটাই মুখ্য যে, "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান"। তাইতো আশা করি, দেশবাসী বলবে আসুন সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদকমুক্ত, বৃদ্ধাশ্রমমুক্ত এবং নৈতিকতা অর্জনে আপনার আমার সন্তানকে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করি। তাহলেই বলা যাবে "আমরা করব জয় একদিন", আর এইসব ভাবনাই আমার কর্মকে প্রেরণা জুগিয়ে চলছে, বাড়িয়ে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, গর্ব, সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা।

(দেবাশীষ দাস)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
বরিশাল।

প্রকল্প সম্পর্কে সহকারী প্রকল্প পরিচালক বান্দরবান পার্বত্য জেলা কার্যালয়ের মতামত:

ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গ্রামের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রদান তাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। এই প্রতিবেদনে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিবরণ, এর বর্তমান অবস্থা, সাফল্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করা হলো।

প্রকল্পের বিবরণ: মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম হল একটি সম্প্রদায় ভিত্তিক উদ্যোগ। যেখানে মন্দিরের স্থাপনা ব্যবহার করে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. স্থানীয় মন্দিরের ব্যবহার: মন্দিরের ফাঁকা ঘরগুলোকে শ্রেণি কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২. সেচ্ছাসেবক শিক্ষক: স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তি ও পন্ডিতদের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
৩. বিনামূল্যে শিক্ষা: সকল সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্কদের বিনা মূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হয়।
৪. বহুমাত্রিক শিক্ষা: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের নিয়ম কানুন শেখানো হয়।

বর্তমান অবস্থা

প্রকল্পটি বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপি সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রতিদিন সকাল ও বিকালে পাঠদান করা হয় এবং সপ্তাহের বিশেষ দিবসে ধর্মীয়, নৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সাফল্য

১. উচ্চ উপস্থিতি হার: শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা উপস্থিতির হার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি করেছে।
২. শিক্ষার মান উন্নয়ন: প্রকল্পের আওতায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়েছে।
৩. সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি: মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রামের মানুষের মধ্যে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বৃদ্ধি করেছে।
৪. নারীর অংশগ্রহণ: মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

১. অর্থায়ন ও সম্পদের অভাব: প্রকল্পের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের ঘাটতি রয়েছে।
২. পর্যাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা: যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
৩. প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব: আধুনিক প্রযুক্তি ও শিক্ষা সামগ্রী ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১. প্রকল্পের সম্প্রসারন: আরো বেশি মন্দির ও শিশুদের অর্ন্তভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ।
২. অর্থায়নও সম্পদের ব্যবস্থা: সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. প্রযুক্তি সংযোজন: ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী ও অনলাইন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা ।
৪. শিক্ষার মান উন্নয়ন: শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ।

উপসংহার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ এই প্রকল্পটি শুধু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানই নয় বরং সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেও শিশুদের ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

(সুপ্রিয় বিশ্বাস)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায়
বান্দরবান জেলা কার্যালয়।

প্রকল্পের একজন ফিল্ড সুপারভাইজারের অভিব্যক্তি:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করছি। খুব বেশী দিন হয়নি আমি এ প্রকল্পে যোগদান করেছি। করুনাময় ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় এ প্রকল্পের একজন ফিল্ড সুপারভাইজার হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। সনাতন ধর্মে অন্যান্য ধর্ম্বাবলম্বীদের মত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই। ফলে সনাতন ধর্মের শিশুরা ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তবে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোমলমতি শিশুরা যাতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একজন সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যবস্থা করেছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবে।

বর্তমান সমাজে নৈতিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার আচরন, গুরুজনে সম্মান ও তাদের সাথে কিরুপ ব্যবহার করতে হয় অনেক শিশুই জানে না। সমাজের এরুপ চিত্র দেখে মনে হয় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের এ দুরাবস্থা দুর করা সম্ভব। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সনাতন ধর্মীয় শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার দ্বারা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। গীতা জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গীতার আলোয় নিজেকে আলোকিত করবে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম কোমলমতি শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের জন্য ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যারা ছোট সময়ে কিছু শিখতে পারেনি তারাও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে। আমাদের দেশে শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের ও যদি নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে সমাজে সৎ, সাহসী ও চরিত্রবান মানুষ পাওয়া সম্ভব।

প্রত্যেক মানুষ যদি তাঁর ধর্মকে লালন করে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহলেই একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবহেলিত অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্ঠি হয়েছে। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোমলমতি শিশু ও বয়স্করা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। তারা প্রতিনিয়ত মন্দিরে গমন করছে। তাদের অংশগ্রহণে মন্দিরগুলো আরো প্রানবন্ত ও আলোকিত হচ্ছে। প্রতিটি মন্দিরে যাতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয় সে বিষয়ে মন্দির কমিটির সদস্য, সনাতন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে জোর সুপারিশ করছে। একজন মানুষ পরিপূণ্য মানুষ হিসেবে তখনই গড়ে ওঠে যখন তার মধ্যে মনুষ্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা ও মানবিক গুনাবলি পরিলক্ষিত হয় যা মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভব।অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে এ প্রকল্পটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি এ প্রকল্পের একজন কর্মী হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

17.5.24

(সুদীপা সরকার শিউলী)
ফিল্ড সুপারভাইজার
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
চাঁদপুর, জেলা কার্যালয়।

মা

প্রিয়াংকা সিকদার
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মশিগশি কার্যক্রম

তোমার ভেতর আমার বিকাশ বেড়েছে ক্রমান্বয়ে,
ভ্রুন থেকে মানুষ করেছো হাজারটা ঝড় সয়ে।

তোমার গর্ভে আগলে রেখে এনেছো ধরার বুকে,
পাঁজর ভাঙার আঘাত সয়েছো জননী হওয়ার সুখে।

নয় মাস ধরে আগলে রেখেছো নিজের ভেতরে রোজ,
ক'জন রেখেছে প্রসবকালীন সেই যন্ত্রনার খোঁজ।

দু'হাতে আমাকে জড়ায়ে ধরে নিমিষে ভুলেছো সব,
সকল ব্যথাই ভুলাতে পারে শুধু মাতৃত্বের অনুভব।

তোমার কারণে পৃথিবীতে আসা আলোয় ভরানো দিন,
তোমার চরণে জমা আছে মাগো শত জনমের ঋণ।

খুকুর নাচ

নমিতা সরকার
(কেন্দ্র শিক্ষক)

ঝুমুর ঝুমুর সোনার নূপুর
রুনু ঝুনু বাজে,
টাপুর টুপুর সকাল দুপুর
নাচে খুকি সাঁঝে।
নাকে নোলক খোঁপায় ফুল
হাতে কাকন বালা,
মনের সুখে নাচে খুকি
দোলে গলায় মালা।
তাধিন্ তাধিন ধিন্ তানা
নাচে ছন্দের তালে,
খুকু-মণির হাসি মুখ
টোল পড়েছে গালে।

মন্দির স্কুল

মিন্টু ভদ্র
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তি শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

আমার পাড়ার মন্দিরে যাই,
প্রণাম করি দেবদেবতায়।
মন্দিরেই রোজ পড়তে বসি,
ধর্ম পড়ি, অঙ্ক কষি,
বাংলা, ছড়া, ইংরেজিটা,
সমবেত প্রার্থনাটা।

'এ' টা লিখি, 'ক' টা লিখি,
সূর্যি মামার মন্ত্র শিখি।
ভজন গাই, যোগ করি,
কৃষ্ণ ঠাকুর চিনতে পারি।
আকাশ খুঁজি পাতাল খুঁজি,
স্কুলে যাই এখন রোজই।

আমার টিচার দারুণ মানুষ,
শিখিয়ে দেয় মান এবং হুশ।
পণ করেছি মানুষ হবো,
আমার সকল বিলিয়ে দেবো।
দেশের দশের করবো সেবা,
মায়ের পায়ে হবো জবা।

বেদ ও গীতার মন্ত্র গেয়ে,
সুসচেতন মানুষ হয়ে,
ধর্মবোধে গড়বো জীবন,
বিশ্বটাকে করব আপন।

মন্দির স্কুল সবচে' ভালো,
জ্বালে প্রাণে জ্ঞানের আলো।

শিশুশিক্ষা

মৌসুমী নন্দী
কেন্দ্র শিক্ষক, চাঁদপুর

শিশু হলো কাঁচামাটি
যেমনে গড়াও তেমনি গড়ে,
শিক্ষা হল পরশপাথর
লোহা ছুলেও মুল্য বাড়ে।

সু- শিক্ষা আর স্বশিক্ষা হোক
প্রথম পদক্ষেপ শিশু থেকেই,
শিশু শিক্ষার গুরুত্ব তাই
সকল কিছুর উর্ধ্বে থাকে।

কোমলমতি শিশু নিয়ে
পথ চলা পাঠদানের আশায়,
২০১২ থেকে যাত্রা শুরু
শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির পাঠশালায়।

মতলব দক্ষিণ উপজেলায়
প্রাক প্রাথমিক কেন্দ্র আমার,
৩০ জন ফুলকলি আর
এ বিদ্যালয় গর্ব আমার ।।

মন্দির

পূর্নিমা রানী কুন্ডু
কেন্দ্র শিক্ষক: শ্রী শ্রী বন্ধু মিলন মঠ
জয়পাড়া, দোহার,ঢাকা।

মনে মনে ভাবি বসে
শুভ সকালটা কখন আসে,
মন্দিরেতে যাবো আমি
সোনামনিদের কাছে।

গিয়ে যখন দাঁড়াই কাছে
সবাই দৌড়ে ছুটে আসে,
বলে সবাই ভালোবেসে
দিদিমনি নমস্কার, ভালো আছেন?

ওদের মাঝে বসি যখন
ওরা যে আমার কতো আপন,
বুঝানো কি যায় কখনও
ভালোবাসার কতো ওজন।

স্নেহ ভরা নয়নে
তাকাই যখন ওদের পানে,
বসেনা মন কোন খানে
সোনামনিদের বিহনে।

সবাই করবেন আশীর্বাদ
এটাই আমার মনোসাধ,
মনপ্রান উজার করে
পড়াতে পারি যেন মন্দিরেতে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্প শিক্ষকের ভূমিকা

ডা. দিলীপ দে

কবি, প্রাবন্ধিক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ

একজন শিশুকে বিকশিত করাই একজন শিক্ষকের শিক্ষকতা জীবনের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষকেরা, বিশেষতঃ প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষকরা শিশুদের মেধা শাণিত করার জন্য এবং তাদের মেধার বিকাশ দ্রুততর করার জন্য অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। একজন প্রি-স্কুল বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক একটি শিশুর মনে স্কুল সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারনা জাগরিত করে দেন, যা তার পরবর্তী জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব শিক্ষক শুধু শিশুদের লিখতে পড়তে বা খেলনা নিয়ে খেলতে শেখান তা নয় বরং শিশুগুলোকে নিজেদেরকেও বুঝতে শেখান। এ বয়সের শিশুরা সমাজে, পাড়ায়, পরিবারে তাদের আপন উপস্থিতির গুরুত্ব ক্রমশঃ ইতিবাচকভাবে গণ্য করতে শিখে।

শিশুগুলোর মধ্যে শিক্ষকরা স্কুল সম্পর্কে একটা ভিত্তিমূলক বা বুনিয়াদী তথ্য (স্কুল সম্পর্কে) একটা মৌল ধারনা তৈরী করে দেন। তাদের মেধা ও ধারণা শক্তির প্রবৃদ্ধি ঘটান, কল্পনাশক্তির বিকাশ বাড়ান। এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ তাদের শারীরিক বিকাশেও সহায়ক হয়। প্রসঙ্গতঃ স্কুলে শিশুদেরকে ফিজিক্যাল এডুকেশনের সঙ্গেও পরিচিত করানো জরুরী করে তোলেন শিক্ষকরা।

একজন শিশু অসংখ্য প্রশ্ন করতে পারে। তাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ অসীম। প্রাক প্রাথমিক এই শিশুগুলো–বয়সের বিকাশের ঐ স্তরে– শুদ্ধ ধারণায় আগ্রহী, জটিলতা তারা পছন্দ করেনা এবং নিজের ব্যাপারে কথা বলতেও তারা সাধারণতঃ নির্ভয় ও দ্বিধাহীনভাবে তৎপর। সোজাসোজি কথাবার্তা, ভাব আদান প্রাদানে তাদের অনন্ত আগ্রহ। তাই এসময়ে খেলনার মাধ্যমে,কথাবার্তার মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, ছবির পুস্তকের মাধ্যমে, ছড়া বলার মাধ্যমে, প্রকৃতির দিকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তাকানোর মাধ্যমে, এসব বাচ্চাদের মধ্যে দলগত মতামত আদান প্রদানের মাধ্যমে, আপন কল্পনা শক্তির উপযুক্ত প্রকাশের মাধ্যমে–তাদের মনোযোগ, আগ্রহ, ভাব প্রকাশের ভাষাজনিত বিকাশ উৎকর্ষ তৈরী ও বর্ধিত করে দেওয়ার এক বিরাট সুযোগ রয়েছে, যা গৃহীত চর্চীত হলে পরবর্তীকালে তাদের প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পথ সহজতর করবে এবং একজন শিক্ষক তা তৈরি করে দিতে পারেন। স্পষ্ট হস্তাক্ষর, শুদ্ধ বানান এগুলির বিকাশ ঘটানো ও অভ্যাস রপ্ত করানোও এ সময়ে সম্ভব। একজন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক এ ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন।

একজন বিকাশমান বাচ্চার ওজন ও উচ্চতা কখন কি পরিমাণ বাড়ে তা একজন শিক্ষকের জানা থাকলে ভালো। অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চা ভালো লেখাপড়া করতে পারে না, কারণ সে শরীর ও মনে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তার মেধা মনন ও শরীর বরাবর পিছিয়ে থাকে। একটি শিশুর জন্মকালীন ওজন কমবেশী সাড়ে তিন কেজি এবং উচ্চতা ৫০ সে.মি., প্রথম চার মাসে শিশুর ওজন জন্মকালীন ওজনের দ্বিগুন, বারো মাসে তিনগুন, আর চব্বিশ মাসে চতুর্থগুন হয়, ধরা যাক সেটা ১২ থেকে ১৩ কেজি। এরপরে ওজন বাড়াটা শ্লথ গতি হয় এবং ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ওজন বাড়ে বটে তবে দ্রুতগতিতে নয়। ওজন ও দৈর্ঘ্য বাড়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার শারীরিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং খাদ্যের পুষ্টিগত গুনাবলী বিশেষ ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিশুর পরিবেশগত অবস্থা ও অবস্থান, যত্ন ইত্যাদি এতে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে বারম্বার অসুস্থতা ফেলে নেতিবাচক প্রভাব। এসব বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণগত নজরদারীতে রাখলে ভালো।

একথা আমরা জানি যে, ২০০৩ সাল থেকে চলমান মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পের অধীনে সমগ্র বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং তাতে করে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় ৫০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১, ৫০, ০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী করে তোলা এবং ১৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ১০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৭২,০০০ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝড়ে পরা শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞান প্রদানসহ পবিত্র গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক। তিনি শিশুদের পাঠদান থেকে শুরু করে কেন্দ্র পরিচালনাসহ ১) শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, ২) পাঠ পরিচালনা, ৩) উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ৪) বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ ৫) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে, শিশুর সার্বিক বিকাশের কতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন : ১) শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ, ২) জ্ঞান বা বোধশক্তিগত বিকাশ, ৩) ভাষার বিকাশ, ৪) সামাজিক ও আবেগগত বিকাশ। মূলতঃ বিকাশের সকলক্ষেত্রে সমানভাবে ৫-৬ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যও প্রস্তুত হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক করতে ও বিকাশের তত্ত্বীয় ধারণাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে আসতেই কিছু প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। **ফলাফলসমূহ হচ্ছে:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এসব শিশুর বিকাশসমূহ নিশ্চিত করেন: শিশুদের বুদ্ধি ও ভাষা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ, শরীরের স্থুল ও সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। তাছাড়া শিশুরা যাতে সামাজিকভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা সঠিকভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে তাও শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকের কাজের আওতায় পড়ে। এই নিরিখে নিম্নলেখ কাজসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে–১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ, ২। প্রাক-পঠন ও লিখন, ৩। ছড়া, গান ও গল্প, ৪। প্রাক-গণিত, ৫। চারু ও কারু কাজ (চিত্রাঙ্কন সহ), ৬। ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, ৭। নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা, ৮। সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য।

অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান, খেলাধূলা এবং বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। শ্রেণিকক্ষ আকর্ষণীয় করে সাজানো গুরুত্বপূর্ণ : একটি সাজানো গোছানো শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মননশীলতার বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পরবে। যেমন: পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদি। পাঠ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষক ক্লাস শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে রাখবেন। শ্রেণিকক্ষেও নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিশুরা ছবি আঁকা এবং পাতা, মাটি বা কাঠি দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করবে। শিশুদের আঁকা ছবি বা তাদের তৈরি জিনিস দিয়েও শ্রেণি সজ্জা করা যেতে পারে। শিক্ষক পিতামাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলনাও সংগ্রহ করতে পারেন তবে তা হতে হবে শিশু-বান্ধব এবং নিরাপদ। উপকরণের ব্যবহার ক্ষেত্রে তা গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ: প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। শিক্ষককে এক্ষেত্রে শিশু, অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকগণ যদি শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে জানেন, এর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা বোঝেন তাহলে তাদের কাছ থেকে সবসময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

একজন শিশুকে, স্কুলে আনার মূল উদ্দেশ্য-নিম্নল্লেখ বিষয়সমূহ নিয়মিত অনুশীলন করাতে হবে-নিজের নাম, মাতাপিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলতে পারা। শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও সেগুলোর কাজ বলতে পারা। ১-১০০ পর্যন্ত গুণতে পারা, ১০ এর নীচের অংশের যোগ-বিয়োগ করতে পারা। সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করতে পারা যেমন, শুভেচ্ছা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া, অনুমতি চাওয়া, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সংগে উপযুক্ত সামাজিক মেলামেশায় নিয়োজিত হওয়া, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র, পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শ্লোক জানা ও বলতে পারা। শিশুদের বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি, শিশুদের গান ও জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং গল্প বলতে পারা। একই ধরনের বস্তু বা জিনিস শ্রেণী অনুযায়ী সাজানো এবং এক ধরনের নয়, এমন বস্তু বা জিনিস আলাদা করতে পারা। বৃত্ত, ত্রিভূজ ও আয়তক্ষেত্র আঁকা ও সেগুলোর নাম বলতে পারা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা ও নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারা। নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা করতে পারা।

এছাড়া ক্ষেত্র-ভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহও আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টা বিবেচনায় রাখতে হবে, শিক্ষক এসব আঙ্গিকে তার কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটাবেন। **যেমন:-১.** সংবেদশীলতা- যথা শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ, শোনা, বোঝা, কথা বলা ইত্যাদি নিরন্তর অনুশীলন থাকতে হবে। **২.** এছাড়া ভাষাগত দক্ষতা- প্রাক-লেখন, প্রাক-পঠন, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি, **৩.** ধর্মীয়, নৈতিক শিক্ষা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগীতা ইত্যাদিতে শিশুকে অভ্যস্থ করে তুলতে হবে। বিনয়ী নম্র ব্যবহার ও অপরকে যথাযথ সম্মান করার শিক্ষা দিতে হবে। সনাতন ধর্মের আচার-আচরণ অনুযায়ী প্রার্থনা, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নীতিবাক্য মেনে চলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারার শিক্ষা, অন্যের দুঃখ কষ্টে, হাসি আনন্দে অংশীদার হওয়ার চর্চা এ বয়সেই শুরু করতে হবে। **৪.** শারীরিক ও চলনক্ষমতা জনিত দক্ষতা অর্জনে স্থুল ও সুক্ষ পেশীর ব্যবহার- যথা- যথাক্রমে দৌঁড়াতে পারা, পেন্সিল বা কলম দিয়ে লিখতে পারা, শরীর চর্চা বা ব্যায়ামাভ্যাস, চোখ ও হাতের সমন্বয় করতে পারা রপ্ত করার শিক্ষা দিতে হবে। **৫ :** জ্ঞান-বুদ্ধিগত দক্ষতা- যথা মনোযোগ ও স্মৃতি তথা মনে রাখার অভ্যাস রপ্ত করা, বোঝা ও কার্যকারণ সম্পর্ক নিণয়– যেমন- আকাশ নীল, জবা ফুল লাল, বৃষ্টি ও ছাতা ইত্যাদি, সমস্যা সমাধান- যথা শুন্য স্থান পুরণ, ছোট যোগ বিয়োগ করতে পারা, **৬ :** সামাজিক পরিবেশ দক্ষতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, যথা পারিবারিক- যেমন নিজের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা জানা, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত যেমন- ফুল ফলের নাম, সামাজিক, স্কুলের ক্লাস রুমের নানা নিয়ম, স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা, **৭.** সৃজনশীলতা- ভাষাগত- যেমন বানিয়ে গল্প বলা, দেখা ঘটনার বর্ণনা, শারীরিক-একই কাজ বা খেলা বিভিন্ন ভাবে করতে পারা, কলাগত- ইচ্ছেমত আঁকতে, রঙ করতে, ঘর সাজাতে পারা–মাটি, কাগজ, পাতা, বীচি, কলার খোল, সুপারির খোল ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ বানাতে পারা। এছাড়া আবৃত্তি, গান, ছড়া পাঠ ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশ নেওয়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। একজন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এভাবে একজন শিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন, তাকে তৈরী করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে তার জীবনের এক আলোককোজ্জ্বল দুয়ার উন্মোচন করেন।

এ পর্যায়ে কিছু সুপারিশমালা আমি এখানে উপস্থাপন করতে চাই। সমাজে ব্যাপকভাবে আদৃত এই প্রকল্পটিকে রাজস্বখাতে নিয়ে গিয়ে এটিকে স্থায়ীরুপ প্রদান বাঞ্ছনীয়। স্কুলে অবোধ শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিতসহ, পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা করা হোক এবং পাঠদানে মনযোগবৃদ্ধিকরণে শিক্ষকদের সম্মানীভাতা বৃদ্ধি করা হোক।

পরিশেষে বলবো, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হোক এবং নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে সনাতনীদের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র তৈরি হোক।

প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিভাজন

7. Quarterly Financial and physical:

(Taka in Lac)

		Ist Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
		Financial	physical	Financial	physical	Financial	physical	Financial	physical
a) Target	:	1955.50	5.23%	1955.50	5.24%	1955.50	5.23%	3221.50	10.34%
b) Achievement (Physical progress as the % of total project)	:	363.31	5.25%	2599.70	5.21%	2668.34	5.24%	3245.76	10.34%

8. Target and Achievement of the main components of the Project:

(Taka in Lac)

Sl..	Work components as per PP	Quantity	Estimated Cost	Achievement upto last June 2023		Revised Target of the current year (2023-2024)		Progress upto the month of the current year (2023-2024)	
				Financial	physical % of the component	Financial	physical % of the component	Financial	physical % of the component
1.	Salary Allowances	04 P	131.27	-	--	24.93	02 P	24.93	02 P
2.	Prize	64 N	212.40	-	--	53.10	64 N	53.10	64 N
3.	Entertainment	54 M	342.68	49.30	50.00%	97.62	12 M	97.62	12 M
4.	Consolidate Salary	239 P	3793.20	1247.10	83.14%	754.95	239 P	754.95	239 P
5.	Seminer/Conference	68 N	227.45	4.73	35.86%	83.40	33 N	83.40	33 N
6.	Electric	65 N	77.22	25.70	74.88%	17.16	65 N	12.87	65 N
7.	Water	65 N	12.87	5.72	100.00%	2.86	65 N	2.86	65 N
8.	Internet	65 N	59.61	22.26	100.00%	13.83	65 N	13.83	65 N
9.	Postage	65 N	12.64	4.74	100.00%	3.16	65 N	3.16	65 N
10.	Telephone	72 N	59.99	22.68	84.98%	13.32	72 N	13.32	72 N
11.	Advertisement	54 M	25.80	6.20	100.00%	6.20	12 M	6.20	12 M
12.	Publication	54 M	37.60	-		9.40	12 M	9.40	12 M
13.	Hiring Office	65 N	729.54	324.24	100.00%	162.12	65 N	162.12	65 N
14.	Travelling	54 M	474.03	67.13	85.00%	125.23	12 M	125.23	12 M
15.	Outsourcing	88 P	848.91	271.75	76.55%	192.54	88 P	192.54	88 P
16.	Reqruitment	54 M	33.60	17.80	100.00%	9.40	12 M	9.40	12 M
17.	Transportation Cost	65 N	228.80	48.62	85.00%	57.20	65 N	57.20	65 N
18.	Bank Charge	65 N	37.80	7.14	85.00%	1.00	65 N	1.00	65 N
19.	Training	7967 P	269.94	5.83	50.00%	241.65	7533 P	241.65	7533 P
20.	Fuel & Lubricant	105 N	236.72	83.85	79.99%	52.76	105 N	42.21	96 N
21.	Travel Expense	54 M	7.50	0.25	50.00%	2.00	12 M	2.00	--
22.	Insurance	65 N	30.40	4.25	85.00%	6.08	65 N	6.08	--
23.	Printing & Binding	7400 N	2658.34	641.98	95.52%	550.00	7400 N	353.95	7400 N
24.	Stamp & Seal	54 M	18.58	6.95	84.96%	4.14	12 M	4.14	--
25.	Others Stationary	54 M1	117.03	26.16	50.00%	25.16	12 M	25.16	12 M
26.	Honorarium	14664 N	23876.48	7084.74	83.75%	6325.94	9437 N	6325.94	9437 N
27.	Vehicle Maintenance	105	75.35	27.58	84.99%	17.15	105 N	17.15	96 N
28.	Furniture Maintenance	65 N	37.10	9.00	84.91%	10.60	65 N	10.60	65 N
29.	Others Equipments Maintenance	65 N	40.40	12.92	85.00%	10.10	65 N	10.10	65 N
30.	Transport Maintenance	45 M	33.75	-	--	4.00	45 M	4.00	12 M
31.	Software & Database Maintenance	54 M	25.00	4.70	94.00%	5.00	54 M	5.00	--
32.	Microbus	01 N	44.00	-		--	--	--	--
33.	Motor Cycle	39 N	54.60	-		12.60	09 N	12.60	09 N
34.	Computer & Others	98 N	31.50	15.75	50.00%	15.75	49 N	15.75	49 N
35.	Office Equipment	607 N	94.68	30.89	100%	18.37	32 N	18.37	32 N
36.	Education Materials	7400 N	1103.31	333.55	82.40%	140.00	7400 N	140.00	7400 N
37.	Furniture	1312 N	38.56	19.28	50.00%	19.28	656 N	19.28	656 N
38.	Price Contingency		361.35	-	--	--		-	--
	Total:		**36500.00**	**10432.79**	**30.51%**	**9088.00**	**26.04%**	**8877.11**	**26.04%**

9. Reasons for the delay of Project implementation :

10. Existing problems of Implementation of the project

(Srikanta Kumar Chanda)
Joint Secretrary
Project Director
Temple Based Child and Mass Literacy Program

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ : ০৪/০২/২০২৪ খ্রিঃ।
পরিদর্শনকৃত এলাকা : যশোর জেলা কার্যালয়ের যশোর সদর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও বাঘারপাড়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র।
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি : মুহাম্মদ আবদুল হান্নান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, আইএমইডি।

ক. পূর্ববর্তী পরিদর্শনের তথ্য:

১। (ক) আইএমইডি'র পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি: প্রযোজ্য নয়।
(খ) পরিদর্শনের তারিখ: প্রযোজ্য নয়।
(গ) পরিদর্শনকৃত এলাকা: প্রযোজ্য নয়।
২। (ক) পরিদর্শনের সুপারিশসমূহ: প্রযোজ্য নয়।

খ. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

৩। প্রকল্পের নাম : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৪। প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ।
৫। (ক) অর্থায়নের উৎস: জিওবি।
(খ) উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়।
৬। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
৭। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৩৬৫০০.০০	৩৬৫০০.০০	-	-	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫	১৪/০৬/২০২২ (একনেক)		

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।
(গ) মূল মেয়াদের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%):প্রযোজ্য নয়।

৮। (ক) প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশ/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
০৮	৬৪	৪৯৫	সকল	সমগ্র বাংলাদেশ

(খ) প্রকল্প অফিস এবং অফিসের জনবল ও সুবিধাদি বর্ণনা:

(১) প্রকল্প অফিসের অবস্থান: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, ৬৪ টি জেলা সদরে ৬৪টি জেলা কার্যালয়।

(২) প্রকল্প অফিসের সুবিধাদি:

ক) প্রত্যেক জেলা অফিসে ০১ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড-০৯), ০১ জন কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩), শিক্ষাকেন্দ্র অনুসারে ০১ জন বা একাধিক ফিল্ড সুপারভাইজার (গ্রেড-১৩), ০১ জন অফিস সহায়ক (ক্যাটাগরি-৫)। এছাড়া কনটিনজেন্ট কর্মচারী হিসেবে ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ০১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আছেন।

খ) প্রত্যেক জেলা অফিস ০১টি করে কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) রয়েছে।

গ) প্রত্যেক জেলা অফিস ০১টি করে ফটোকপিয়ার রয়েছে।

ঘ) শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের নিমিত্ত ফিল্ড সুপারভাইজারের সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক ফিল্ড সুপারভাইজারের জন্য ০১টি করে মোটর সাইকেল রয়েছে।

ঙ) প্রত্যেক জেলা অফিস ০১টি করে টেলিফোন সংযোগ ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে।

চ) মোটর সাইকেলের জ্বালানী ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিত বরাদ্দ রয়েছে।

(৩) প্রকল্প অফিসের জনবল:

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড	ডিপিপি মোতাবেক পদের সংখ্যা	নিয়োগের ধরণ	নিয়োগকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	প্রকল্প পরিচালক	০১	প্রেষণে	০১	-	
২।	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১	প্রেষণে	০১	-	
৩।	উপ প্রকল্প পরিচালক	০২	সরাসরি	০২	-	
৪।	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	৬৭	সরাসরি	৬৭	-	
৫।	সহকারী প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)	০১	সরাসরি	০১	-	
৬।	মাস্টার ট্রেইনার-কাম-ফ্যাসিলিটেটর	০৮	সরাসরি	০৮	-	
৭।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	প্রেষণে	-	০১	
৮।	কম্পিউটার অপারেটর	৬৮	সরাসরি	৬৮	-	
৯।	ফিল্ড সুপারভাইজার	৯১	সরাসরি	৯১	-	
১০।	ফিল্ড সুপারভাইজার	০৯	আউটসোর্সিং	০৯	-	
১১।	হিসাবরক্ষক	০১	প্রেষণে	-	০১	
১২।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২	সরাসরি	০২	-	
১৩।	গাড়ীচালক	০৩	আউটসোর্সিং	০৩	-	
১৪।	ডেসপাস রাইডার কাম ম্যাসেঞ্জার	০১	আউটসোর্সিং	০১	-	
১৫।	অফিস সহায়ক	৭২	আউটসোর্সিং	৭২	-	
১৬।	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	আউটসোর্সিং	০২	-	
১৭।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	আউটসোর্সিং	০১	-	

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

• সবার জন্য শিক্ষা ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিশুর সুকুমার বৃত্তির সুষম উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ৪-৫+ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও সবার জন্য শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মন্দির কেন্দ্রিক ৫,০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

• প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা: মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রযাত্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;

• নৈতিকতার বিকাশ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মান: মন্দিরভিত্তিক ১,৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, নৈতিকতার উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মান ও প্রগতিশীল উন্নত চরিত্রের সু-নাগরিক গড়ে তোলা;

• নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নের ভিতকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

গ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	আবর্তক ব্যয়:							
১	মূলবেতন (অফিসার)	**৬৫.৫৬**			৩			
২	মূলবেতন (কর্মচারী)	৮.৪৩			১			
৩	যাতায়াত ভাতা	০.১০			১			
৪	শিক্ষা ভাতা	১.৭৪			৪			
৫	বাড়িভাড়া ভাতা	৩৬.৯৬			৪			
৬	চিকিৎসা ভাতা	৩.৮৭			৪			
৭	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.২১			২			
৮	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২.৬৭			২			
৯	টিফিন ভাতা	০.১৫			১			
১০	উৎসব ভাতা	৫.১৫			৪			
১১	আপ্যায়ন ভাতা	০.৪৪			১			
১২	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.৭৯			৪			
১৩	পুরস্কার (বার্ষিক পুরস্কার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন)	২১২.৪০			৬৪	৫৩.১০		১.৭৯
১৪	আপ্যায়ন ব্যয়	৩৪২.৬৮	২৪	৪৯.৩০	১২	৯৭.৬২	২৪	১৬.১৪
১৫	সাকুল্যে বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	৩৭৯৩.২০	২৩৯	১২৪৭.১০	২৩৯	৭৫৪.৯৫	২৩৯	৩৬২.৯৮
১৬	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২২৭.৪৫	০২	৪.৭৩	৬৮	৪৪.৪৮	০২	১৬.৫০
১৭	বিদ্যুৎ	৭৭.২২	৬৫	২৫.৭০	৬৫	১৭.১৬	৬৫	৪.২৫
১৮	পানি	১২.৮৭	৬৫	৫.৭২	৬৫	২.৮৬	৬৫	০.৩৬
১৯	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৫৯.৬১	৬৫	২২.২৬	৬৫	১৩.৮৩	৬৫	২.৭৪
২০	ডাক	**১২.৬৪**	৬৫	৪.৭৪	৬৫	৩.১৬	৬৫	০.৮২
২১	টেলিফোন	৫৯.৯৯	৬৫	২২.৬৮	৬৫	১৩.৩২	৬৫	১.৫৪
২২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২৫.৮০	২৪	৬.২০	১২	৬.২০	২৪	১.১৭
২৩	প্রকাশনা	৩৭.৬০	--	--	১২	৯.৪০	--	
২৪	অফিস ভবন ভাড়া	৭২৯.৫৪	৬৫	৩২৪.২৪	৬৫	১৬২.১২	৬৫	৭৫.৮৭
২৫	যাতায়াত ব্যয়	৪৭৪.০৩	২৪	৬৭.১৩	১২	১২৫.২৩	২৪	১৯.০৩

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
২৬	আউটসোর্সিং	৮৪৮.৯১	৮৮	২৭১.৭৫	৮৮	১৯২.৫৪	৮৮	১০৬.৭৯
২৭	নিয়োগ পরীক্ষা	৩৩.৬০	২৪	১৭.৮০	৫৪	৯.৪০	২৪	৫.১৮
২৮	পন্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	২২৮.০৮	৬৫	৪৮.৬২	৬৫	৫৭.২০	৬৫	৪.৬৩
২৯	ব্যাংক চার্জ	৩৭.৮০	৬৫	৭.১৪	৬৫	৮.৪০	৬৫	
৩০	প্রশিক্ষণ	২৬৯.৯৪	১০৫	৫.৮৩	৭৪২৫	২৩৬.৬২	১০৫	৪.৮০
৩১	গ্যাস ও জ্বালানী	২৩৬.৭২	৯৩	৮৩.৮৫	১০৫	৫২.৭৬	৯৩	১৪.০২
৩২	ভ্রমণ ব্যয় (পিডি, ডিপিডি)	৭.৫০	২৪	০.২৫	১২	২.০০	২৪	
৩৩	বিমা	৩০.৪০	৬৫	৪.২৫	৬৫	৬.০৮	৬৫	০.০৫
৩৪	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২৬৫৮.৩৪	৭৪০০	৬৪১.৯৮	৭৪০০	৬৪৯.৬৪	৭৪০০	১৭.৯৭
৩৫	স্ট্যাম্প ও সীল (মনিহারি)	১৮.৫৮	২৪	৬.৯৫	১২	৪.১৪	২৪	০.৮৩
৩৬	অন্যান্য মনিহারি	১১৭.০৩	২৪	২৬.১৬	১২	২৫.১৬	২৪	৬.৩৮
৩৭	সম্মানী/পারিতোষিক	২৩৮৭৬.৪৮	৭৪০০	৭০৮৪.৭৮	৭৪০০	৪৮৬০.৩৮	৭৪০০	৩০২৩.৭০
৩৮	মোটরযান মেরামত	৭৫.৩৫	৯৩	২৭.৫৮	১০৫	১৭.১৫	৯৩	৪.২৯
৩৯	আসবাবপত্র মেরামত	৩৭.১০	৬৫	৯.০০	৬৫	১০.৬০	৬৫	০.১৭
৪০	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৪০.৪০	৬৫	১২.৯২	৬৫	১০.১০	৬৫	১.৩১
৪১	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩৩.৭৫	২৪	--	১২	৬.৭৫	২৪	৪.৯১
৪২	সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ	২৫.০০	২৪	৪.৭০	১২	৫.০০	২৪	
	উপমোট আবর্তক ব্যয়	**৩৪৭৭২.০০**		**১০০৩৩.৩২**		**৭৪৮৪.০০**		
	মূলধন ব্যয়:							
৪৩	মোটরযান	৯৮.৬০		-	--	০.০০		
৪৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩১.৫০	৪৯	১৫.৭৫	৪৯	১৫.৭৫	৪৯	১৪.৬২
৪৫	অফিস সরঞ্জামাদি	৯৪.৬৮	৫৭৫	৩০.৮৯	৩২	১৮.০০	৫৭৫	১৫.৭৪
৪৬	শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ	১১০৩.৩১	৭৪০০	৩৩৩.৫৫	৭৪০০	২৮৪.৯৭	৭৪০০	৬৬.৫৮
৪৭	আসবাবপত্র	৩৮.৫৬	৬৫৬	১৯.২৮	৬৫৬	১৯.২৮	৬৫৬	০.৪৪
	উপমোট মূলধন ব্যয়	১৩৬৬.৬৫		**৩৯৯.৪৭**		.		
	প্রাইস কনটিনজেন্সি	৩৬১.৩৫		--				
	মোট	**৩৬৫০০.০০**		**১০৪৩২.৭৯**		**৭৮২২.০০**		**৩৮০৩.১২**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস।

(খ) পরিদর্শনের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার: ৩৯%

(গ) ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার: ৩২.৫৩%

১১। অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০২১-২০২২	৭৫৩০.৬৯	-	-	-
২০২২-২০২৩	৮১০১.১০	১২৪৬৪.০০	-	-
২০২৩-২০২৪	৮৩১৪.৮৭	৭৮২২.০০	৯৪.০৭	৪৮.৬২
২০২৪-২০২৫	৮১৩৭.৪৬	-	-	-
২০২৫-২০২৬	৪৪১৫.৮৮	-	-	-

১২। (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে অনুমোদিত মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ৪৩৪ টি (পণ্য: ৪৩৩টি, সেবা: ০১টি)।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম ও আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল (নিয়োগ হতে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	সংখ্যা
জনাব দিলীপ কুমার ঘোষ (উপসচিব)	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, সচিব	২৪/০৮/২০২১ থেকে ০৭/০৯/২০২২	অতিরিক্ত	না	-
জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (যুগ্মসচিব)	প্রকল্প পরিচালক, সমগ্রদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	০৮/০৯/২০২২ থেকে ২৭/১১/২০২২	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	০২
জনাব নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস	উপ-প্রকল্প পরিচালক, সমগ্রদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	০৪/১২/২০২২ থেকে ১৩/১১/২০২৩	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	০২
ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ (যুগ্মসচিব)	প্রকল্প পরিচালক	১৪/১১/২০২৩ থেকে চলমান	নিয়মিত	না	-

১৪। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): এ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম নেই।

১৫। স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:

সভার নাম	সময়ের ধরণ		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২৩-২৪)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২৩-২৪)
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (PIC)	প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১ বার	প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১ বার	৬	৬	৬	৪	২
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা (PSC)	প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১ বার	প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১ বার	৬	৬	৬	৪	২
এডিপি রিভিউ সভা (ADP)	মাসিক সভা	মাসিক সভা	১৯	১৯	১৯	১২	৭

সর্বশেষ পিআইসি/পিএসসি/রিভিউ সভার তথ্য

<table>
<tr><th>সভার নাম ও তারিখ</th><th>প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত</th><th>সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>পিআইসি
১৮/১২/২০২৩</td><td>আগামী ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সকল শিক্ষাউপকরণ ২৬/১২/২৩ তারিখের মধ্যে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সকল শিক্ষাউপকরণ যথাসময়ে শিক্ষাকেন্দ্র পৌছাঁনো হয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>০১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সকল জেলায় বই উৎসব পালন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>০১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সকল জেলায় বই উৎসব পালন করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রকল্পের ০৯ জন ফিল্ড সুপারভাইজারের জন্য ০৯টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</td><td>অর্থ বিভাগের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ২৩টি কর্মশালার আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>১। প্রকল্পের ৩জন সহকারী প্রকল্প পরিচালকের প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
২। ২৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। প্রকল্পের ৩৪জন সহকারী প্রকল্প পরিচালকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
২। ২৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।</td></tr>
<tr><td>পিএসসি
১২/১২/২০২৩</td><td>ক) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আরএডিপিতে চাহিদাকৃত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>ক) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫০০০টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ১০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান আছে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন পাঠদান করানো হচ্ছে।

খ) আরএডিপিতে চাহিদাকৃত ৯০৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>আগামী ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সকল প্রকার শিক্ষাউপকরণ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>সিদ্ধান্তমতে পাঠ্যবইসহ সকল শিক্ষাউপকরণ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সকল জেলা কার্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে বিতরণ করা হয়েছে এবং ০১/০১/২০২৪ তারিখে প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে বই উৎসব পালন করা হয়েছে। বিতরণকৃত শিক্ষাউপকরণসমূহের বিবরণ নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>শিক্ষাউপকরণ</th><th>পরিমাণ</th><th>শিক্ষাউপকরণ</th><th>পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>আমার বই</td><td>১,৫৫,০০০টি</td><td>কলম</td><td>৩,৬০,০০০টি</td></tr>
<tr><td>এসো লিখতে শিখি</td><td>১,৫৫,০০০টি</td><td>পেন্সিল</td><td>৪,৫০,০০০টি</td></tr>
<tr><td>সনাতন ধর্ম শিক্ষা</td><td>১,৫৫,০০০টি</td><td>মাদুর</td><td>৩৭,০০০টি</td></tr>
<tr><td>আমাদের পড়ালেখা</td><td>৪৩,৪০০টি</td><td>কার্যবিবরনী বই</td><td>৭,৪০০টি</td></tr>
<tr><td>সহজ ধর্মীয় শিক্ষা</td><td>৭৪,৪০০টি</td><td>তিলক-আচমন পাত্র</td><td>২,৪০০টি</td></tr>
<tr><td>রামায়ন-মহাভারত</td><td>৩১,০০০টি</td><td>মজুদ রেজিস্টার</td><td>৭,৪০০টি</td></tr>
<tr><td>ভর্তি ফরম</td><td>১,৫০,০০০টি</td><td>ইরেজার</td><td>২৫,০০০টি</td></tr>
<tr><td>পাঠদান বই</td><td>৭,৪০০টি</td><td>পেন্সিল কার্টার</td><td>২৫,০০০টি</td></tr>
<tr><td>পরিদর্শন রেজিস্টার</td><td>৭,৪০০টি</td><td>কালার পেপার</td><td>৫,০০০ প্যা:</td></tr>
<tr><td>হাজিরা রেজিস্টার</td><td>৭,৪০০টি</td><td>ড্রয়িং পেপার</td><td>৫,০০০ প্যা:</td></tr>
<tr><td>চক</td><td>১৪,৮০০ প্যা:</td><td>পবিত্র গীতা</td><td>৪৩,৪০০টি</td></tr>
<tr><td>ডাস্টার</td><td>১৪,৮০০টি</td><td>গীতা সংকলন</td><td>৭৪,৪০০টি</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>০৯টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগে যোগাযোগ করত হবে।</td><td>এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। এটলাস বাংলাদেশ লি: হতে মোটর সাইকেল সংগ্রহের লক্ষ্যে একক দর সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।</td><td>ক) প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জেলা পর্যায়ে শিক্ষকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত কর্মশালাসমূহ বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১১টি জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৩০টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। অবশিষ্ট কর্মশালাসমূহ জুন ২০২৪ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।</td></tr>
<tr><td>এডিপি রিভিউ
৩১/০১/২০২৪</td><td>২০২৫ শিক্ষাবর্ষের বই ও শিক্ষাউপকরণ সংগ্রহের কার্যক্রম এখনই শুরু করতে হবে।</td><td>২০২৫ শিক্ষাবর্ষের বই ও শিক্ষাউপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।</td></tr>
</table>

১৬। e-Project Management Information System (e-PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

১৭। প্রকল্পের ফলাফল স্থায়িত্বকরণ (Sustainability Plan):

(ক) ডিপিপি'র প্রভিশন: কোনো প্রভিশন নেই।

(খ) বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা (যদি থাকে): প্রকল্পের আওতায় আপাতত কোন সমস্যাদি পরিলক্ষিত হয়নি।

ঘ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ:

১৮। (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা ও এলাকা পরিদর্শনের র্বণনা : ০৪/০২/২০২৪ তারখি যশোর জেলা কার্যালয়ের যশোর সদর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও বাঘারপাড়া উপজলোর বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে যশোর সদর উপজেলার বেজপাড়া পূজা সমিতি মন্দিরে ৩০জন, মনিরামপুর উপজেলার মনিরামপুর দোলখোলা কেন্দ্রীয় পূজা মন্দিরে ৩০জন, কেশবপুর উপজেলার কালিচরনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে ২৭জন, যশোর সদর উপজেলার খাজুরা লেবুতলা তেজরোল সার্বজনীন পূজা মন্দিরে ৩০জন এবং বাঘারপাড়া উপজেলার বাসুয়াড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ২৮জন শিক্ষার্থী উপস্থিত পাওয়া যায়।

(খ) পরিদর্শনকৃত কাজের মান ও অগ্রগতির তথ্য : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যাক্রমের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকালে দেখা যায় উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পরিবেশ সন্তোষজনক, শিশুরা আনন্দের সাথে পাঠক্রমে অংশ গ্রহণ করছে। পাঠক্রম মুখস্থের সাথে সাথে শিশুদের নিকট সকল বিষয়ে তাদের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এটি করা হলে শিশুরা তাদের বিকাশের সাথে সাথে দেশপ্রেম আয়ত্ত করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১৯। সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কেন্দ্র শিক্ষক ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে তাদের শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষা প্রদান করার ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রমের ফলে অংশগ্রহণকারীগণ স্বাক্ষরদানে সক্ষম হচ্ছেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

২০। সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ: প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের যশোর জেলা কার্যালয়ের যশোর সদর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও বাঘারপাড়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ০৪/০২/২০২৪ তারিখ প্রকল্পস্থান পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

২০.১। বাসুয়ারী সার্বজনীন দূর্গামন্দির: এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৮ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা উপকরণ এখনো পাননি (বিশেষ করে গীতা বই) এবং সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে না। চলতি মাসে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির কোন সভা হয়নি। রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে শিক্ষকের সম্মানী বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সন্তোষজনক।

২০.২। খাজুরা, লেবুতলা, তেজরোল, গহেরপুর দূর্গামন্দির: এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা উপকরণ এখনো পাননি এবং সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে না। চলতি মাসে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির কোন সভা হয়নি। রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে শিক্ষকের সম্মানী বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সন্তোষজনক।

২০.৩। বেজপাড়া পূজা সমিতি মন্দির: এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে এবং সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। চলতি মাসে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা হয়েছে। রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে শিক্ষকের সম্মানী বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সন্তোষজনক।

২০.৪। কালিচরণপুর সার্বজনীন দূর্গামন্দির: এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৭ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে এবং সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। চলতি মাসে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা হয়েছে। রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে শিক্ষকের সম্মানী বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সন্তোষজনক।

২০.৫। মনিরামপুর দোলখোলা কেন্দ্রীয় পূজামন্দির: এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে এবং সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে শিক্ষকের সম্মানী বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সন্তোষজনক।

২১। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

২২। সুপারিশ/মতামত:

২২.১ প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ২৩ মাস এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে;

২২.২ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে Time bound action plan অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো, যাতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয়;

২২.৩ আগামী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের আলোকে বছরভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আইএমইডি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

২২.৪ বাসুয়ারী সার্বজনীন দূর্গামন্দির কেন্দ্রে গীতা বই এখনও পাওয়া যায়নি। জরুরিভিত্তিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং শিক্ষাদানের সময় সবকিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২২.৫ খাজুরা, লেবুতলা, তেজরোল, গহেরপুর দূর্গামন্দির কেন্দ্রের স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথ নয় বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

২২.৬ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বাসায় করণীয়, রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়ম, জাতীয় সংগীত এর অর্থ ব্যাখ্যা করে শিশুদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন;

২২.৭ পাঠদানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ সাধনে ভূমিকা রাখতে হবে;

২২.৮ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মুহাম্মদ আবদুল হান্নান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন নম্বর: ০২-২২২২১৬৮১৪

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন মহোদয়কে প্রকল্পের বান্দরবান জেলার শিক্ষকবৃন্দের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

রংপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান মহোদয় কর্তৃক পীরগাছা উপজেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন

হবিগঞ্জ জেলার শিক্ষক সমন্বয় সভায় প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ জেলা কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের কুমিল্লা জেলার কর্মশালায় অতিথিবৃন্দসহ শিক্ষকগণ

টাঙ্গাইল জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের লক্ষ্মীপুর জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

মাদারীপুর জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

জন্মাষ্টমীর মঙ্গল শোভাযাত্রায় চট্টগ্রাম জেলার শিক্ষকবৃন্দ

নীলফামারী জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের পটুয়াখালী জেলার ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

ফেনী জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য Management Skills for Project Executive সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

খুলনা জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের জাতীয় কর্মশালায় প্রাক্তণ উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রণজিৎ কুমারসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের ঢাকা জেলার শিক্ষকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের নওগাঁ জেলায় স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

নাটোর জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের কুমিল্লা জেলা কর্মশালার গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় উপ-প্রকল্প পরিচালক শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাসসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের কক্সবাজার জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের শেরপুর জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

বগুড়া জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের মাসিক সমন্বয় সভা

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বই মুদ্রণ কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের মাসিক (অনলাইন) সমন্বয় সভা

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের জাতীয় কর্মশালার গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের বান্দরবান জেলার শিক্ষকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দসহ প্রশিক্ষণার্থীগণ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের খাগড়াছড়ি জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের নেত্রকোনা জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের মাগুরা জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের চাঁদপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত প্রার্থনায় শিক্ষার্থীরা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু পেপার কাটিং

দৈনিক দিগন্তর

দেশ ও জনতার কথা বলে...

জয়পুরহাটে ধর্মীয় শিক্ষকদের নিয়ে

৩ দিনব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ বুলেটিন

...ক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ষষ্ঠ ...ক- শিক্ষার্থী ও বার্ষিক ক্রীড়া ...পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান (৬ জুন) ...বিকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন ...ত হয়েছে।

...র্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ...নেত্রকোনার আয়োজনে সহকারি পরিচালক এ এম হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক পঙ্কজ ঘোষ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ফারুক আল মাসুদ, নীলফামারী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম।

দৈনিক কলম সৈনিক

সিরাজগঞ্জে মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শিক্ষা-ধর্ম-সম্প্রীতি

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের মূলনীতি

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি (২০২৩-২০২৪)